কোকিলদূত

অর্থাৎ

শ্রীশ্যামসুন্দর বিরহে

শ্রীমতী রাধিকা অত্যন্ত কাতরা অকস্মাৎ নিধুবনে
বসন্তের প্রেরিত দূতজ্ঞানে পিকবরের প্রতি
শ্রীরাধার বিরহ বিলাপ বর্ণন।

শ্রীযুক্ত বনোয়ারিলাল রায় প্রণীত।

কলিকাতা

চিৎপুর রোড বটতলা ১৪৩ নং ভবনে

বিদ্যারত্ন যন্ত্রে মুদ্রিত।

শকাব্দা ১৭৮১। আশ্বিন।

মূল্য ১ এক টাকা।

শুদ্ধিপত্র।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৪৫	১২	চলিলেন	চলিলাম

শ্রীঅরুণোদয় ঘোষ দ্বারা প্রকাশিত ও মুদ্রিত।

নির্ঘণ্টপত্র।

পত্রাঙ্ক

নির্ঘণ্টপত্র।

পত্রাঙ্ক।

সূচিপত্র সমাপ্তঃ।

মঙ্গলাচরণ।

ত্রিপদী।

জয় জয় রাধাশ্যাম, ললিত ত্রিভঙ্গ ঠাম,
পরম পুরুষ সনাতন।
নব জলধর কায়, কৌস্তুভ কিরণ তায়,
গলে বনমালা সুশোভন ॥
চারু শোভা সুপ্রকাশ, পিতাম্বরী পীতবাস,
শিখী পুচ্ছ উচ্চ চূড়া শিরে।
তাহে লেখা রাধানাম, কিবে শোভা অবিরাম,
হেরে ভক্ত ভাসে প্রেমনীরে ॥
শ্রবণে কুণ্ডল দোলে, গজমতী তার কোলে,
ললিত তিলক নাসিকায়।
চন্দন লতিকা কত, শোভা পায় অবিরত,
রতিপতি মোহ যায় তায় ॥
অধরে মধুর হাসি, শ্রীকরে মোহন-বাঁশী,
কটিতে বিনোদ ধটি সাজে।
চরণ রাজীবরাজে, বিনোদ নূপুর সাজে,
বিনদ বিনোদ কিবা বাজে ॥

নিত্য নব প্রেমময়, নিত্য নব ভাবোদয়,
নিত্য নব রসের সাগর।
সাধকে করিতে পার, নানা রূপে অবতার,
ভক্তাধীন ভবারাধ্য বর॥
দ্বাপরে শ্রীবৃন্দাবনে, কৃপাকরি গোপীগণে,
প্রেমলীলা করিয়ে প্রচার।
মাতুলে নিধন করি, সুরের যন্ত্রণা হরি,
হরিলেন ধরণীর ভার॥
সর্ব্বব্যাপি সনাতন, জ্যোতির্ম্ময় নারায়ণ,
বেদে যার তত্ত্ব নাহি পায়।
সৃজন পালন লয়, যাঁহার কটাক্ষে হয়,
সেই বিষ্ণু তুষ্ট গোপিকায়॥
যোগেন্দ্র মুনীন্দ্রগণে, যোগে বসে অনশনে,
তথাপি না পায় দরশন।
এমন দুর্লভ ধনে, নন্দরাণী ক্রোধমনে,
বান্ধিলেন নবনী কারণ॥
রাই ভাবে মত্ত হয়ে, নন্দেরে জনক কয়ে,
বহিলেন বাধা শিরোপরে।
বাঁশরীতে গুণধাম, রাধানাম অবিরাম,
নৃত্য করি গান প্রেমভরে॥
কে বুঝে এ লীলা মর্ম্ম, শ্রীরাধাকৃষ্ণের কর্ম্ম,
আগম নিগমে সীমা নাই।
ভেদ জ্ঞান করে যেই, অতি নরাধম সেই,
এ লীলার বলিহারি যাই॥

মঙ্গলাচরণ।

পরম মঙ্গলময়, গোলোকেশ দয়াময়,
করুণ মঙ্গল সুবিধান।
আমি অতি পাপাধীন, ভজন পূজন হীন,
কি জানি করিতে গুণগান ॥
ভবসিন্ধু পার হেতু, হৃদে বান্ধি আশা সেতু,
বৈষ্ণবের যুক্তি শিরে ধরি।
বনয়ারিলাল কয়, করি কৃষ্ণ পদাশ্রয়,
কৃষ্ণ লীলা মাধুর্য্য লহরী ॥

গ্রন্থ সূচনা।

—⊱⊰—

পয়ার।

ধন্য ধন্য বৃন্দাবন অনুপম স্থান।
গোলোক সদৃশ কিবা ভূলোকে প্রধান॥
কহিতে মাহাত্ম্য তত্ত্ব আছে সাধ্য কার।
সকল ধামের মধ্যে এই ধাম [illegible]।
ধন্য যমুনার তটে [illegible]
ধন্য সে দ্বাদশ কুঞ্জ অতি সুশোভন॥
ধন্য নন্দরাণী ধন্য নন্দ মহাশয়।
ধন্য ব্রজাঙ্গনা ধন্য গোকুলে আলয়॥
ধন্য পশু পক্ষ ধন্য গোপ শিশুগণ।
ধন্য শ্যাম বিহারিত গোচারণ বন॥
ধন্য সেই সব স্থান যাহাতে বিহার।
ধন্য রাসস্থলী যথা লীলারস সার॥
ধরায় না ধরে স্থান এ স্থান সমান।
লীলারসে যথা মগ্ন প্রভু ভগবান॥
নর দেহে নর সম করিয়ে বিলাস।
যথা পূর্ণ করেছেন সাধকের আশ॥
চকোর সদৃশ যত ভাগবতগণ।
সেই লীলা সুধাপানে মগ্ন অনুক্ষণ॥

তাহাদের ক্ষুধা তৃষ্ণা নাহি শোক রোষ।
শ্রবণে কীর্ত্তনে লীলা সর্ব্বদা সন্তোষ॥
পূর্ণানন্দ ভোগে তাঁরা করে নিরন্তর।
জন্ম কাননে নাহি চিন্তা বিষয়॥
কৃষ্ণ ভক্তি ভিন্ন নাহি অন্য আকিঞ্চন।
কৃষ্ণ ধ্যান কৃষ্ণ প্রাণ কৃষ্ণ সে জীবন॥
শ্রবণ তাঁহাদের তুষ্টির কারণ।
শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলা করিব বর্ণন॥
ব্রজলীলা সাঙ্গ করি প্রভু নারায়ণ।
রহিলেন মধুপুরে হইয়ে রাজন॥
ঘটিল রাধার তাহে বিরহ যাতনা।
বলিতে সে কথা মোর হয়েছে বাসনা॥
শ্যাম বিনে কি ভাবেতে ছিলেন শ্রীমতী।
কি রূপ প্রেমের ভাব শ্রীকৃষ্ণেতে মতি॥
বিচ্ছেদ প্রেমের পুষ্টি কহে কবিগণ।
বিচ্ছেদ বিহনে প্রেমে নাহি আস্বাদন॥
যদি বল ঈশ্বরের কেন এ বিকার।
না হলে এ লীলা কভু না হয় প্রচার॥
বিশেষত সাধকের রাখিবারে মান।
হলেন ঐশ্বর্য্যভাবে মগ্ন ভগবান॥
শ্রীদামের শাপ শুদ্ধ করিতে পালন।
রাধার বিরহ জেনো এই সে কারণ॥
নতুবা শ্রীরাধাকৃষ্ণে নাহি কোন ভেদ।
এক ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য নাহি কহে বেদ॥

যে জন অখিলনাথ অখিলের সার।
করিতে আশ্চর্য্য লীলা অসাধ্য কি তাঁর ॥
যাঁহার মায়ায় মুগ্ধ সুর নরগণ।
ব্রহ্মা আদি ইন্দ্র চন্দ্র তপন পবন ॥
তাঁহার এ ভাব কভু অসম্ভব নয়।
ইচ্ছায় করেন লীলা বিভু ইচ্ছাময় ॥
অপার শ্রীহরি লীলা কে পায় সন্ধান।
মহাযোগী মহেশ্বর কিছু গুণগান ॥
ভক্ত ভিন্ন অপরের নাহি অধিকার।
ভক্তাধীন ভগবান ভক্তের আধার ॥
কেহ যদি গণে কভু আকাশের তারা।
কেহ যদি গণে কভু জলদের ধারা ॥
কেহ যদি পদ সহ হেরে ফণিবরে।
বালুকার রেণু যদি কেহ সঙ্খ্যা করে ॥
এ সকল কার্য্য যদি কভু সাধ্য হয়।
তথাপি শ্রীকৃষ্ণ লীলা নির্ণয় না হয় ॥
আমি অতি জ্ঞান হীন পাপি অভাজন।
সেই লীলা বর্ণিবারে করিয়াছি মন ॥
বামনের চন্দ্র যেন ধরিতে বাসনা।
এ রস রচিতে মোর সে রূপ কামনা ॥
তবে যে বাসনা মোর হয়েছে প্রবল।
এই আশা গুণিজনে না ধরেন ছল ॥
সুধীজন দেখিবেন মন স্থির করি।
যথা হংস ক্ষীর খায় নীর পরিহরি ॥

কোকিলদূত।

জলধর দর্শনে শ্রীরাধার দুরূহ বিরহোদয় ও
মাধবী তরুর প্রতি উক্তি।

পয়ার।

কৃষ্ণপ্রাণা কমলিনী হয়ে কৃষ্ণহীনা।
কৃষ্ণ ভেবে কৃষ্ণ ভাবে দিন দিন দীনা॥
অশন ভূষণ নাই বিগলিত কেশ।
ধূলায় লোটান খেদে উন্মাদিনী বেশ॥
কুল শীল লোক লজ্জা ভয় পরিহরি।
বনে বনে পথে পথে ভ্রমেণ সুন্দরী॥
যে বনে যে স্থানে শ্যাম করিতেন লীলা।
ভ্রমেণ সে সব স্থানে শ্রীমতী সুশীলা॥
কভু মধু কুঞ্জবনে কভু নিধুবনে।
কভু শাল তাল কুঞ্জে কভু গোবর্দ্ধনে॥
কভু মথুরার পথে এক দৃষ্টে রন।
কভু কেশীঘাট তটে করেন ভ্রমণ॥
এক দিন যমুনার তটে কমলিনী।
ভ্রমেণ কদম্ব কুঞ্জে যেন উন্মাদিনী॥
জলধর প্রতিবিম্ব নিরখীয়ে জলে।
বলিলেন রুষ্টা হয়ে সঙ্গিনী সকলে॥

ওগো সখী মম পাশে আয় ধীরে ধীরে।
অতি অপরূপ রূপ শীঘ্র হের নীরে ॥
বহু দিন হতে এই রূপ হেরি নাই।
কি রূপ উজ্জ্বলে জলে হেরগো সবাই ॥
শ্যাম জ্ঞানে ঊর্দ্ধে দৃষ্টি করিয়ে তখন।
দেখেন কদম্ব বৃক্ষে নাহি কোন জন ॥
না হেরিয়ে দগ্ধ হয়ে বিরহ অনলে।
ধরিবারে ঝাঁপ দিয়ে পড়িলেন জলে ॥
জলে গিয়ে নাহি পেয়ে জলদ বয়ানে।
ভাসিতে লাগিল জলে বিসাদিত প্রাণে ॥
নেত্রজলে যমুনার বাড়িল তরঙ্গ।
নিরক্ষীয়ে সখীগণ পাইল আতঙ্ক ॥
জলেতে যাতনা বৃদ্ধি হইল রাধার।
বিচ্ছেদ বাড়বানল জ্বলিল অপার ॥
গাত্র দাহ চতুর্গুণ হইয়ে বাড়িল।
পঙ্কে পড়ি পদ্মমুখী গড়াতে লাগিল ॥
এমনি উঠিল তাপ শ্রীরাধার গায়।
কার সাধ্য স্নিগ্ধ হেতু হস্ত দেয় তায় ॥
কি হলো কি হলো বলি প্রিয়সখীগণ।
দুহাতে শ্রীঅঙ্গে পঙ্ক মাখায় তখন ॥
ধরাধরি করি শেষে খেদাকুল মনে।
হিমকুঞ্জে শীলাতলে রাখিল যতনে ॥
রবির কিরণ নাহি যায় সে কাননে।
চতুর্দ্দিক আছে ঢাকা তরুলতা বনে ॥

সরস নলিনীদলে যতনে রাখিয়ে।
পঙ্ক মাখা অঙ্গ ঢাকে পদ্মপত্র দিয়ে॥
স্নিগ্ধ কুণ্ড হৈতে বারি আনি কোন জন।
ঢালিতে লাগিল শিরে করিতে চেতন॥
কেহ বা পঙ্কজপত্র করিয়ে ধারণ।
কান্দিতে কান্দিতে করে যতনে ব্যাজন॥
তথাপি বিরহ তাপ তবু নাহি যায়।
কমলের কচি পাতা শুকাইল তায়॥
কমল সহিত তাপে কমলিনী দহে।
জ্বলন্ত অনল সম ঘন শ্বাস বহে॥
এই রূপে স্নিগ্ধ করে প্রিয়সখীগণ।
কিছু ক্ষণ পরে ধনী পাইল চেতন॥
নেত্র মেলি চতুর্দ্দিক করেন ঈক্ষণ।
মাধবী তরুতে শেষে পড়িল নয়ন॥
অমনি উঠিল রাই বিচ্ছেদের বলে।
চলিলেন সঙ্গে চলে সখিরা সকলে॥
অতি বেগে সে মাধবী তরুতলে গিয়ে।
কহিতে লাগিল নেত্র সলিলে ভাসিয়ে॥
এই যে মাধবী-তরু হের সখিগণ।
এইতো আমার হয় দুঃখের কারণ॥
এরি জন্যে হইয়াছি আমি কৃষ্ণত্যাগী।
এই তো করেছে মোরে এ রূপ বিরাগী॥
হায় সে মাধব গেছে রয়েছে মাধবী।
মোর দুঃখ দেখে অতি হয়েছে গরবী॥

কি কাজ এ তরুবরে কর গো ছেদন।
ইহারে হেরিয়ে মোর ব্যাকুল জীবন॥
হেরিলে ইহার ফুল হৃদয় বিদরে।
ইহার পল্লবে সখী দেহ দাহ করে॥
এমন তরুতে মোর প্রয়োজন নাই।
সত্বরে ছেদন কর এই ভিক্ষা চাই॥
রাই যদি বলিলেন এ রূপ বচন।
আশ্চর্য্য হইল শুনে প্রিয়সখীগণ॥
মগ্ন হৈল চিন্তা নীরে না সরে বচন।
কহিতে লাগিল বৃন্দে রাধারে তখন॥

বৃন্দের সহিত শ্রীরাধার কথোপকথন।

পয়ার।

শুনিয়ে রাধার কথা বৃন্দেদূতী কয়।
সন্দেহ হইল প্যারী মোর অতিশয়॥
কি রূপে তোমার বৈরি হইল মাধবী।
বল বল বিবরিয়ে শুনিব গরবী॥
যে জন তোমার করে অহিত সাধন।
আমরা কখন তার না হেরি বদন॥
তোমার কিঙ্করী হই তব আজ্ঞাকারী।
তব ছাড়া ক্ষণ মাত্র রহিতে না পারি॥
আমি দাসী অভিলাষী ও রাঙ্গা চরণ।
জন্মে জন্মে করি যেন শ্রীপদ সেবন॥

তব রূপ ভিন্ন অন্য না হেরি নয়নে।
তব কথা ভিন্ন অন্য না শুনি শ্রবণে ॥
তব কার্য্য ভিন্ন কর অন্য নাহি চায়।
এই আশ রহি যেন তোমারী সেবায় ॥
অতএব কৃপা করি বল বিবরণ।
কি রূপে মাধবী হৈল দুঃখের কারণ ॥
কি রূপে শ্রীকৃষ্ণ সহ করিল বিচ্ছেদ।
কি রূপে তোমার মর্ম্ম করিয়াছে ভেদ ॥
ক্ষমা কর ধৈর্য্য ধর বল বিবরণ।
আশু প্রতিকার মোরা করিব এখন ॥
বৃন্দের বচন শুনি কহে কমলিনী।
বলিতে সে কথা আমি না পারি সঙ্গিনী।
প্রাণ কেঁদে কেঁদে উঠে হইলে স্মরণ।
হইয়াছে মম পক্ষে নিশির স্বপন ॥
যে দিন হইল ব্রজে অক্রূরাগমন।
সেই দিন রজনীতে আসি নারায়ণ ॥
মোরে লয়ে নানা কুঞ্জ ভ্রমী কুতূহলে।
আইলেন এ মাধবী চারু তরুতলে ॥
আপনি মাধবী ফুল তুলি হৃষ্টমনে।
হার গাঁথি মম গলে দিলেন যতনে ॥
প্রেমসিন্ধুনীরে মগ্ন হইয়ে অমনি।
সাজালেন কৃষ্ণ কৃষ্ণ আমারে আপনি ॥
আপন ভূষণ লয়ে বেশ ভূষা করি।
চূড়া ধড়া বান্ধি করে দিলেন বাঁশরি ॥

আমিতো যতনে মম বেশ ভূষা লয়ে।
সাজালেম মনরূপে পুলোকিত হয়ে॥
শ্যাম অঙ্গ সাজাইতে শোভা হল কত।
সে কথা এক্ষণে এক মুখে কব কত॥
পরে মোরে বাম উরে বসায়ে যতনে।
বলিলেন কত কথা সরস বদনে॥
ওহে প্রিয়ে তুমি মোর হৃদয়রঞ্জন।
তিলেক অদেখা হলে ঝোরে দুনয়ন॥
তুমি হে অঙ্গের আধা তুমি প্রাণ মন।
তব প্রেম ডোরে বাঁধা আছি অনুক্ষণ॥
তব নাম কভু প্রিয়ে না পারি ভুলিতে।
তব গুণ গান করি সর্ব্বদা বাঁশীতে॥
তব লাগি এ গোকুলে মম অবতার।
শুধিতে নারিব আমি তব প্রেম ধার॥
তব জন্যে হইলাম কালী কুঞ্জবনে।
বহেছি নন্দের বাধা তোমারী কারণে॥
তবতরে বাম করে ধরি গোবর্দ্ধন।
কত কষ্টে রাখিয়াছি এই বৃন্দাবন॥
তব জন্যে নন্দরাণী বেধে ছিল করে।
তব জন্যে কত কথা কহে ঘরে পরে॥
তোমার কলঙ্ক প্রিয়ে ঘুচাবার তরে।
বৈদ্য বেশে আইলাম গোকুল নগরে॥
জটিলে কুটিলে তব প্রেমে বাদী সদা।
তাহাদের দর্প চূর্ণ করেছি একদা॥

অতএব প্রিয়ে তব প্রেমে আছি বাঁধা।
তুমি হে পরমা শক্তি মম অঙ্গ আধা॥
দেখ প্রিয়ে অদ্যকার নিশী মনোহর।
বিশেষ মাধবী কুঞ্জ অতি শোভাকর॥
তাহে তুমি অপরূপ করেছ ধারণ।
কোটিচন্দ্র জিনি তব বদনকিরণ॥
মানস চকোর ব্যাস্ত হইয়াছে হেরে।
প্রসন্ন বদনী হও প্রসন্না দাসেরে॥
এইরূপে কালাচাঁদ তুষিলেন কত।
হইল বিলাস সখী তথা মন মত॥
ভাবিলাম এ মাধবী কুঞ্জে বসি তবে।
মাধবি কারণ আজ পেলেম মাধবে॥
সকল কুঞ্জের শ্রেষ্ট মাধবী কানন।
মমহতে মাধবীর প্রিয় নারায়ণ॥
নিতি নিতি এই কুঞ্জে করিব বিহার।
চিরজিবী হয়ে থাক মাধবী আমার॥
পরে দোঁহে নিদ্রাঘোরে হইয়ে কাতর।
নিদ্রিত হলেম এই কুঞ্জের ভিতর॥
নিদ্রা ভঙ্গে হেরিলাম হরি কাছে নাই।
ভাবিলাম নন্দালয়ে গেছেন কানাই॥
ক্রমে নিশী হল শেষ ককিল কুহরে।
এত দেখি আমি তবে না গেলেন ঘরে॥
নিয়মিত মতে বেশ ভুষণের তরে।
তুলিলাম নানাফুল হরিষ অন্তরে॥

ফুল তুলে সবে আমি গাথিতেছি হার।
হেন কালে তুমি গিয়ে দিলে সমাচার॥
মনে কি পড়েনা দূতী ভুলিলে সকল।
হইয়াছে প্রেমতরী যবে রসাতল॥
অনাথিনী হইয়াছি যে দিনে সজনী।
যে দিনে গেছেন তেজি নীলকান্তমণি॥
বলেছিলে কি করো গো রাই ত্যাজ হার
মথুরায় প্রাণ কৃষ্ণ চলিল তোমার॥
আয় গো গরবী রাধে কি কর এখন।
করেছেন অক্রূরের রথে আরোহণ॥
এত শুনি পড়িলাম রথচক্র ধারে।
তথাপি রাখিতে সখী নারিলাম তারে॥
দেখ সখী মাধবীর মঙ্গল লক্ষণ।
হারালেম কৃষ্ণনিধী মাধবী কারণ॥
যত কুঞ্জ শুভ করি বৃন্দাবন ধামে।
মাধবীকুঞ্জেতে গিয়ে হারালেম শ্যামে॥
তার সাক্ষি নিকুঞ্জেতে নিকুঞ্জবেহারী।
মানভিক্ষা করেছেন হয়ে জটাধারী॥
নিধুবনে হৃষ্টমনে করিয়ে ভূপাল।
রাড়ালেন মম প্রেম হইয়ে কোটাল॥
মধুকুঞ্জে মোরা হয়ে নবনারী করী।
ভুলায়ে ছিলাম নাথে নানা ছল করি।
যে কুঞ্জে যে দিন আমি করেছি গমন।
সেই স্থলে হইয়াছে প্রেমের বর্দ্ধন॥

কি দশা ঘটিল দেখ মাধবীর দায়।
হইলাম কৃষ্ণত্যাগি কহিব কাহায়॥
জন্ম শোধ হয়েছিল শেষের মিলন।
জন্ম শোধ হয়েছিল কথোপকথন॥
আর না বঁধুর সনে পুলোকিত মনে।
আসিতে হইল এই মাধবীকাননে॥
বুঝি মাধবীর মনে ঈর্ষা হয়ে ছিল।
সপত্নী স্বভাবে তাই এ বাদ সাধিল॥
অতএব এ তরুতে নাহি প্রয়োজন।
কর গো সত্বরে বৃন্দে সহস্তে ছেদন॥
নতুবা সজনী আমি ত্যজিব জীবন।
বাঁচাইবে যদি কথা করহ পালন॥
এই রূপে কহিলেন বৃন্দে সঙ্গিনীরে।
বনয়ারিলাল ভাসে নয়নের নীরে॥

শ্রীরাধাকে বৃন্দেদূতীর প্রবোধ।

পয়ার।

বৃন্দে কহে কমলিনী সকলি প্রমাণ।
যা হবার হয়েগেছে স্থির কর প্রাণ॥
উতলা হইলে আর কি লাভ হইবে।
লাভে হতে শত্রুগণে কেন হাসাইবে॥
মাধবী তরুর কথা করি নিবেদন।
কিছু দিন তরে রাখ হিতের কারণ॥

শুনিয়াছি কৃষ্ণ নাকি মথুরায় গিয়ে।
রাজা হয়েছেন কংস রাজারে নাশিয়ে॥
নূতন রমণী এক হইয়াছে রাণী।
আছেন বিপুল সুখে হয়ে দণ্ডপাণি॥
তব জন্যে মথুরায় করিব গমন।
শুনাইব কৃষ্ণে যাহা শুনালে এখন॥
নিবেদিব সভাজনে কৃষ্ণের ব্যাভার।
বলিব সকলে কর যথার্থ বিচার॥
অক্রূর ক্রূরের বলে নাই কি সজ্জন।
ভাল মন্দ সব স্থানে আছে কত জন॥
তার সাক্ষি দেখ সিন্ধু উদর ভাণ্ডারে।
এক ঠাঁই বিষ শুধা ছিল কি প্রকারে॥
বিশেষ সে রাজসভা গুণের আকর।
শুনিয়াছি উদ্ধবাদি আছে বিজ্ঞবর॥
তাহাদের কাছে কথা করিলে প্রকাশ।
অবশ্য কৃষ্ণেরে তারা সুধাবে আভাস॥
যদ্যপি স্বীকার নাহি পান গুণমণি।
করেন অবজ্ঞা মোরে হেরিয়া রমণী॥
অসম্ভব নহে ইহা শুন গো নিশ্চয়।
সম্পদে পূর্ব্বের দুঃখ মনে নাহি রয়॥
অধনে পাইলে ধন ঘটে এ লক্ষণ।
পরিচিত জনে চিন্তে না পারে কখন॥
যদি কন কে শুনেছে সাক্ষী কোন জন।
মাধবীর কথা আমি কহিব তখন॥

তা হইলে মাধবের হইবে স্মরণ।
লজ্জা পেয়ে আসিবেন চিন্তা কি কারণ ॥
তাই বলি মাধবীর নাশে কায নাই ॥
স্বকার্য্য সাধন হেতু বৈরি রাখ রাই ॥
সময়ানুসারে কার্য্য করা সুবিধান।
স্বকার্য্য সাধেন সাধু পৃষ্ঠে রাখি মান ॥
ভেবে দেখ অসময়ে ক্রোধ ভাল নয়।
নীচ যদি উচ্চ কহে সহিতে তা হয় ॥
তার সাক্ষী দেখ বিষ অতি অপকারী।
সময়ে তাহার কত যত্ন বাড়ে প্যারি ॥
দায়ে পড়ে লোক তার উপাসনা করে।
কার্য্য লাগি ত্যজ্য নাহি করে জ্ঞানিনরে ॥
আর দেখ কার্য্যহেতু রাম নারায়ণ।
করিলেন কপিসঙ্গে মৈত্র সম্ভাষণ ॥
অতএব নিজকার্য্য সাধনেতে রাই।
নীচের ধরিলে পদ কিছু দোষ নাই ॥
বরঞ্চ সে কার্য্য নাশে অধীরতা ঘটে।
ভুবন ব্যাপিয়া তার অপযশ রটে ॥
স্থির হও কেন তুমি ত্যজিবে জীবন।
তব হিত অভিলাষি মোরা গোপীগণ ॥
যাতে তব হানি হবে তাহা নাহি চাই।
আমরা মঙ্গল বাঞ্ছা সদা করি রাই ॥
দাসীর বচন ধর কি জন্যে মলিনা।
বিশেষ নবীনা তুমি আমি গো প্রবীণা ॥

অগ্রে হতে সব কর্ম্ম বুঝি বিলক্ষণ।
দেখিলে বলিতে পারি কার্য্যের লক্ষণ ॥
অতএব নিবেদন রাখ এ দাসীর।
কি হবে বলনা আর হইলে অস্থির ॥
উতলার কর্ম্ম নহে শান্ত কর মন।
অবশ্য আসিবে ব্রজে নন্দের নন্দন ॥
শুনিয়ে দূতীর কথা কহে কমলিনী।
ওগো সখি তোরা মোর দুঃখের দুঃখিনী ॥
বোসো গো নিকটে মম করি নিবেদন।
কে আছে এ রাধিকার বিনা সখীগণ ॥
শ্যাম গেছে সখী শুদ্ধ তোদের কারণ।
মনোদুঃখ মনে আমি করি নিবারণ ॥
তোমরা সুজন সখি হিতআকাঙ্ক্ষিণী।
আমার সুখের সুখী দুঃখের দুঃখিনী ॥
শুধিতে নারিব আমি তোমাদের ধার।
শ্যাম হতে তোরা সব প্রিয়গো আমার ॥
পশ্চিমে যদ্যপি হয় ভানুর উদয়।
দিবসেতে শশী যদি রাহুগ্রস্ত হয় ॥
মিথ্যা যদি হয় কভু সাধুর বচন।
তব বাক্য আমি নাহি করিব হেলন ॥
যে কথা বলিলে মোরে করিব পালন।
বৃন্দা কহে কমলিনী এ আর কেমন ॥
দাসীগণে এত বলা শোভা নাহি পায়।
আমরা জন্মের মত বিকায়েছি পায় ॥

যুগ্ম মন্ত্রে দীক্ষা মোরা যুগ্ম অভিলাষী।
কেনা জানে সখী সব যুগলের দাসী ॥
না হেরে যুগল রূপ রহিতে কি পারি।
যুগল প্রেমেতে বদ্ধ আছি ওগো প্যারি ॥
কিসের বিচ্ছেদ তব কিসের রোদন।
আমি কি ভুলেছি ধনি পূর্ব্ব বিবরণ ॥
তব লীলা কে বুঝিবে আছে শক্তি কার।
লীলাহেতু গোকুলেতে বিরাজ তোমার ॥
তোমার কীর্ত্তন করি মম সাধ্য কই।
বনোয়ারি নাহি জানে তব পদ বই ॥

শ্রীমতীর নিজ-মন্দিরে গমন।

পয়ার।

এই মত শান্ত করি তুলিয়ে রাধায়।
প্রবোধ বাক্যেতে দূতী যত্নেতে বুঝায় ॥
চল চল কমলিনি শীঘ্র গৃহে যাই।
দিবাকর অস্ত গেল রহিতে ডরাই ॥
নৃপতিনন্দিনী তুমি কৃষ্ণ সোহাগিনী।
নিশিতে সাজেনা হতে কাননবাসিনী ॥
তখন যে রজনীতে আসিতে কাননে।
সকলি সাজিত ধনি বঁধুর কারণে ॥

এখন সে দিন গেছে হইয়াছি দীনা।
আর কি গৌরব আছে হয়ে কৃষ্ণহীনা॥
তখন আসিতে কেবা করিত বারণ।
কে ভাবিত নিশি দিবা ভাল মন্দ ক্ষণ॥
প্রসন্ন ছিলেন যবে মদনমোহন।
নবগ্রহ সুপ্রসন্ন ছিল গো তখন॥
মোরা সবে কৃষ্ণত্যাগী অতি অনাথিনী।
বিপক্ষ ধরিবে ছল দেখিয়ে দুঃখিনী॥
কি জানি যদ্যপি কেহ মন্দকথা কয়।
সহিতো তখন আর সহিবার নয়॥
এত বলি শ্রীরাধারে ধরাধরি করি।
লইয়ে চলিল যত্নে বৃন্দা সহচরী॥
আস্নান মন্দিরে ক্রমে হইল উদয়।
বসাইল রত্নাসনে করিয়ে বিনয়॥
বিষ্ণুতৈল মাখাইয়ে করাইল স্নান।
তুলসী জাহ্নবীজল করিল প্রদান॥
না করেন কমলিনী অপর আহার।
কৃষ্ণশোকে ক্ষুধা তৃষ্ণা কিছু নাহি তার
ক্ষীর সর নবনীত লইয়ে তখন।
যত্নেতে রাধারে বৃন্দা করে নিবেদন॥
কিছু কিছু দ্রব্য রাই করগো ভোজন।
এপ্রকারে কেন তুমি হারাবে জীবন॥
বাঁচিলেতো পাবে ধনী শ্যাম দরশন।
কি লাভ হইবে বল ত্যজিলে জীবন॥

শুনহ পরম ধর্ম্ম বলিগো তোমারে।
সাধু করে আত্মরক্ষা বিবিধ প্রকারে ॥
আত্মা রক্ষা হলে ধর্ম্ম কর্ম্ম রয় সব।
আত্মার গমনে এই দেহ হয় শব ॥
যদি বল আত্মা কিছু না হয় নিধন।
তবে কেন আত্মাপ্রতি করিব যতন ॥
এ বচন ভ্রান্তিমূল শুন বলি সার।
বিধিমতে সদা রক্ষা করিবে আত্মার ॥
যেমন পক্ষির পদে শৃঙ্খল না দিলে।
তারে কিগো রাখাযায় অমনি রাখিলে ॥
অবশ্য সে পক্ষী উড়ে ত্যজি সেই জনে।
সেরূপ আত্মার ভাব বুঝহ লক্ষণে ॥
নিয়মিত কার্য্য আর অশননিচয়।
আত্মারূপ বিহঙ্গের শৃঙ্খল সে হয় ॥
অতএব আত্মরক্ষা তুমি কর রাই।
প্রেমময়ি প্রেমপক্ষে কিছু দোষ নাই ॥
আর দেখ কমলিনি কথা মিথ্যা নয়।
চিরদিন সমসুখে কেহ নাহি রয় ॥
দেখ সতী ভগবতী ভবের বিচ্ছেদে।
গিরিপুরে হরিলেন কাল মহাখেদে ॥
[illegible]। সীতা রামের ঘরণী।
লক্ষ্মণ দেবর যাঁর মহাবীর গণি ॥
দশরথপুত্রবধূ লক্ষ্মী যাঁরে বলে।
রাবণ হরিল তাঁর ঋষিবাক্য বলে ॥

এখন সে দিন গেছে হইয়াছি দীনা।
আর কি গৌরব আছে হয়ে কৃষ্ণহীনা॥
তখন আসিতে কেবা করিত বারণ।
কে ভাবিত নিশি দিবা ভাল মন্দ ক্ষণ॥
প্রসন্ন ছিলেন যবে মদনমোহন।
নবগ্রহ সুপ্রসন্ন ছিল গো তখন॥
মোরা সবে কৃষ্ণত্যাগী অতি অনাথিনী।
বিপক্ষ ধরিবে ছল দেখিয়ে দুঃখিনী॥
কি জানি যদ্যপি কেহ মন্দকথা কয়।
সহিতো তখন আর সহিবার নয়॥
এত বলি শ্রীরাধারে ধরাধরি করি।
লইয়ে চলিল যত্নে বৃন্দা সহচরী॥
আপ্তান মন্দিরে ক্রমে হইল উদয়।
বসাইল রত্নাসনে করিয়ে বিনয়॥
বিষ্ণুতৈল মাখাইয়ে করাইল স্নান।
তুলসী জাহ্নবীজল করিল প্রদান॥
না করেন কমলিনী অপর আহার।
কৃষ্ণশোকে ক্ষুধা তৃষ্ণা কিছু নাহি তার॥
ক্ষীর সর নবনীত লইয়ে তখন।
যত্নেতে রাধারে বৃন্দা করে নিবেদন॥
কিছু কিছু দ্রব্য রাই করগো ভোজন।
এপ্রকারে কেন তুমি হারাবে জীবন॥
বাঁচিলেতো পাবে ধনী শ্যাম দরশন।
কি লাভ হইবে বল ত্যজিলে জীবন॥

শুনহ পরম ধর্ম্ম বলিগো তোমারে।
সাধু করে আত্মরক্ষা বিবিধপ্রকারে ॥
আত্মা রক্ষা হলে ধর্ম্ম কর্ম্ম রয় সব।
আত্মার গমনে এই দেহ হয় শব ॥
যদি বল আত্মা কিছু না হয় নিধন।
তবে কেন আত্মাপ্রতি করিব যতন ॥
এ বচন ভ্রান্তিমূল শুন বলি সার।
বিধিমতে সদা রক্ষা করিবে আত্মার ॥
যেমন পক্ষির পদে শৃঙ্খল না দিলে।
তারে কিগো রাখাযায় অমনি রাখিলে ॥
অবশ্য সে পক্ষী উড়ে ত্যজি সেই জনে।
সেরূপ আত্মার ভাব বুঝহ লক্ষণে ॥
নিয়মিত কার্য্য আর অশননিচয়।
আত্মারূপ বিহঙ্গের শৃঙ্খল সে হয় ॥
অতএব আত্মরক্ষা তুমি কর রাই।
প্রেমময়ি প্রেমপক্ষে কিছু দোষ নাই ॥
আর দেখ কমলিনি কথা মিথ্যা নয়।
চিরদিন সমসুখে কেহ নাহি রয় ॥
দেখ সতী ভগবতী ভবের বিচ্ছেদে।
গিরিপুরে হরিলেন কাল মহাখেদে ॥
জনকনন্দিনী সীতা রামের ঘরণী।
লক্ষ্মণ দেবর যাঁর মহাবীর গণি ॥
দশরথপুত্রবধূ লক্ষ্মী যাঁরে বলে।
রাবণ হরিল তাঁয় ঋষিবাক্য বলে ॥

এমন দুর্ল্লভা হয়ে অশোককাননে।
পেলেন যাতনা কত ভেবে দেখ মনে।।
অতএব সুখ দুঃখ চিরদিন হয়।
জেনে শুনে উন্মাদিনী হলে অতিশয়।।
সুখ দুঃখ ফিরিতেছে রাশিচক্র মত।
দিবসান্তে নিশা যথা হয় সমাগত।।
কিন্তু যেনো দুঃখশেষে সুখের উদয়।
রবির কিরণ পিছে ছায়া যেন রয়।।
আসিবেন রাধানাথ রাখগো জীবন।
ইচ্ছামত কোন দ্রব্য করহ ভোজন।।
দূতীর বচন শুনি বিরসবদনে।
কহিছেন কমলিনী সজলনয়নে।।
কেন সখি অনুরোধ কর বার বার।
কৃষ্ণ বিনা ভোজনেকি ইচ্ছা আছে আর।।
ক্ষীর সর নবনীতে নাহি প্রয়োজন।
এনেদে গরল সখি করিব ভোজন।।
কৃষ্ণ বিনা এ জীবনে নাহি কোন ফল।
ভুলে রাখ ক্ষীর সর সুখাদ্য সকল।।
যখন সদয় মোরে ছিলেন শ্রীহরি।
দিতেন এ সব দ্রব্য অতি যত্ন করি।।
অগ্রেতে নাথেরে আমি করায়ে ভোজন।
করিতাম অবশিষ্ট প্রসাদ গ্রহণ।।
প্রভুর প্রসাদভিন্ন কি ছিল আহার।
ভুলিলে কি বৃন্দে তুমি পূর্ব্বের আচার।।

কি রূপে ভোজনে সাধ হইবে আমার।
প্রিয় সখী হয়ে কেন দুঃখ তোল আর॥
নির্ব্বাণ অনল কেন জ্বাল অকারণ।
ও কথা যদ্যপি বল ত্যজিব জীবন॥
এত বলি হরিণাক্ষী পড়িল ধরায়।
ললিতা বিশাখা সবে করে হায় হায়॥
বৃন্দা বলে নারিলাম বাঁচাতে রাধায়।
এ রূপ প্রকারে আর কত দিন যায়॥
রাই গেলে আমাদের কি হবে উপায়।
বিপদ ঘটিল ভারি লইয়ে রাধায়॥
এইরূপে গোপীগণ করিয়ে রোদন।
চিত্রারে রাখিল তথা রক্ষার কারণ॥
চিত্রার করেতে সঁপি রাধারে তখন।
করিল সকলে দুঃখে গৃহেতে গমন॥

শ্রীমতীর ভ্রম ও নিশিতে কুঞ্জে গমন।

ত্রিপদী।

এখানে রাধারে লয়ে, অতি সাবধান হয়ে,
চিত্ররেখা রহে একাকিনী।
রজনী বাড়িছে যত, যাতনা পাইয়ে তত,
রোদন করেন কমলিনী॥

গগনেতে শশধর, শোভা করে মনোহর,
সুধা আশে ভ্রমে চকোরিণী।
কুমুদিনী উল্লাসিনী, কান্ত হেরে গরবিণী,
কিবা মধুমাসের যামিনী॥
দিগঙ্গনাগণ সুখে, হাস্য করে হাস্যমুখে,
স্বভাবের শোভা মনোহর।
হেরিয়ে কাতরা রাই, কৃষ্ণ বিনা ধৈর্য্য নাই,
করেন বিলাপ ঘোরতর॥
ভাসিয়ে নয়ন নীরে, কহিছেন ধীরে ধীরে,
বল সখি কি করি উপায়।
আজ এত উচাটন, কেনগো হইল মন,
গৃহে থাকা হল ঘোর দায়॥
ঘটিল বিপদ্ ঘোর, কোথা সে হৃদয়চোর,
করে ধরি আন গো সজনি।
শারদ নিশির শোভা, হইয়াছে মনোলোভা,
রাসরসে তুষিব এখনি॥
কোথা সে বঙ্কিম হরি, বলনা কে নিল হরি,
নয়ন প্রহরী হতে মোর।
কে মোরে সাধিল বাদ, কোথা গেল কালাচাঁদ,
এনে দেগো করে ধরি তোর॥
শুনিয়ে রাধার বাণী, মনেতে প্রমাদ মানি,
খেদচিত্তে চিত্রা কহে ধীরে।
কি কর কি কর রাই, কিছু কি প্রবোধ নাই,
কেনগো ভাসিছ নেত্র নীরে॥

এ কেমন অনুমান, বসন্তে শরদ্ জ্ঞান,
ওগো রাধে হোলে উন্মাদিনী।
কুটিলা শুনিলে পরে, হাসিয়ে কহিবে পরে,
ধৈর্য্য ধর ওগো কমলিনী ॥
সখীর বচন শুনে, দগ্ধ হয়ে মনাগুনে,
কাতরে কহেন বিনোদিনী।
চল গো নিকুঞ্জে যাই, ছার গৃহে কায নাই,
হই গিয়ে কাননবাসিনী ॥
ধন্য ভাব শ্রীরাধার, ধন্য বিরহ বিকার,
ধন্য কৃষ্ণপ্রাণা কমলিনী।
উঠিতে সামর্থ্য নাই, তবু চলিলেন রাই,
বনদগ্ধা যেন কুরঙ্গিণী ॥
সঙ্গিনীর ধরি কর, কাঁপিছেন থর থর,
অগ্রসর হইয়ে কাননে।
যমুনার তটে গিয়ে, রাসস্থলী নিরখিয়ে,
কহিছেন সজলনয়নে ॥
ওগো প্রিয় সহচরি, বল কি উপায় করি,
কই মোর হৃদয়রঞ্জন।
সকলি রয়েছে ওই, পরাণ বল্লভ কই,
শূন্য কেন হেরি কুঞ্জবন ॥
শ্যাম যদি হয়ে বাম, ত্যজিলেন ব্রজধাম,
এরা কেন দহিছে জীবন।
কেন শশী দ্যায় দুখ, কি তায় বাড়িবে সুখ,
কেন জ্বালা দেয় পুষ্পগণ ॥

কেন সখি রতিপতি, মোরে দুঃখ দেয় অতি,
কেন করে এতই পীড়ন।
কেন গো যমুনাজলে, দুরন্ত অনল জ্বলে,
তরঙ্গে আতঙ্গে দহে মন॥
সব দুঃখ সহাযায়, কন্দর্পে বুঝান দায়,
না দেখি উপায় আমি তার।
কি করি কোথায় যাই, এ দায়ে নিস্তার পাই,
চিন্তানীরে কে করিবে পার॥
এইরূপে কমলিনী, কৃষ্ণশোকে উন্মাদিনী,
ভ্রমণ করেন বনে বনে।
হা কৃষ্ণ হা নাথ বলি, বিরহ অনলে জ্বলি,
সর্ব্বদা পড়েন ধরাসনে॥
দহ্যমানা দুঃখানলে, মগ্না হয়ে ভ্রমজলে,
কৃষ্ণকেলি তরু প্রতি কয়।
হরিপাল গ্রামে বাস, শ্রীরাধাকৃষ্ণের দাস,
বনোয়ারি ভণে ভাবচয়॥

শ্রীমতীর ভ্রম বশতঃ কৃষ্ণকেলি তরুর প্রতি উক্তি।

একাবলী ছন্দঃ।

শুনহে সুজন শোভারোধাম।
বঁধুর নামেতে তোমারি নাম॥

তাই হে তোমারে জিজ্ঞাসী আমি।
জান কি কোথায় সে চিত্তগামী॥
যদ্যপি জানহ বলিয়া দেহ।
বিরহবিকারে দহিছে দেহ॥
জানি হে বঁধুর সুহৃদ হও।
করুণা করিয়ে আমারে কও॥
ইহাতে অধিক বাড়িবে যশ।
জনমের মত হইব বশ॥
তোমার গৌরব সকলে করে।
মোহনরূপেতে তিমির হরে॥
ভেবে দেখ আমি তোমারে লয়ে।
আনন্দ-সাগরে মগনা হয়ে॥
পরাণ বঁধুর করেছি বেশ।
রেখেছি মস্তকে আপনি শেষ॥
আমার চিকুরে করিয়ে বাস।
অনায়াসে পুরাতে আপন আশ॥
যে জন হইতে বাড়িত মান।
বিপদে তাহারে করহ ত্রাণ॥
এ কথা যদ্যপি না শুন রাগে।
মরিব এখনি তোমারি আগে॥
অবলা বধের হইবে ভাগী।
পাইবে যাতনা এ পাপ লাগি॥
সাধে কি সাধিয়ে এ রূপ বলি।
দারুণ যাতনা অনলে জ্বলি॥

তুমি হে সখার সুহৃদ হও।
আমারে এক্ষণে উপায় কও॥
কি রূপে এ দুখে পাইব ত্রাণ।
কি রূপে বজায় রহিবে মান॥
কি রূপে বাসেতে করিব বাস।
কি রূপে ঘুচিবে আমার ত্রাস॥
উপদেশ মোরে বলিয়া দেহ।
তুমি বই নাহি স্বজন কেহ॥
কি আর অধিক তোমারে কব।
কেনা হয়ে তব নিকটে রব॥

শ্রীরাধার অভিমান প্রতি ভর্ৎসনা।

পয়ার।

বিরহ বিধুরা প্যারী করেন রোদন।
অভিমানে অভিমানে করি সম্বোধন॥
ওরে অভিমান তুই অতিশয় ক্রূর।
অকালে করেছ নাশ প্রেমের অঙ্কুর॥
এখনো আমার দেহে করিতেছ বাসা।
এত বাদ সেধে তবু না পূরিল আশা॥
ভেবে দেখ তুমি মোর যাতনার মূল।
তব লাগি এ অভাগী হারায়েছে কুল॥
কে জানিত আগে তব কপট স্বভাব।
ধরেছিলে বৈরি হয়ে সুহৃদের ভাব॥

দুর্জ্জনসদৃশ ভাব করিয়ে গোপন।
ছলেতে হইয়ে বন্ধু করিলে নিধন॥
তুমি যদি মম দেহে না হতে উদয়।
তা হলে আমার এত যাতনা কি হয়॥
তব অভিমতে আমি হারাইয়ে জ্ঞান।
হেরি নাই দম্ভ করি বঁধুর বয়ান॥
রাখিতে তোমার মান না বুঝি কারণ।
করিয়াছি সাধনের ধনে অযতন॥
সেই পাপে মনস্তাপে ব্রজ পরিহরি।
শূন্য করি হৃদি রাজ্য গেছেন শ্রীহরি॥
এক্ষণে করিবে মান কাহার উপর।
কে রাখিবে অভিমান তব সমাদর॥
তব লাগি কে মাখিবে আর ভস্মরাশি।
কে আর করিবে ভিক্ষা হইয়ে সন্ন্যাসী॥
ওরে অভিমান তুই বড়ই কঠিন।
এক ভাবে হরিতেছ কাল চিরদিন॥
দয়া শূন্য কায়া তব কিছু হায়া নাই।
তব লাগি নিরবধি কত দুঃখ পাই॥
এক্ষণে করুণা করি পরিত্যাগ কর।
তা হলে বঁধুর পাশে হই অগ্রসর॥
যত দিন রবে মম হৃদয় মন্দিরে।
তত দিন ভাসাইবে নয়নের নীরে॥
আর এক কথা বলি শুন অভিমান।
এত দিন মম দেহে আছ বর্ত্তমান॥

কি রূপ আকার তব না পাই দেখিতে।
দিতেছ যন্ত্রণা কত থাকি অলক্ষিতে ॥
পারিতাম আমি যদি তোমারে ধরিতে।
সমুচিত প্রতিফল দিতাম ত্বরিতে ॥
বল বল এক কথা শুধাই তোমারে।
কি সুখে রহেছ মম হৃদয় আগারে ॥
হইয়াছি অনাথিনী বিনা কৃষ্ণধন।
আর কেন তুমি এত কর জ্বালাতন ॥
তব অনুচর ক্রোধে লয়ে সঙ্গে করি।
স্বস্থানে প্রস্থান কর মোরে পরিহরি ॥
কিম্বা যাও মধুপুরে ত্যজি এই দেশ।
নূতন রাণীর হৃদে কর গে প্রবেশ ॥
তা হলে বাড়িবে মান ওরে অভিমান।
নবঅনুরাগে তথা জুড়াইবে প্রাণ ॥
তুমি গেলে পাব আমি কৃষ্ণ দরশন।
কিছু উপকার মম কররে এখন ॥
অধিক কি কব আর মনোযোগ কর।
মম দেহ পরিহরি হও স্থানান্তর ॥
বনোয়ারিলাল কহে শুন গো শ্রীমতি।
অভিমানে এত বলা নাহি সাজে সতি ॥

শ্রীমতীর প্রেমের প্রতি খেদ।

ত্রিপদী।

শুনরে দারুণ প্রেম,　তোরে জ্ঞান করি হেম,
　　বড় সাধে পরিলেম অঙ্গে।
হিতে হলো বিপরীত,　কে জানে এমন রীত,
　　ভাসাইবে যাতনা তরঙ্গে॥
কোমল হৃদয় মোর,　বাল্যরসে ছিল ভোর,
　　না জানিত তব অনুরাগ।
সে রসে বিরস করি,　লইলে সে সুখ হরি,
　　বাড়াইয়ে অলীক সোহাগ॥
মানস ভ্রমরী মোর,　না জানিত কোন ঘোর,
　　ফিরিতো সন্তোষ শতদলে।
শান্তি মকরন্দ খেয়ে,　মাতিয়ে ভ্রমিতো ধেয়ে,
　　না বসিত অন্য ফুলে ছলে॥
ক্রীড়ারসে ছিল মগ্ন,　না ছিল কিছুতে লগ্ন,
　　স্বভাবের ভাবেতে মাতিয়ে।
সে সাধে সাধিয়ে বাদ,　ঘটাইলে অপবাদ,
　　তব ভাবে ভাবিনী করিয়ে॥
আরোহী যৌবন রথ,　মম দেহে মনোরথ,
　　ক্রমে ক্রমে করিয়ে বিস্তার।
খল নিশাচরী রূপে,　ডুবাইলে ভ্রমকূপে,
　　বিপরীত তব ব্যবহার॥

তব আগমন লাগি, হয়ে অতি অনুরাগী,
হাব ভাব হেলা লীলা যত।
নির্ম্মল অন্তরে আসি, প্রকাশিল ভাবরাশি,
সে কথা এক্ষণে কব কত॥
মরি কি তোমার ধারা, পূর্ব্বভাব হয়ে হারা,
তব ভাবে হইয়া মগনা।
মরমে মরিয়ে রই, আমি যেন আমি নই,
নিরবধি সহিয়ে যাতনা॥
সুখ আশালতা ধরি, তোমারে বরণ করি,
হারালেম পূর্ব্বের স্বভাব।
কোথা গেল পূর্ব্ব রীত, সব দেখি বিপরিত,
নাহি আর পূর্ব্বের সুভাব॥
আমার স্বভাব হরি, আশাতে মোহিত করি,
মজাইলে তুমি হে আমায়।
অনুরাগ যার প্রতি, বৃদ্ধি করেছিলে অতি,
বলনা সে রহিল কোথায়॥
যদ্যপি জানিতে মনে, পরাণ বঁধুর সনে,
চিরপ্রেম নারিবে রাখিতে।
মজাইলে কেন তবে, মধুর বাঁশীর রবে,
নাহি লাজ এ কাজ করিতে॥
কেন হাসাইলে লোক, বাড়াইলে ঘোর শোক,
মিছে করে তব পথগামী।
করিতেরে উচাটন, হেরিবারে সে বদন,
এখন কি রূপে রব আমি॥

কোন দিন কোন কাজে, হেরিবারে রসরাজে,
কভু যদি বিলম্ব ঘটিত।
ভেবে দেখ অবিরত, তুমি দুঃখ দিতে কত,
মনে কি পড়েনা সেই রীত ॥
শুনরে বচন মোর, যদ্যপি হৃদয় চোর,
ত্যজিলেন অবজ্ঞা করিয়ে।
আর কেন আছ তুমি, পরিহরি ব্রজভূমি,
মথুরায় যাহনা চলিয়ে ॥
মনোদুঃখ কত কব, যদ্যপি করুণা তব,
মম প্রতি থাকিত তোমার।
তাহলে আমার আগে, অতিশয় অনুরাগে,
করিতে বঁধুরে অধিকার ॥
বোধ হয় তব রীতে, শুদ্ধ মোরে দুঃখ দিতে,
অধিকার মোরে করেছিলে।
বুঝিতে এতত্ত্ব সার, অপেক্ষা কি আছে আর,
মনোমত বিষাদ সাধিলে ॥
বঁধুর অন্তরে যদি, ওহে প্রেম হয়ে নদী,
নিজ ক্রম করিতে বিস্তার।
তাহলে কি দুঃখ পাই, পরাণ ত্যজিতে যাই,
এরূপে করিয়ে হাহাকার ॥
তোমার অগাধ জলে, বারেক যে ডোবে ছলে,
উঠিতে কি সাধ্য তার রয়।
তাই হে তোমারে কই, বঁধুর এ ভাব কই,
একা প্রেম রাখিবার নয় ॥

ভবসিন্ধু পার হেতু, হৃদে বান্ধি আশাসেতু,
বৈষ্ণবের যুক্তি শিরে ধরি।
বনোয়ারিলাল কয়, করি কৃষ্ণ পদাশ্রয়,
কৃষ্ণলীলা মাধুর্য্য লহরী॥

চিত্ররেখাকর্ত্তৃক শ্রীমতীর শিববেশ ধারণ ও নিদ্রা।

পয়ার।

রাধার যন্ত্রণা দেখি চিত্ররেখা কয়।
ধৈর্য্য ধর সদুপায় করিব নিশ্চয়॥
মদন কারণ এত চিন্তা কি কারণ।
ত্বরায় সাজ গো শিব পলাবে মদন॥
সুধাকরে সুধামুখি করিব দমন।
এ দাসী থাকিতে এত চিন্তা একেমন॥
এত বলি চিত্ররেখা গিয়ে নিকেতনে।
আনিল ভূষণ যত অতি সঙ্গোপনে॥
রাধার বদন হেরি ব্যাকুলিত মনে।
রাধায় সাজায় শিব শাসিতে মদনে॥
চাঁচর চিকুরে দিল বিনাইয়ে জটা।
মাথাইতে ভস্মরাশি প্রকাশিল ছটা॥
পরাইল ব্যাঘ্রচর্ম্ম রাখি নীলাম্বর।
গলায় রুদ্রাক্ষ মালা দিল মনোহর॥
বিভূতি মাখায়ে দিল সুকোমল গায়।
কিবা অপরূপ জ্যোতিঃ প্রকাশিল তায়॥

রাসকরভ্রষ্ট শিঙ্গা ছিল তার স্থানে।
ধরিলেন রাই তাহা ব্যাকুলিত প্রাণে॥
এই রূপে শিববেশ ধরিয়ে তখন।
পাগলিনী সম বনে করেন ভ্রমণ॥
স্বর্গ হতে রাই রূপ হেরি দেবগণ।
অলক্ষিতে শ্রীরাধার পূজেন চরণ॥
শেষে চিত্রা রাস মূর্ত্তি লিখে ধীরে ধীরে॥
খাটাইল কুঞ্জবনে যমুনার তীরে।
কুঞ্জবন হলো যেন চিত্র পটময়।
অতি মনোলোভা শোভা প্রভা অতিশয়॥
যুক্তি করি চিত্ররেখা ভুলায় রাধায়।
জ্ঞান হীনা নৃপবালা বিরহের দায়॥
সখী সঙ্গে বনে বনে করিয়ে ভ্রমণ।
নিদ্রায় কাতরা অতি না চলে চরণ॥
কৃষ্ণ বিনে বহুকাল হতে নিদ্রা নাই।
দৈবাধীন নিদ্রাবশা হইলেন রাই॥
নিবীড় কাননে শেষে করিয়ে প্রবেশ।
নিদ্রিতা হলেন প্যারী ভাবি হৃষীকেশ।

প্রভাতে সখীগণের রাধার মন্দিরে গমন ও
রাধার অন্বেষণ।

পয়ার।

নিয়মিত মতে প্রাতে প্রিয় গোপীগণ।
রাধার মন্দিরে এল সেবার কারণ॥

যে গৃহে ছিলেন প্যারী করিয়ে শয়ন।
তথায় সকলে তারা করিল গমন॥
দেখে তথা রাধা নাই শূন্য সে আগার।
হইল সন্দিগ্ধ চিত্ত যত গোপিকার॥
করিয়ে গৃহের সব দিক অন্বেষণ।
চিত্রা বলে ডাকিতে লাগিল অনুক্ষণ॥
কোনমতে না হইল রাধার সন্ধান।
ভাবনা সাগরে ভাসে নাহি আর জ্ঞান॥
বিশাখা বলিছে সখি এই লয় মনে।
কুঞ্জে গিয়েছেন রাই চিত্ররেখা সনে॥
চল চল কুঞ্জে গিয়ে করি দরশন।
কি হবে এখানে আর করে অন্বেষণ॥
এত শুনি গোপীগণ চিন্তাকুল মনে।
রাধার সন্ধান করে আসি কুঞ্জবনে॥
গোবর্দ্ধন গিরি আর বিবিধ কানন।
ব্যাকুলা হইয়া সবে করে অন্বেষণ॥
কোন স্থানে অন্বেষিয়া নাহি পায় তারা
নিরন্তর শোকজলে ভাসে নেত্র তারা॥
কান্দিতে কান্দিতে ক্রমে অনুপায় গণি
শোকেতে হইল যেন মণিহারা ফণি॥
তরুলতাগণে অতি কাতরে সুধায়।
বল বল তোমরা কি দেখেছ রাধায়॥
তোমরা অধিক দূর দরশন কর।
শ্রীরাধার বার্ত্তা বল জুড়াকু অন্তর॥

রাধা বিনা আমাদের অন্য গতি নাই।
এই পথে গিয়াছে কি আমাদের রাই॥
শারী শুকে মনোদুঃখে সুধায় তখন।
বলদেখি বিবরিয়া রাই বিবরণ॥
ফিরিছ আকাশপথে সবে অবিরত।
অনায়াসে দেখে থাক দূরস্থান যত॥
হেরেছ কি কোনস্থানে যেতে শ্রীরাধায়।
দেখেথাক বলে দেহ সবে ধরি পায়॥
এইরূপে গেল সবে কুসুম কাননে।
জিজ্ঞাসে কাতর হয়ে যত পুষ্পগণে॥
সুদেবী নামেতে গোপী কহে ধীরে ধীরে
পাইবার আশা নাই সখি শ্রীমতীরে॥
মোর অনুমান হয় কর দরশন।
বুঝি তারে পুষ্পগণ করেছে হরণ॥
ভাগ করি লইয়াছে সবে রাইরূপ।
নৈলে কেন হেরি এত শোভা অপরূপ॥
ঐ যে অপরাজিতা দেখ কিবা বেশ।
একাকি রাধায় পেয়ে হরিয়াছে কেশ॥
নীলপদ্ম বুঝি তার হরেছে নয়ন।
দেখ শোভা পদ্মবনে হয়েছে কেমন॥
বান্ধুলি অধর বুঝি করিয়াছে চুরি।
হেরনা মস্তেতে রাগে করিছে চাতুরি॥
কুন্দফুল দন্তপাতি হরেছে নিশ্চয়।
নতুবা কি [illegible] দ্ধবনে এত শোভা হয়॥

তিলফুল হরিয়াছে সুচারু নাসিকা।
কুচযুগে লইয়াছে কমল কলিকা॥
পদ্মের মৃণাল ভুজে করিয়ে হরণ।
তাই সখি জলে গিয়ে হয়েছে গোপন॥
রামরম্ভা চারু উরু করিয়ে হরণ।
সরলতা শোভা ওই করেছে ধারণ॥
সুচারু অঙ্গুলি চাঁপা রাধার হরিয়ে।
উপহাস করিতেছে তরুতে বসিয়ে॥
এত শুনি অন্য সখী কহে খেদভরে।
কার সাধ্য শ্রীমতীর রূপ ভাগ করে।
তবে বিধি রাই রূপ করি দরশন।
করেছেন এ সকল সৌন্দর্য্য গঠন॥
মম এই অনুভব হতেছে এখন।
কমলিনী হইয়াছে কমলকানন॥
ওই যে দেখিছ এক পদ্ম বিকসিত।
জ্ঞান হয় শ্রীরাধার বদন নিশ্চিত॥
সুরম্য কলিকা হেরে কুচ জ্ঞান হয়।
মৃণাল হইবে ভুজ জেনো গো নিশ্চয়॥
যদি বল রূপান্তর কিরূপে সম্ভবে।
বিবরিয়ে আমি তবে বলি শুন সবে॥
কারণবশত ঘটে স্বরূপে বিকৃতি।
দ্রবময়ী হয় গঙ্গা প্রধানা প্রকৃতি॥
শুনি ভয়ে নারায়ণ হইলেন শিলা।
নানাবিধ নাম তাঁর হইল সুশীলা॥

আর দেখ শ্রীরাধার ভয়ে ঘোরতর।
গোলোকে বিরজা দেবী হল রূপান্তর ॥
শুনিয়াছি শাস্ত্রে তার সাতটি নন্দন।
সপ্ত জলনিধি তারা হল যে কারণ ॥
বিরহ কারণ আমি মনে ভাবি তাই।
কমলিনী হইয়াছে কমলিনী রাই ॥
যেমন নয়ন জল হয়েছে পতন।
সুকোমল অঙ্গ তাঁর ভেসেছে তেমন ॥
নয়ন সলিলে কুণ্ড হইয়াছে ধনি।
পদ্মমুখী পদ্মরূপে ভাসিছে অমনি ॥
দেখ দেখ অপরূপ ভাব এ কমলে।
বিকসিত হল কেন হেরিয়ে সকলে ॥
তাই বলি পদ্ম তুলি চল লয়ে যাই।
এ নহে সামান্য পদ্ম কমলিনী রাই ॥
এইরূপ আন্দোলন করে গোপীগণ।
চঞ্চলা হইল সবে চঞ্চলা যেমন ॥
রঙ্গদেবী শ্রীরাধার করি অন্বেষণ।
হেনকালে সেই স্থলে দিল দরশন ॥
সজল নয়ন তার বহিছে নিশ্বাস।
কহিতে লাগিল ধনী পেয়ে ঘোর ত্রাস ॥
কি কব চম্পকলতা বিশাখা ললিতে।
বক্ষ ফাটে সখি কথা প্রকাশ করিতে ॥
আর না পাইব মোরা শ্রীরাধা কমলে।
প্রাণ কেঁদে উঠে মম শুনাকে সকলে ॥

দেখিলাম ব্যাঘ্র এক বড় ভয়ঙ্কর।
পড়িয়ে রয়েছে সখি কুঞ্জের ভিতর॥
যেরূপ স্বভাব তার করি অনুমান।
বুঝি সে হরেছে মম রাধার পরাণ॥
এই কথা শ্রুতমাত্র অবলা সকলে।
হা রাধে বলিয়া সবে পড়িল ভূতলে॥
বিরহ বিধুরা গোপী একে অচেতনা।
তাহে রাই শোকনীরে হইল মগনা॥
কৃষ্ণ শোকে একে নাই হিতাহিত জ্ঞান।
তাহাতে অবলা জাতি কি আছে বিধান॥
রাধা নাম উচ্চারিয়ে করয়ে রোদন।
বনোয়ারিলাল কহে সার বিবরণ॥

গোপী সকলের খেদ।

লঘু-ত্রিপদী।

সকল ললনা, শোকেতে মগনা,
বিলাপ করিছে কত।
ধরায় লোটায়, কেবা ধরে কায়,
সকলেরি একমত॥
কোন গোপী কয়, শুন সখিচয়,
কি ফল জীবনে আর।
সকলে মিলিয়ে, যমুনায় গিয়ে,
চল ডুবে হই পার॥

কি কায গোকুলে, কি কায গো-কূলে,
কি কায আবাস ধনে।
বিহনে শ্রীমতী, স্থির নহে মতি,
কি কায নিকুঞ্জবনে॥
যথা গেছে রাই, চল তথা যাই,
কি আর গৌরব আছে।
সোহাগে গলিয়ে, আদর করিয়ে,
আর রব কার কাছে॥
ফণির ভূষণ, মাণিক্ক যেমন,
নারীর ভূষণ পতি।
নিশির ভূষণ, শশীর কিরণ,
শিবের ভূষণ সতী॥
জলের ভূষণ, সরোজ কারণ,
শিরের ভূষণ কেশ।
গোপীর ভূষণ, শ্রীরাধা তেমন,
সকল ভূষণ শেষ॥
কোথা সে রাধিকা, ভূপতি বালিকা,
শ্রীকৃষ্ণ মোহিনী ধনী।
আর নাহি হায়, হেরিব তাহার,
বিরহ হইল শনি॥
আর না বদন, করিব ঈক্ষণ,
আর কে তুষিবে সবে।
আর না বচন, করিব শ্রবণ,
আর কে সদয়া হবে॥

আর গো ললিতে, না হবে বলিতে,
রাখ গো পরাণ রাই।
ঘুচিল যাতনা, ফুরাল বাসনা,
আর জ্বালা কেন পাই॥
চলগো সকলে, জ্বলন্ত অনলে,
হরিষে প্রবেশ করি।
অথবা এখন, জীবনে জীবন,
সঁপি গিয়ে সহচরী॥
কিম্বা সখী হায়, বনের লতায়,
চলনা ত্যজিগে প্রাণ।
শ্রীরাধা বিহনে, কি কায জীবনে,
কিছার এ কুল মান॥
গৃহ পরিজন, মন প্রাণ ধন,
শ্রীমতী সকলি হয়।
চেয়ে কার মুখ, পাসরিব দুঃখ,
বাঁচিতে উচিত নয়॥
বৈরি পদে পদে, এ ঘোর বিপদে,
বাক্য জ্বালা দিবে কত।
বিশেষ কুটিলে, সে অতি কুটিলে,
দুঃখ দিবে অবিরত॥
সকল অবলা, হইল বিকলা,
না হেরিয়ে শ্রীমতীরে।
মনোয়ারি কয়, শুনে সাধুচয়,
[illegible]॥

সখীগণের চিতাসজ্জা ও বৃন্দার নিকটে সখী প্রেরণ।

পয়ার।

এইরূপে গোপীগণ করিয়ে রোদন।
চিতাগামী হতে স্থির করিল তখন॥
ভূরি ভূরি কাষ্ঠ আনি চিতাসজ্জা করি।
চিতা ঘেরি দাণ্ডাইল সকল সুন্দরী॥
এমন সময়ে তবে কহিল ললিতে।
বারেক উচিত হয় বৃন্দারে কহিতে॥
সবার প্রধানা বৃন্দা হিতৈষিণী হয়।
দূতী ছাড়া আমাদের কোন কর্ম্ম নয়॥
অন্তিম সময়ে লহ তাহার বিদায়।
পাঠাও জনেক সখী ডাকিতে ত্বরায়॥
এত বলি সবে মেলি সুদেবী সখীরে।
পাঠাইল অতি শীঘ্র আনিতে দূতীরে॥
সজল নয়নে গোপী গিয়ে ঊর্দ্ধমুখে।
বৃন্দারে কহিল সব কথা মনোদুঃখে॥
কি করগো বৃন্দা দেবি করি নিবেদন।
রাধা মরিয়াছে ধনী বিরহ কারণ॥
চিতা সাজায়েছে সবে যমুনার ধারে।
চিতাগামী হব সবে না হেরে রাধারে॥
কেবল রয়েছে তারা তব অপেক্ষায়।
পাঠাইল মোরে সখী কহিতে তোমায়॥

এতশুনি বৃন্দা কহে অসম্ভব গণি।
উন্মাদিনী হয়ে বুঝি এলিগো সজনী॥
ক্ষমা দে সুদেবি কেন বিপক্ষ হাসাও।
মমপাশে রহ তুমি কোথাও না যাও॥
যে রূপ নিরখী আমি তোমার আকার।
শিশুগণ দেখে যদি হাসিবে অপার॥
বিশেষ কুটিলে হয় অধিক কুটিলে।
আমায় কহিবে আসি এ কথা শুনিলে॥
একে আমি তার কাছে পদে পদে দুষি।
সে অতি প্রখরা কটু কথা কবে রুষি॥
তোমরা পলাবে সবে ভাল আমি জানি।
মোরে লয়ে করিবে সে শেষে টানাটানি॥
তার বাক্যজ্বালা সখি সহিবে না আর।
হইবে বিকল অঙ্গ শুন বলি সার॥
তাই বলি স্থির হয়ে রহ মোর বাসে।
কাজনাই গিয়ে আর তাহাদের পাশে॥
এরূপ দূতীর বাক্য শুনি ব্রজাঙ্গনা।
আরো দুঃখ সাগরেতে হইল মগনা॥
আত্মলোকে দুঃখকালে যদি কটু কয়।
শক্তিশেল হতে কথা বাজে সে সময়॥
গোপীর বাড়িল ক্রোধ প্রধানার প্রতি।
অরুণনয়নে চাহি কহিছে যুবতী॥
আহা মরি কিবা শোভা হইল অপার।
অরুণে বরুণ যেন করিছে বিহার॥

পূর্ব্বহতে দূতি তোমে সবে ভাল চিনি।
মৌখিকে রাধার কাছে হইতে দুঃখিনী॥
শঠের শঠতা যত কে বুঝে ত্বরিত।
পেটে এক মুখে আর অসম্ভব রীত॥
কার্য্যকালে জানা যায় শঠ ব্যাবহার।
বুঝিলাম দূতি আমি স্বভাব তোমার॥
এত অহঙ্কার তব বলনা কি জন্য।
ভেবে দেখ কার লাগি হইয়াছ ধন্য॥
কার লাগি দুতি বলে কর অভিমান।
কার লাগি সবে মোরা করেছি প্রধান॥
যাহার প্রসাদে তব বাড়িয়াছে মান।
প্রফুল্ল হইলে শুনি তার অকল্যাণ॥
না বুঝিয়ে [illegible] শুনিয়ে বচন।
করিলাম সুধা আশে গরল ভক্ষণ॥
সুহৃদা জানিয়ে ভাল করিল প্রেরণ।
সমুচিত ফল লাভ হইল এখন॥
ললিতার মুখ আমি না হেরিব আর।
আমারে এজ্বালা দিতে বাসনা তাহার॥
একে কৃষ্ণ বিরহেতে তনু জর জর।
তাহে রাই শোকে প্রাণ অধিক কাতর॥
তারোপর [illegible] সম বাক্যবাণ।
সহেনা এখনি আমি ত্যজিব পরাণ॥
মরিতে গোপীর সঙ্গে অপেক্ষা না সয়।
জীবনে [illegible] ত্যজিব নিশ্চয়॥

এই কথা বলি গোপী উঠিল তখন।
ধেয়ে এসে বৃন্দা তারে করিল ধারণ॥
অজ্ঞান হইয়ে তবে পড়িল গোপিনী।
শুশ্রূষা করিছে বৃন্দা ভাবি পাগলিনী॥

অথ সুদেবীর অনাগমনে সখীগণ আদেশে
চম্পকলতার গমন।

পয়ার।

এখানে বিলম্ব দেখি ভাবে গোপীগণ।
না আইল সে সুদেবী কিসের কারণ॥
পথে যেতে যেতে বুঝি রাই শোকে ধনী।
মরেছে সন্দেহ কিছু নাই গো সজনী॥
এত শুনি মনোদুঃখে রঙ্গদেবী কয়।
ওগো সখি মম এই অনুভব হয়॥
কিম্বা কহিয়াছে কোন শত্রু কুবচন॥
সেই খেদে সখী বুঝি ত্যজেছে জীবন॥
কে যাবে আনিতে তত্ত্ব সে প্রিয়সখীর।
শোকের উপরে শোক কিসে হই স্থির॥
শুনিয়া চম্পকলতা অমনি চলিল।
সত্বরে দূতীর গৃহে আসি উত্তরিল॥
দেখে বৃন্দা সুদেবীরে করিয়ে ধারণ।
করিছে যতনে অতি তাহারে ব্যজন॥

চম্পকলতাকে হেরি বৃন্দাদূতী কয়।
কেন গো চম্পকলতা এলি এসময়॥
কেন সবে স্থানে স্থানে করিছ ভ্রমণ।
রাধার নিকটে তবে আছে কোন জন॥
কার্য্য অনুরোধে বদ্ধ রয়েছি আগারে।
হয়েছে বিলম্ব তাই হেরিতে রাধারে॥
তোরা গো উতলা এত হলি কিকারণ।
অগ্রসর হও পরে করিব গমন॥
শুনিয়ে চম্পকলতা কেঁদে কহে তায়।
কোথায় যাইবে তুমি হেরিতে রাধায়॥
কারে গিয়ে ওগো দূতি করিবে ঈক্ষণ।
কারে আর বুঝাইবে করিয়ে যতন॥
কারপাশে রহিবারে তুমি আর বল।
ফুরায়েছে ওগো সখি ভরসা সকল॥
বৃন্দা বলে একি কথা বলিলে সঙ্গিনী।
বিচ্ছেদে ত্যজেছে প্রাণ সখী কমলিনী॥
একথা আমার কভু মনে নাহি লয়।
প্যারীরে সামান্য সবে ভেবেছ নিশ্চয়॥
কমলিনী যদি ত্যাগ করে গো জীবন।
ছিদামের অভিশাপ হইবে মোচন॥
বেদবিধি ওগো সখি যদি মিথ্যা হয়।
রাধার মরণ তবু সত্য জান নয়॥
রাইসঙ্গে সদা কাল করিছ হরণ।
চিনিতে নারিলে সখি রাই কোন ধন॥

আদ্যাশক্তি কমলিনী ব্রহ্মসনাতনী।
ভেবেছ সামান্য জ্ঞানে সামান্যা রমণী॥
রাধা কি মরেছে তুমি হেরেছ নয়নে।
সত্য করি বল শুনি কি কায বচনে॥
শুনিয়া চম্পকলতা ধীরে ধীরে কয়।
শুন দূতি বিবরিয়ে বলি কথাচয়॥
নিয়মিত মতে সবে সেবার কারণ।
প্যারীর মন্দিরে তবে করিয়ে গমন॥
দেখিলাম রাধা নাই শূন্য সে আগার।
ভয়েতে অস্থির চিত্ত হইল সবার॥
অন্বেষণ করিলেম গৃহে অবিরত।
চিত্রা চিত্রা বলি সবে ডাকিলেম কত॥
আলয়ের নানা স্থান করি অন্বেষণ।
ভাবিলেম কুঞ্জে রাই করেছে গমন॥
করিলেম তত্ত্ব কত ফিরি বনে বনে।
তবু না হইল দেখা কিশোরীর সনে॥
রঙ্গদেবী ফিরে এল করি অন্বেষণ।
বলিল শার্দ্দূল তাঁরে করেছে ভক্ষণ॥
এত শুনি রাই শোকে ত্যজিতে জীবন।
চিতা সাজাইয়ে সবে করিব গমন।
এমন সময়ে ডেকে বলিল ললিতে।
বারেক উচিত হয় তোমারে বলিতে॥
সুদেবি আসিয়ে ছিল তাহার কারণ।
অধিক বিলম্ব দেখে মম আগমন॥

এত শুনি বৃন্দা দূতী অপরূপ গণি।
চলিল সত্বরে যেন মণিহারা ফণি॥
ক্রমে ক্রমে তিন জনে হইল উদয়।
কান্দিতে লাগিল তারে হেরে গোপীচয়॥
বৃন্দা কহে ললিতে গো এ কোন বিধান।
তুমি কি এদের সনে হারাইলে জ্ঞান॥
এরা যেন অল্পমতি তুমিতো প্রবীণা।
বিপদ ঘটেছে বলে হলে জ্ঞানহীনা॥
আমারে অগ্রেতে কেন এ বার্ত্তা না দিলে।
কি বুঝিয়ে চিতা সজ্জা সকলে করিলে॥
দেখ অগ্রে ভালমতে করি অন্বেষণ।
মরেনাই কমলিনী এই লয় মন॥
সহজে কি হবে কভু রাধার মরণ।
কে করিবে কিশোরীর শরীর ভক্ষণ॥
এক্ষণে আমার কথা কর গো শ্রবণ।
দূর বনে সবে গিয়ে কর অন্বেষণ॥
পাইবে রাধার দেখা বলিলাম সার।
অচিরে হইবে চিন্তা সিন্ধু হতে পার॥
বুঝি কোন অপরাধ হয়েছে আমার।
তাই এই অভিমান হয়েছে রাধার॥
সেই অভিমানে বুঝি হলেন গোপন।
এই অনুমান মম হয় সখিগণ॥
এত বলি বৃন্দা অতি অপ্রসন্ন মনে।
যত্নে রাইরত্ন তত্ত্ব করে বনে বনে॥

উন্মত্তা করিণী যেন লইয়ে করিণী।
সরোবরে অন্বেষণ করিছে নলিনী ॥
পাতি পাতি করি সবে করে অন্বেষণ।
বনোয়ারি কহে শুনে ভাগবন্ত জন ॥

লবঙ্গলতা কর্ত্তৃক সখীগণের শিববার্ত্তা জ্ঞাত।

ত্রিপদী।

বৃন্দার আদেশ পেয়ে, গোপীগণ চলে ধেয়ে,
করিতে রাধার অন্বেষণ।
রাধা মন রাধা প্রাণ, রাধা ধ্যান রাধা জ্ঞান,
রাধা বিনা স্থির নহে মন ॥
শোকেতে ব্যাকুল মতি, হইল দুর্ব্বলা অতি,
কভু বসে কভু উঠে ধায়।
কভু যমুনার জলে, জীবন ত্যজিতে চলে,
কভু বনবাসীরে সুধায় ॥
নেত্র মেঘে বহে বারী, কভু ডাকে কোথা প্যারী,
দাসীগণে দেহ দরশন।
যদি করে থাকি দোষ, ঘৃণা করি ত্যজ রোষ,
কিম্বা কোন কর গো শাসন ॥
এইরূপে অন্বেষণ, করিয়ে চঞ্চল মন,
ফিরিয়ে আসিয়ে গোপীগণ।
মিলিল একত্রে সব, রাই শোকে যেন শব,
ভূমে পড়ি করেন রোদন ॥

খেদেতে বিশাখা কয়, দূতী তব কথাচয়,
সকলি হইল অপ্রমাণ।
অলিক প্রবোধ দিয়ে, মিছামিছি আশ্বাসিয়ে,
কেন না ত্যজিতে দিলে প্রাণ॥
শীঘ্র অনুমতি দেহ, রাই শোকে ত্যজি দেহ,
আশীর্ব্বাদ করগো এখন।
অন্য কিছু আশা নাই, যেন দয়া করে রাই,
পাই যেন যুগল চরণ॥
বৃন্দা কহে ধন্য জ্ঞান, তোরাই ত্যজিবি প্রাণ,
ভাবিয়াছ আমি বেঁচে রব।
গৃহে দিয়ে জলাঞ্জলি, সবে করি গলাগলি,
রাই শোকে চিতাগামী হব॥
কিন্তু সই বলি শুন, হিতময় বাক্য পুন,
বিরূপা না হও মম প্রতি।
লবঙ্গলতার আসা, আমার রয়েছে আশা,
তার লাগি স্থির কর মতি॥
যদি প্রাণ ত্যজ সবে, সে আসি কি করে তবে,
এক কর্ম্মে ভিন্ন কি কারণ।
থাক আশা লতাধরি, তাহার অপেক্ষা করি,
এতক্ষণ গিয়েছে যখন॥
বৃন্দার মধুর রবে, অবলা রমণী সবে,
সখী আশে পরাণ রাখিল।
হেনকালে বেগে অতি, আসিয়ে লবঙ্গ সতী,
ঊর্দ্ধশ্বাসে কহিতে লাগিল॥

শুন বৃন্দা প্রাণ সই, স্বরূপ বচনে কই,
রাধারে না হেরি কোনস্থলে।
মনে অনুপায় গণি, জীবন ত্যজিতে ধনী,
নাম্বিলাম যমুনার জলে॥
তবু অন্বেষণ হেতু, বান্ধিয়া ভরসা সেতু,
চতুর্দ্দিগ করি নিরীক্ষণ।
এমন সময়ে বনে, হেরিলাম পদ্মাসনে,
নিদ্রিত রয়েছে দুই জন॥
অপরূপ নিরক্ষীয়ে, ক্রমেতে নিকটে গিয়ে,
হেরিলাম শোভা মনোহর।
যেন হর হৈমবতী, নিদ্রিত রয়েছে সতি,
হেরে মম জুড়াল অন্তর॥
যদি সাধ হয় মনে, হেরিবারে পঞ্চাননে,
মম সঙ্গে এসগো সকলে।
সে অতি বিরল বন, নাহি চলে কোন জন,
চল সবে যাই সেই স্থলে॥
শুনিয়ে ললিতা কয়, দূতি না বিলম্ব সয়,
চল যাই সকলে মিলিয়ে।
যদি হর গৌরী হন, শ্রীরাধার বিবরণ,
জিজ্ঞাসিব যতন করিয়ে॥
লহ জবা বিল্বদল, আন যমুনার জল,
পুজিব শঙ্করী পঞ্চাননে।
একবার পুজা করি, সবে পাইলাম হরি,
পুন চল রাধার কারণে॥

এত শুনি বৃন্দা কয়, ইহাতে সন্দেহ হয়,
কভু না হবেন পঞ্চানন।
সতীরে লইয়ে সঙ্গে, বৃন্দাবনে কেন রঙ্গে,
করিবেন যামিনী যাপন॥
বৃন্দাবন অধিকার, বিহারেতে নাহি তার,
গুরু কি শিষ্যের স্থানে রহে।
এ যে কথা বিপরীত, এ নহে ভবের রীত,
শুনে মন চিন্তানলে দহে॥
যাহা হকু চল যাই, বিলম্বেতে কায নাই,
লইয়ে পূজার আয়োজন।
হয় মম অভিপ্রায়, পাইব গো শ্রীরাধায়,
শুনিয়ে প্রফুল্ল হল মন॥
এত শুনি সখীদল, লয়ে ফল ফুল জল,
ত্বরিত গমনে সবে চলে।
লবঙ্গ অগ্রেতে যায়, সঙ্গে সঙ্গে সবে ধায়,
ভাসে মুখ নয়নের জলে॥
হল অপরূপ শোভা, ত্রিভুবন মনোলোভা,
সব নারী সমভাবে ধায়।
যেমন মরাল গণ, হয়ে অতি উচাটন,
সরোবর অন্বেষণে যায়॥
ভবসিন্ধু পার হেতু, হৃদে বান্ধি আশা সেতু,
বৈষ্ণবের যুক্তি শিরে ধরি।
বনোয়ারিলাল কয়, করি কৃষ্ণ পদাশ্রয়,
কৃষ্ণ লীলা মাধুর্য্য লহরী॥

গোপীগণের শিবপূজায় গমন।

তোটক।

অতি শোকভরে অবলা সকলে।
চলিছে চপলা সমভাব বলে॥
মুখ মণ্ডল ভাসিল স্বেদবলে।
তবু বারণ যেন চলে সঘনে॥
পদ কোমল কম্পিত নাহি চলে।
হয় প্লাবিত কানন আঁখি জলে॥
পদ ভূষণ রোদন শব্দ করে।
শুনি কাঁপিল ভূতল তাপ ভরে॥
শত চাঁদ নিভা মুখ চাঁদ ছটা।
রতি নায়ক মোহিত হেরি ঘটা॥
সব কুন্তল দোলিত বেগবলে।
অলি যেন ফিরে কমলে কমলে॥
সব বাস মনোহর নাহি রহে।
কুল লাজ ভয়ে মন ভীত নহে॥
অতি চঞ্চল অঞ্চল বেগভরে।
খসিয়ে পড়িছে ধরণী উপরে॥
কয় কোন বনে বলনা ললনা।
অতি ঘোর দুঃখে সরনা ছলনা॥
কর ত্রাণ অপার বিষাদ জলে।
তনু যেন দহে বিরহে অনলে॥

কয় ভাবভরে কবি রায় তবে।
সুখ তোটক ছন্দ শুনেন সবে॥

সখীগণের চিত্ররেখার সহিত কথোপকথন।

পয়ার।

ক্রমে ক্রমে গোপীগণ উত্তরিল তথা।
শিব বেশে কমলিনী নিদ্রা যায় যথা॥
রাধারে চিনিয়ে বৃন্দা কহিছে তখন।
কোথা গো ললিতে কর রাধারে ঈক্ষণ॥
মরি কি অপূর্ব্ব শোভা হয়েছে রাধার।
আশুতোষ কে সাজালে ধন্য ভাগ্য তার॥
এত যে মলিনা ক্ষীণা তবু কিবা রূপ।
আলো করেছেন কুঞ্জ অতি অপরূপ॥
কে বুঝিবে শ্রীরাধার ভাবের সন্ধান।
যখন যে ভাবে রন তাহে শোভা পান॥
শত শশী শত পদ্ম উপমানিচয়।
এক ঠাঁই করিলেও তবু তুল্য নয়॥
যে জন ভবের পূজ্য অখিলের সার।
কি আছে অসাধ্য কার্য্য সজনী তাহার॥
যাহার মায়ায় মুগ্ধ সুর নরগণ।
ব্রহ্মা আদি ইন্দ্র চন্দ্র তপন পবন॥

ইচ্ছাময়ী করিছেন স্বইচ্ছায় লীলা।
ধরেছেন কিবা ভাব শ্রীরাধা সুশীলা॥
লীলার কৌশল যত কে বুঝিতে পারে।
কেবল আবদ্ধ ভক্ত হৃদয় আগারে॥
কিন্তু সখি অসম্ভব করি নিরীক্ষণ।
নিদ্রায় রাধার কেন সহাস্য বদন॥
বিশেষত বহুকাল নিদ্রা দেখিনাই।
আজ কেন নিদ্রাতুরা হইলেন রাই॥
যখন এমন নিদ্রা হইল রাধার।
তখন কারণ কোন থাকিবে ইহার॥
সকলে নীরব হয়ে বোস এই বলে।
নিদ্রা যেন ভঙ্গ নাহি হয় গো এক্ষণে॥
এত শুনি আনন্দিতা গোপিনী সকলে।
বসিল নীরবে অতি তরুলতা তলে॥
বহুদিন অন্তে মেঘ করি দরশন।
চাতক দলের সুখ উপজে যেমন॥
অন্ধের আনন্দ যত পাইলে নয়ন।
বন্ধ্যার পুলক কত হইলে নন্দন॥
অধনের হলে ধন সুখ সীমা নাই।
তেমনি রাধারে হেরি হইল সবাই।
পড়েছে অরুণ কর শ্রীমতীর কায়।
বিন্দু বিন্দু স্বেদ কিবা বহিছে তাহায়॥
এত দেখি পদ্মপত্র করিয়ে ধারণ।
করিতে লাগিল বৃন্দা যতনে ব্যজন॥

চাঁদমুখ মুছাইল আপন অঞ্চলে।
নিদ্রাতুরা কমলিনী ঘুমায় কুশলে ॥
পরে চিত্ররেখা সখী উঠিয়ে বসিল।
ললিতা ডাকিয়ে তারে কহিতে লাগিল ॥
বলগো কি রূপে সখি আইলে এ বনে।
রাধারে সাজালে শিব বল কি কারণে ॥
যদ্যপি সবঙ্গ হেথা না আসিত ধনি।
দেখা না হইত আর শুন গো সজনী ॥
ভাবিয়ে ছিলাম সখে না হেরে রাধায়।
অনলে ত্যজিতে প্রাণ হয়ে অনুপায় ॥
ভাগ্যে বৃন্দা আশা দিয়ে করিল বারণ ;
তাই সখী সকলের রহিল জীবন ॥
বৃন্দা হতে হিতৈষিণী নাহি কোন জন।
পদে পদে রক্ষা করে বিপদে জীবন ॥
প্রাণ যদি সঁপি মোরা চরণে বৃন্দার।
তথাপি না হবে শোধ তাহার এ ধার ॥
বল শুনি চিত্ররেখা কেন একাননে।
কে মাখালে ভস্মরাশি রাধার বদনে ॥
চিত্রা কহে সখী সবে সঁপিয়ে রাধারে।
আমারে রাখিয়ে গেলি রাধার আগারে ॥
আমি আছি রাই কাছে করিয়ে শয়ন।
নানা কথা কহিতেছি ভুলাইতে মন ॥
অর্দ্ধেক যামিনী সখি গত হলে পায়।
উচাটনা হল প্যারী হেরি সুধাকর ॥

বাড়িয়ে উঠিল অতি বিরহ যাতনা।
হেরিয়ে আমার মনে হইল ভাবনা॥
কিছু ক্ষণ পরে জ্ঞান পাইল শ্রীমতী।
সুধামুখী বলিলেন বিনয়েতে অতি॥
চল চল চিত্ররেখা নিকুঞ্জেতে যাই।
রাস স্থলে বেড়াইব এই ভিক্ষা চাই॥
চল সখি মোরে লয়ে সত্বরে কাননে।
নতুবা রহিতে নারি এ পাপ ভবনে॥
বলিতে বলিতে ধনী অমনি উঠিল।
করে ধরি ধীরে ধীরে কাননে চলিল॥
বাড়িল দ্বিগুণ জ্বালা আসিয়ে কাননে।
পড়িলেন স্বর্ণলতা খেদে ধরাসনে॥
একেত সে চন্দ্র করে স্থির নহে প্রাণ।
তাহাতে করিল স্মর কুসুম সন্ধান॥
ব্যস্ত হয়ে সুধামুখী কানন ভ্রমিয়ে।
বলিলেন করে ধরি বিনয় করিয়ে॥
কি করি কি করি সখি বলগো উপায়।
জুড়াতে আসিয়ে জ্বালা বৃদ্ধি হল তায়॥
তোরে ভিন্ন মনোদুঃখ কহিব কাহায়।
অমৃতে উঠিল বিষ কি করি উপায়॥
এত শুনি ডুবিলাম চিন্তা পারাবারে।
কি রূপে প্রবোধ দিয়ে বাঁচাই রাধারে॥
একাকিনী অন্য কেহ নাহি সেই স্থলে।
কোন কিছু হলে পারে কি কবে সকলে॥

ভাবিয়ে শেষেতে যুক্তি স্থির করি মনে।
শিব রূপে সাজালেম অতি সযতনে ॥
রাহু কেতু লিখিলাম চন্দ্রের কারণ।
ওই আছে তরুপরে কর দরশন ॥
শেষে এই বনে আসি ঘুমালেন ধনী।
আমিও নিদ্রিত পরে হলেম সজনি ॥
তোমাদের কলরবে নিদ্রা হল ভঙ্গ।
বলিতে না পারি আর রাধার প্রসঙ্গ ॥
কত বা করিব সবে হারাই হারাই।
জ্ঞান হয় সখি বুঝি আমরা হারাই ॥
দিন দিন যে প্রকার হল কমলিনী ॥
ইহাতে মঙ্গল নাহি হেরি বিনোদিনী ॥
না জানি রাধারে লয়ে প্রমাদ বাদিবে।
কোন দিন কোন বনে কি দশা ঘটিবে।
এই রূপে চিত্রা সখী কহিছে তখন।
বনোয়ারি কহে শুনে ভাগবত গণ ॥

ময়ুর কর্ত্তৃক শ্রীমতীর নিদ্রা ভঙ্গ ও খেদ।

পয়ার।

তরুতলে গোপীগণ বসিয়ে ভূতলে।
রাধার অপেক্ষা করি রয়েছে সকলে ॥

নিদ্রিতা শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়া যে তরুতলায়।
শিখী এক বসেছিল তাহারি শাখায়॥
ভীষণ রবেতে কেকী ডাকিল যেমন।
চকিতা হইয়ে ধনী উঠিল তখন॥
বৃন্দার বদন হেরি ভাসে নেত্র নীরে।
কোলেতে লইল বৃন্দা অতি ধীরে ধীরে॥
রাধার বিমল মুখ করি দরশন।
চারিধারে গোপীগণ বসিল তখন॥
হইল অপূর্ব্ব শোভা মরি হায় হায়।
চন্দ্রের মণ্ডল যেন দিবসে ধরায়॥
হা নাথ বলিয়ে প্যারী করেন রোদন।
দাসীরে প্রসন্ন হয়ে হইলে গোপন॥
পুনর্ব্বার দেহ দেখা হরি একবার।
কি দোষে বঞ্চনা কর দাসীরে তোমার॥
অরুণ নয়নে করি উর্দ্ধে দরশন।
ময়ূরে কাতর স্বরে বলেন তখন॥
কেনরে নিষ্ঠুর পাখি আইলি নাশিতে।
কে দিলে মন্ত্রণা তোরে হরিরে হরিতে॥
তোর সঙ্গে এত বাদ কি ছিল আমার।
কাড়িয়ে লইলি তাই নীলকণ্ঠ হার॥
শূন্য হল দুঃখিনীর হৃদি পদ্মাসন।
নেত্র মুদে আর নাহি পাই দরশন।
কেনরে বিচ্ছেদানল করিয়ে উজ্জ্বল।
করিলি অধিক মম যাতনা প্রবল॥

ওরে পাখি কেন তুই এলি বৃন্দাবনে।
আমারে যন্ত্রণা দিতে আশা করি মনে॥
রাহু হয়ে ছদ্মবেশে করি আগমন।
কালাচাঁদে সর্ব্বগ্রাস করিলি এখন॥
তোর মুখ আমি কভু না হেরিব আর।
দূর হও কুঞ্জহতে ওরে দুরাচার॥
ওগো সখি নিদ্রা কেন ত্যজিল আমায়।
পাইয়ে ছিলেম নিধি নিদ্রারি কৃপায়॥
হারাধন হারালেম আর কোথা পাই।
সকলের কাছে আমি নিদ্রা ভিক্ষা চাই॥
নিদ্রা তুল্য দুঃখী মম নাহি কোনজন।
দিয়াছিল সজনী গো অমূল্য রতন॥
এই আশীর্ব্বাদ কর তোমরা সকলে।
নিদ্রা যেন সদা দয়া করে কুতূহলে॥
দিবানিশি আমি যেন রহি গো নিদ্রায়।
হায় কতক্ষণে নিদ্রা ঘেরিবে আমায়॥
হায় কতক্ষণে সখি আসিবে যামিনী।
কতক্ষণে ঘুমাইব ওগো বিনোদিনী॥
কতক্ষণে শ্যামরূপ হেরিব নয়নে।
তুষিব বঁধুরে আমি মধুর বচনে॥
আর কি আমারে নিদ্রা করুণা করিবে।
আর কি আমার নেত্রে আসিয়ে বসিবে॥
আর কি পাইব আমি নটবর ধনে।
আর কি দিবেন স্থান হরি শ্রীচরণে॥

আর কি বিচ্ছেদে আমি পাব পরিত্রাণ।
আর কি গোকুলে মম রক্ষা হবে মান॥
আর কি বিপক্ষগণ হইবে দমন।
আর কি করিব আমি শ্রীপদ সেবন॥
আর কি গাঁথিতে হবে মালতীর হার।
আর কি তুলিয়ে দিব গলেতে তাঁহার॥
আর কি হইবে সখি কুঞ্জে অভিসার।
আর কি সে কুটিলের সব তিরস্কার॥
এইরূপে কমলিনী করেন রোদন।
শুনিয়ে যতনে বৃন্দা কহিছে তখন॥
ওগো রাই ধৈর্য্যধর কেন কাঁদ আর।
অবশ্য পরাণবঁধু আসিবে তোমার॥
যখন হেরেছ ধনি প্রভাতে স্বপন।
মিথ্যা নয় অতি শীঘ্র পাবে নিজধন॥
বৃন্দাবন ছাড়া নাহি রন শ্রীমুরারি।
পাদমেকং নগচ্ছতি বলেছেন প্যারী॥
তুমি কি জাননা রাই হলে বিস্মরণ।
সহজে তোমার ভাব বুঝে কোনজন॥
তব লীলা কে বুঝিবে আছে সাধ্য কার।
লীলা হেতু গোকুলেতে বিরাজ তোমার॥
তব গুণগান করি মম সাধ্য কই।
বনোয়ারি নাহি জানে তব পদ বই॥

বৃন্দার দর্পনাশার্থ শ্রীমতী নিজ বদনে ব্রহ্মাণ্ড দেখান।

পয়ার।

বৃন্দার বচনে ধৈর্য্য ধরিলেন প্যারী।
সম্বরণ করিলেন নয়নের বারী॥
দূতীর মনেতে কিছু হল অহঙ্কার।
মম সম প্রিয়সখি নাহি শ্রীরাধার॥
আমার বচন সদা শুনেন শ্রীমতী।
অধিক করুণা আছে অধিনীর প্রতি।
আমি ভিন্ন অন্য কেহ জ্ঞান দিতে নাই।
সব সখী মধ্যে শ্রেষ্ঠা করেছেন রাই॥
এইরূপে ভাবে বৃন্দা ডুবি মায়াবনে।
অন্তরযামিনী ধনী বুঝিলেন মনে॥
যেজন অখিল কর্ত্রী সমস্ত কারণ।
তাঁর কাছে মনভাব রয় কি গোপন॥
বেদাগমে কহে যাঁরে দর্পবিনাশিনী।
কি রূপে দূতীর দর্প রাখিবেন তিনি॥
তমোগুণে কেহ নাহি পায় শ্রীচরণ।
প্রিয়াপ্রিয় তাঁর কাছে নাহি কোনজন॥
অখিল ঈশ্বরী তিনি প্রজা প্রাণীগণ।
পক্ষপাত তাঁর ইথে নাহি কদাচন॥
সত্ত্ব গুণালম্বি হয়ে যে করে ভাবনা।
অবশ্য তাহার পূর্ণ করেন কামনা॥

সঙ্গিনীর মনোভ্রম করিতে হরণ।
করিলেন বিপরীত শরীর ধারণ ॥
অন্য ব্রজাঙ্গনা নাহি পায় দরশন।
কেবল করিল বৃন্দা সেরূপ ঈক্ষণ ॥
কোটি সূর্য্য কোটি চন্দ্র উদয় চরণে।
ধরিলেন ব্রহ্মময়ী ব্রহ্মাণ্ড বদনে ॥
ভক্তিভাবে ব্রহ্মা বিষ্ণু আর মহেশ্বর।
করেন বিবিধ স্তব যুড়ি দুই কর ॥
সাগর জঙ্গম আদি সুর নরগণ।
কৃষ্ণ আদি গোপ গোপী সহ বৃন্দাবন ॥
কত যোগী বসি করে নেত্র মুদে ধ্যান।
নারদ সনক ধ্রুব করে গুণগান ॥
ব্রহ্মময়ী রাইরূপ করি দরশন।
মনেতে বুঝিল দূতী ভাবের কারণ ॥
মনে মনে কত স্তুতি করিল রাধার।
আমি জ্ঞানহীনা ভাব কি বুঝি তোমার ॥
সামান্যা রমণী আমি মায়ার অধীনা।
দয়াময়ী কৃপা কর আমি অতি দীনা ॥
দূতীর বুঝিয়ে ভাব অন্তরযামিনী।
ধরিলেন পূর্ব্বভাব ভাব বিলাসিনী ॥
শিববেশী শ্রীরাধারে যত্নে বৃন্দাদূতী।
সখীসহ পূজা করে করি নানা স্তুতি ॥
এনেছিল ফুল জল পূজিতে শঙ্করে।
সেই সব লয়ে পূজে হরিষ অন্তরে ॥

বম্ বম্ রবে সবে বাজাইযে গাল।
পূজা করে আনন্দেতে দেখিতে রসাল॥
চতুর্দ্দিগ হতে সবে দিতেছে অঞ্জলি।
বিলপত্রে পাদপদ্ম ঢাকিল কেবলি॥
পূজাকরি শেষে স্তুতি করে নানা স্তব।
আমি কি বলিতে পারি অশক্ত সে ভব॥

বৃন্দা কর্ত্তৃক শ্রীরাধার স্তব

ত্রিপদী

নম দেবী নারায়ণী, বেদরূপা সনাতনী,
শ্রীনাথের হৃদয় বাসিনী।
না প্রকৃতি তুমি, তুমি স্বর্গ আদি ভূমি,
রাসেশ্বরী রাসবিলাসিনী॥
মি লক্ষ্মী তুমি উমা, তুমি রাধে তুমি ধূমা,
তুমি রম্যা ত্রিগুণ ধারিণী।
শাননে বিনাশিতে, ত্রেতায় হইয়ে সীতে,
হয়েছিলে জনকনন্দিনী॥
তুমি সর্ব্ব শুভঙ্করী, সুরপুরে সুরেশ্বরী,
অন্নপূর্ণা বিমলা তারিণী।
তুমি গঙ্গা তুমি গীতে, তুমি রাম তুমি সীতে,
তুমি কৃষ্ণ ভক্তি প্রদায়িনী॥

তুমি বেদ তুমি বিধি, তুমি ধর্ম্ম তুমি বিধি,
তুমি হও ধরণী পালিকা।
তুমি হর তুমি হরি, গায়িত্রী পরমেশ্বরী,
তুমি শৈলরাজার বালিকা ॥
তুমি ধ্যান তুমি ধন, তুমি প্রাণ তুমি মন,
তুমি পঞ্চভূত স্বরূপিণী।
পঞ্চবেদে অগ্রে ধন্যা, পঞ্চতন্ত্রে অগ্র গণ্যা,
তুমি দেবি পঞ্চত্ব বারিণী ॥
তুমি যারে হও বাম, কে যায় তাহার ধাম,
কি তার পৌরুষ ধরাতলে।
সে রয় পাষাণ প্রায়, তব দয়া নাহি যায়,
সে অতি অধম বেদে বলে ॥
তুমি সতী পদ্মাবতী, কৃষ্ণপ্রাণা সরস্বতী,
গীত গীতা তাল বিহারিণী।
আয়ানে সদয় হয়ে, প্রভুর আদেশ লয়ে,
হইয়াছ আয়ান গৃহিণী ॥
তুমি কৃষ্ণ প্রাণাধিকা, গুণাধিকা শ্রীরাধিক
কভু কৃষ্ণ ছাড়া তুমি নও।
ভিন্ন জ্ঞান করে যেই, অতি নরাধম সেই,
পাপাত্মার হৃদে নাহি রও ॥
ধনের না বশ রঙ্গ, কেবল মনের হস্ত,
ভাবকের হৃদয়ের ধন।
তব নাম নাহি যথা, শ্মশান সদৃশ তথা,
বৈষ্ণবের না হয় গমন ॥

যে স্থানে তোমার নাম, সে স্থান গোলোকধাম,
তব আকাঙ্ক্ষিত সেই স্থান।
মুনীন্দ্র যোগীন্দ্রগণে, যোগে সনে অনশনে,
তবু তব না পায় সন্ধান॥
কে জানে তোমার গতি, বেদের অতীতা অতি,
তুমি গো চঞ্চলা চিরকাল।
প্রান্তে নিলে তব নাম, ঘটাও কৈবল্য ধাম,
কি করিতে পারে তারে কাল॥
তোমার মহিমা যত, এক মুখে কব কত,
পঞ্চমুখে গান পঞ্চানন।
বনোয়ারি লাল কয়, করি তব পদাশ্রয়,
আমি অতি পাপী অভাজন॥

শ্রীরাধিকার সখীগণের প্রতি প্রবোধ।

পয়ার।

হেরিয়ে রাধিকা কয় সব গোপিকায়।
কেনগো তোমরা সবে পুজিছ আমায়॥
একি অসম্ভব ভাব হেরি সবাকার।
আশ্চর্য্য হলেম হেরি এ মায়া বিকার॥
ছিছি সখি সুবাদেতে কেহ শ্রেষ্ঠা হও।
এমন ভাবেতে কেন কনিষ্ঠারে কও॥

সময় বিগুণ অতি হয়েছে আমার।
বিপরীত বুদ্ধি দূতি হইল তোমার॥
আমারে করিতে পূজা একি তব মন।
এখনি হাসিবে লোক করিলে শ্রবণ॥
তুমি যদি এ প্রকার হলে জ্ঞান হীনা।
কার বলে আমি ধৈর্য ধরিব প্রবীণা॥
তোমার জন্যেতে মম রয়েছে জীবন।
ভুলি আছি শোক তাপ তোমারি কারণ।
তোমারে এমন কর্ম্ম নাহি সাজে ধনী।
ক্ষমা দেও ধরি করে ও প্রাণ সজনী॥
শিববেশ পরিহরি করি তিরস্কার।
ভুলালেন মহামায়া করিয়ে বিস্তার॥
সকলের পূর্ব্বভাব হইল তখন।
রাধারে বুঝায় বৃন্দা করিয়ে যতন॥
চিন্তা নাহি কমলিনী আসিবেন হরি।
এস সবে হরি ভাবে লীলা খেলা করি॥
বহু দিন হতে হরি লীলা হেরিনাই।
যদি তব মত হয় আজ্ঞা কর রাই।
চল যাই দ্রুত সবে নিকুঞ্জ কাননে।
থাকিতে আশঙ্কা হয় এ নিবিড় বনে॥
এত শুনি কমলিনী দিলেন আদেশ।
সখী মেলি চলিলেন ভাবি হৃষীকেশ॥
চতুর্দ্দিগে সখীগণ মধ্যে রাজবালা।
রাজহংসী ঘেরে যেন চলে হংসমালা॥

বনোয়ারি কৃষ্ণ পদ করিয়ে আশ্রয়।
অতি ভক্তিভাবে কহে শুনে সাধুচয় ॥

অথ কুটিলে কর্ত্তৃক রাধার অন্বেষণ ও
বৃন্দার প্রতি ভৎর্সনা।

পয়ার

কুটিলে রাধারে নাহি হেরিয়ে আবাসে।
অতি শীঘ্র কহে গিয়ে জটীলার পাশে ॥
কিকর জননী সদা থাক অন্য মনে।
গৃহকর্ম্ম নাহি হের বারেক নয়নে ॥
ঠাটের সংসার তব রঙ্গে পাপ ভরা।
আমি যেন চোর দায়ে পড়িয়াছি ধরা ॥
যে দিক না কভু আমি করিব ঈক্ষণ।
সে দিকে অমনী যেন ঘটে কুলক্ষণ ॥
বল দেখি বধূ তব আছে কোন স্থানে।
কোথা রয় কোথা যায় কেহ নাহি জানে ॥
তুমি যদি এঁটে সেঁটে করিতে এ ঘর।
তাহলে বধূর বুকে রহিতো গো ডর ॥
শুনিয়ে জটিলে অতি কোপানলে জ্বলে।
মায়ে ঝিয়ে শ্রীরাধার অন্বেষণে চলে ॥
ঘন দেয় হাতনাড়া পৃষ্ঠে বেণী দোলে।
পাড়াতে বসিল হাট দুজনার গোলে ॥

সকলে গোপন হয় তাহাদের জন্য।
যেমন জননী তার উপযুক্ত কন্যা ॥
ক্রমে ক্রমে উত্তরিল কোপে বৃন্দাবনে।
নানা বন ভ্রমে দোঁহে বধূ অন্বেষণে ॥
এমন সময়ে বৃন্দা লইয়ে রাধারে।
ফিরিছেন বনে বনে প্রবোধিতে তারে ॥
কুটিলে কুপিতা হয়ে নয়নে হেরিয়ে।
সম্মুখে আসিয়ে ধনি কহিছে গর্জ্জিয়ে ॥
ওলো দূতি তুই তো এ অনর্থের মূল।
তোর উপদেশে বধূ হারাইল কুল ॥
এমনি ডাকিনি তুই বুকে নাহি ডর।
তব লাগি বধূ লয়ে না হইল ঘর ॥
পর ঘর মজাইতে ভাল সাধ্য তোর।
নাহি জানি কার বলে বাড়িয়াছে জোর ॥
উচিত কহিতে পারি কিন্তু বাজে গায়।
দেশ ছেড়ে যেতে হল সুদ্ধ তোর দায় ॥
কাল ভাল বলে সদা বধূরে মজালি।
এহ পরকাল তুই সকলি হারালি ॥
বলিয়ে অখিল নাথ নন্দের বেটারে।
কার বধূ কারে দেহ নিজ কু ব্যাভারে।
আহামরি ঈশ্বরের আর কর্ম্ম নাই।
এসেছেন গোয়ালায় চরাইতে গাই ॥
গোলোকে করেন বাস ত্রিলোকের পতি।
তাছাড়ি এলেন কিনা নন্দের বসতি ॥

দূর হলো কালামুখী বৃন্দা কলঙ্কিণী।
গোকুল নগরে তুই হইলি ডাকিনী॥
বাঁশী শুনি দাসী হয়ে বিকাইলি পায়।
ঢোলে গোলে ছলে কুলে কালি দিলি হায়॥
চেয়ে দেখ মায়ে ঝিয়ে ভ্রমি নানা স্থানে।
মন্দ কথা কারে কব ধর্ম্ম সব জানে॥
কার কুটো মাড়াইয়ে নাহি চলি পথ।
পাপ কর্ম্মে কভু নাহি ধায় মনোরথ॥
অমন সহস্র বাঁশী যদি ব্রজে বাজে।
তথাপি না তুলি মুখ থাকি কুল লাজে॥
বাঁশের বাঁশীতে মম কি করিতে পারে।
মনে জ্ঞান নাহি যাই পাপ নদী পারে॥
তবে এই দুঃখ মম পাই পরিতাপ।
মন্দ নই মন্দ সঙ্গে হতেছে আলাপ॥
কি করি আমার পাপ ঘর ভাল নয়।
দিতেম উচিত ফল তোরে এসময়॥
যখন নন্দের বেটা ছিল বৃন্দাবনে।
ভাবিতাম তার দোষ অঘট ঘটনে॥
এখন সে মধুপুরে হরি হরে কাল।
তোরা কেন তার তরে ঘটাস জঞ্জাল॥
নাপানি ঝাপানী তোরা বুঝিলাম ভাবে।
ছি ছি মরি ঘোর লাজে এ পাপ স্বভাবে॥
আই মা দুঃখের কথা কব আর কায়।
তুই কিম্বা বধূ মলে সকল ফুরায়॥

এমন বধূতে আর কিছু কায নাই।
নির্ম্মল দাদার কুলে মরি দিল ছাই॥
রাবণ প্রতাপ যিনি দাদার প্রতাপ।
হয়েছেন বধূ লাগি যেন ঢোড়া সাপ॥
মুখ তুলে কার কাছে কথা নাহি কই।
পাপিনীর তরে সদা মর্ম্মে মরে রই॥
কহিতে ঘৃণার কথা রাগে অঙ্গ জ্বলে।
জালো তোরা ডুবে মর যমুনার জলে॥
বনোয়ারি লাল কহে দেখিয়ে লক্ষণ।
অন্ধ কি চিনিতে পারে রতন কেমন॥

বৃন্দা কর্ত্তৃক কুটিলার তিরস্কার ও
স্বস্থানে প্রস্থান।

ত্রিপদী।

কুটিলার কথা শুনে, দগ্ধ হয়ে ক্রোধাগুনে,
অগ্রে কহে বৃন্দা গোপবালা।
মানাদুঃখে মরে যাই, কোথা থেকে এ বালাই,
আইল কেবল দিতে জ্বালা॥
শুন লো পাপিনী শুন, এমন কি তোর গুণ,
গুণময় হরিরে চিনিবে।
এ কভু সম্ভব হয়, ঘুঘু আদি কাকচয়,
কৃষ্ণ নাম বদনে বলিবে॥

কি চিন্তা করিয়ে মনে, মায় ঝিয়ে মম সনে,
এসেচিস দ্বন্দ্ব করিবারে।
মর মর পাপিয়সী, নাহি তোর বোধশশী,
সর্ব্বদা উন্মত্ত অহঙ্কারে॥
তোমার দাদার কুলে, রাই ছাই দিল তুলে,
পাপ মুখে বলিলি কেমনে।
সদা ভ্রমে আছ মত্ত, কেমনে রাধার তত্ত্ব,
বুঝিতে পারিবি পাপ মনে॥
উদ্ধারিতে এ গোকুল, পবিত্র করিতে কুল,
শুদ্ধ আগমন শ্রীরাধার।
কিরূপে বুঝিবি ফের, কত পুণ্য আয়ানের,
তিন কুল হইল উদ্ধার॥
তোর ধর্ম্ম কর্ম্ম যত, এক মুখে কব কত,
দিগুনা সতীত্ব নাড়া আর।
বারি আনিবার তরে, গিয়ে অতি দম্ভভরে,
কেঁদে ফিরে এলি পুনর্ব্বার॥
ধন্য তোর অনুমান, শ্রীনাথে মানুষ জ্ঞান,
কি বুঝে করিস পাপিয়সী।
দেখেছ নন্দের ঘরে, যাঁর স্তনপান তরে,
প্রাণে মলো পূতনা রাক্ষসী॥
অঘাসুর আদি যত, এসেছিল অবিরত,
করিলেন সকলে নিধন।
ইন্দ্রসহ কোপ করি, গোবর্দ্ধন গিরি ধরি,
রেখেছেন এই বৃন্দাবন॥

তুই কি বুঝিবি মর্ম্ম, মানুষে এসব কর্ম্ম,
বল কভু সম্ভব কি হয়।
যেমন মন্ত্রণা তোর, তেমন যন্ত্রণা ঘোর,
নাহি পেলি সে পদে আশ্রয়।
আমরা শুনিয়ে বাঁশী, সে পদে হয়েছি দাসী,
কি কহিব সে ভাব লক্ষণ।
মোহন বাঁশীর সরে, মোহিত হতিস পরে,
যদ্যপি সরল হতো মন॥
কঠিন মনেতে কার, কৃষ্ণ প্রেম অধিকার,
হইয়াছে ওলো পাপিয়সী।
শ্যামের সরল বাঁশী, সরলেই হয় দাসী,
খলজনে ঘটে তাপ মসী॥
ধন্না দিতে কেন এলি, মেটে তেজে ফেটে গেলি,
এক ভাবে গেল চিরদিন।
বাকি আছে অল্পকাল, নিকটে ঘুনাল কাল,
তবু হলি কৃষ্ণ ভক্তি হীন॥
আমার বচন ধর, পথের উপায় কর,
ভাব সেই নটবর ধনে।
ভবের ভাবনা যায়, ভবের ভাবনা যায়,
মিল আসি আমাদের সনে॥
পরিহরি দম্ভ দ্বেষ, ভাব সেই হৃষীকেশ,
পরিত্যাগ কর গৃহ ধন।
কৃষ্ণ মন কৃষ্ণ প্রাণ, কৃষ্ণ ধ্যান কৃষ্ণ জ্ঞান,
কৃষ্ণে সব করহ অর্পণ॥

এখন কুবাক্য জোর, সহিতে না পারি তোর,
দহে প্রাণ শ্রীকৃষ্ণ বিরহে।
ভাবের ভাবিনী হলে, দুঃখানলে যেতে জ্বলে,
মহতে কি কটু কথা কহে॥
কি আছে রাধার ভোগ, কি যোগে পাইলে যোগ,
অভিযোগ কর ভ্রম ঘোরে।
পঙ্কেতে পড়িলে করী, সুখে তার শিরোপরি,
ভেকে নৃত্য নৃত্য করে জোরে॥
বৃন্দার বচনচয়, শুনে লজ্জা অতিশয়,
মায়ে ঝিয়ে নাহি পায় পথ।
হেট মুখে গেল ফিরে, ত্যাগ করি শ্রীমতীরে,
পূর্ণ নাহি হলো মনোরথ॥
ভব সিন্ধু পার হেতু, হৃদে বান্ধি আশাসেতু,
বৈষ্ণবের যুক্তি শিরে ধরি।
বনোয়ারি লাল কয়, করি কৃষ্ণ পদাশ্রয়,
কৃষ্ণ লীলা মাধুর্য্য লহরী॥

ব্রজাঙ্গনাদিগের হরি লীলা।

লঘু-ত্রিপদী।

যত ব্রজাঙ্গনা, ভাবেতে মগনা,
ভুলাতে রাধার মন।
হৃদে বান্ধি শিলা, করে কৃষ্ণ লীলা,
মনে ভাবি কৃষ্ণধন॥

শ্যামা সখী যেই, কৃষ্ণ হল সেই,
চূড়া ধড়া বান্ধি ফুলে।
ফুলের বাঁশরী, নিল যত্ন করি,
ভাবেতে পড়িছে ফুলে॥
কোন সহচরী, নিজ বেশ হারি,
সুবল হইল শেষ।
কেহ বা ছিদাম, কেহ বা সুদাম,
এ রূপে ধরিল বেশ॥
কত সহচরী, ধেনু রূপ ধরি,
হাম্বা রবে ফেরে বনে।
কেহ বা চরায়, কেহ বা তাড়ায়,
কেহ ফেরে ধেনু সনে॥
কোন গোপবালা, লয়ে ফুলমালা,
রাধারে সাজায় আসি।
অগৌর চন্দন, মাথায় তখন,
পূর্ব্বমত হাসি হাসি॥
কোন কোন ধনী, আইল তখনি,
জটিলা কুটিলা হয়ে।
রাধারে হেরিয়ে, ক্রোধেতে মাতিয়ে,
কহিছে সম্মুখে রয়ে॥
হইয়ে বড়াই, করিয়ে বড়াই,
কেহ কয় সেতুজনে।
দিয়ে করতালি, কেহ দেয় গালি,
তাহারা পলায় বনে॥

কতিপয় বালা, বাস কণ্ঠমালা,
রাখিয়ে খেলায় জলে।
কৃষ্ণরূপা যেই, চুরি করি সেই,
কদম্ব তরুতে চলে ॥
কোন নারী শেষ, ধরি বৈদ্য বেশ,
রাধার কলঙ্ক হরে।
কুটিলা হইয়ে, কলসী লইয়ে,
ফিরে এল লাজভরে ॥
কোন চন্দ্রাননী, পুলকে অমনি,
সাজায় নিকুঞ্জ বন।
ফুলে ঘরে ঘরে, ফুলশয্যা করে,
তুলে পুষ্প অগণন ॥
ফুলের আসন, ফুলের ভূষণ,
ফুলের মশারি করি।
পুষ্প গুচ্ছা কত, বান্ধি মনোমত,
রাখিল শয্যার উপরি ॥
কোন বালা ত্বরা, লইয়ে পসরা,
বিকিতে সত্বরে যায়।
কোন সহচরী, সুখে হয়ে তরী,
ভাসে যেন যমুনায় ॥
কৃষ্ণরূপা ধনী, দাঁড়াল তখনি,
দানী হয়ে বাস ধরি।
সে ধনী কাতরে, বলে মৃদুস্বরে,
দেহ শীঘ্র পার করি ॥

এ রূপে সকলে, কৃষ্ণ প্রেম জলে,
ভাসেতে মগনা হয়ে।
করে কেলি যত, কহিব তা কত,
যতনে রাধারে লয়ে॥
সব দেবগণ, সহিত বাহন,
হেরেন আনন্দ মনে।
শ্রীকৃষ্ণ চরণ, করিয়ে স্মরণ,
বনোয়ারি লাল ভণে॥

শ্রীমতীর ভ্রম বশত পিকরবে বংশী জ্ঞান

পয়ার।

কৃষ্ণ ভাবে কৃষ্ণ ভেবে অবলা সকলে।
করিছেন কৃষ্ণলীলা কুঞ্জেতে বিরলে॥
কৃষ্ণ প্রেম জলধরি পরিসীমা নাই।
গোপী সহ তাহে মগ্না হইলেন রাই॥
বাহ্য জ্ঞান হীনা হয়ে করি কৃষ্ণ ধ্যান।
মানসে কৃষ্ণেরে সেবা করেন প্রদান॥
এইরূপে মগ্না প্যারী শ্রীকৃষ্ণ ভাবেতে।
হেনকালে ডাকে পিক বকুল কুঞ্জেতে॥
কোকিল তমালে বসি করে কুহুধ্বনি।
বাঁশী সম শুনিলেন সুচারু বদনী॥
উচাটনা হইলেন নাহি ধৈর্য্য আর।
বৃন্দারে ডাকিয়ে কহে আনন্দ অপার॥

প্রভাতের স্বপ্ন বুঝি হইল প্রমাণ।
বঁধুর বাঁশরী শুনে স্থির নহে প্রাণ॥
অভিসার হেতু সখি সঙ্কেত করিয়ে।
বকুল কুঞ্জেতে বাঁশী বাজান বসিয়ে॥
চল চল সহচরি বিলম্ব না সয়।
কৃষ্ণ দরশন হেতু ব্যাকুল হৃদয়॥
পুনঃ বুঝি হইলেম শ্যাম ধনে ধনী।
ধ্বনিশুনে মম প্রাণ স্থির নহে ধনী॥
আয়গো চম্পকলতা ললিতা ত্বরায়।
রঙ্গ দেবী চিত্ররেখা যাইব তথায়॥
চল শীঘ্র করি গিয়ে শ্যাম দরশন।
বিরহ বিষাদ ব্রত হলো উদ্যাপন॥
এরূপ কাঁদিতে সখি না হইবে আর।
কৃষ্ণচন্দ্র দরশনে যাবে অন্ধকার॥
দুঃখ রূপ কৃষ্ণ পক্ষ হইল বিনাশ।
কৃষ্ণপক্ষে শুক্লপক্ষ হইল প্রকাশ॥
শ্যাম নব সুধাকরে সুধা সুবিমল।
সে সুধা বিহনে হৃদি চকোরি চঞ্চল॥
প্রবোধ না মানে আর করিছে রোদন।
সুধার ক্ষুধায় হলো অতি উচাটন॥
অপর ভূষণে মম নাহি আয়োজন।
এই বেশে মনাবেশ করিব গমন॥
বলিয়ে জানাব কতো দুঃখ বিবরণ।
বুঝিবেন দশা হেরি শ্রীবংশীবদন॥

কিছু কায নাই মম ভূষণে এক্ষণে।
ভূষণে হেরিতে সই কি কায ভূষণে॥
যখন শ্রীকৃষ্ণ রূপ হেরিব নয়নে।
তখন ভূষিত হব অপূর্ব্ব ভূষণে॥
হরিপদ রজঃশিরে করিয়ে ধারণ।
বিনাইব বিনোদিনী চিকুর তখন॥
কজ্জলে কি কায নেত্র করিতে শোভন।
কাল রূপ হেরি মম সাজিবে নয়ন॥
কিছু প্রয়োজন নাই মতির মালায়।
নীলকান্ত হার আমি পরিব গলায়॥
শ্রীহরি নামাঙ্ক সখি যতনে লিখিয়ে।
করঙ্ক আমার দেহ দেহ সাজাইয়ে॥
শ্যাম মম মন প্রাণ বসন ভূষণ।
শ্যাম বিনা দুঃখিনীর আছে কোন ধন॥
বিলম্ব না সহ্য হয় অধৈর্য্য হৃদয়।
চল সবে করি গিয়ে কৃষ্ণ পদাশ্রয়॥

বৃন্দা কর্ত্তৃক শ্রীরাধার ভ্রম নৈরাশ।

ত্রিপদী।

হেরিয়ে রাধার ধারা, দুনয়নে বহে ধারা,
খেদে বৃন্দা বিনাইয়ে কয়।
ওগো প্যারী ধৈর্য্য ধর, নহে শ্যাম জলধর,
ও ধ্বনি পিকের ধ্বনি হয়॥

শুনিয়ে পিকের ধ্বনি, চঞ্চলা হইলে ধনী,
এত নহে মুরলীর রব।
ধৈর্য্য ডোরে বাঁধ মন, অভিশাপ বিমোচন,
কি দেখে করিলে অনুভব॥
বার বার এ প্রকার, কি কব অধিক আর,
অধিকার আছে তাই বলি।
মনেরে প্রবোধ দেহ, হয়েছে মলিন দেহ,
তব দুঃখে দুঃখানলে জ্বলি॥
বিবেচনা কর মনে, পূর্ব্বে আমি সঙ্গোপনে,
নিবারণ করিলাম কত।
সে কথা উপেক্ষা করি, কুল শীল পরিহরি,
প্রেম আশে হল জ্বালা যত॥
যদ্যপি প্রসঙ্গাধীন, বলিতাম কোন দিন,
দিবা নিশি এত ভাল নয়।
চিরদিন রহে যাহা, দেখে শুনে কর তাহা,
তাতে হোত তব ক্রোধোদয়॥
অভিমানে হয়ে রত, অপ্রিয় বচন কত,
বলেছিলে ভেবে দেখ মনে।
কোথা তব নটবর, যাঁর প্রেমে নিরন্তর,
পুলকে ফিরিতে বনে বনে॥
হোক তাতে ক্ষতি নাই, যা হবার হল রাই,
আর কেন হও জ্ঞান হারা।
একি গো বিষম দায়, বুঝায়ে বুঝনা হায়,
কি দুঃখে ভাসিছে নেত্রতারা॥

যাহারে আপন বলি, সুখে দিয়ে জলাঞ্জলি,
অনশনে করিছ রোদন।
সেতো গো নিশ্চিন্ত হয়ে, বিষয় সম্পদ লয়ে,
সুখে কাল করিছে হরণ ॥
কুটিল প্রেমের ধর্ম্ম, অগ্রে ভেদ করে মর্ম্ম,
মোহেতে মোহিত করে মন।
চিরদিন নাহি রয়, পরেতে কাঁদিতে হয়,
ভুজঙ্গ সদৃশ আচরণ ॥
যে জন নিমগ্ন নয়, সে অতি সন্তোষে রয়,
তার সম সুখী কেবা আছে।
চিরকাল সুখভরে, একভেবে কাল হরে,
ভাগ্যবান কেবা তার কাছে ॥
না বুঝে মজিলে তায়, অবোধ বালিকা প্রায়,
শঠেরে সঁপিলে মিছে মন।
এখন কাঁদিলে আর, কি হবে উপায় তার,
খেদে কেঁদে হারাবে জীবন ॥
ধৈর্য্য ডোরে বাঁধ মন, আর এক নিবেদন,
করি আমি তব রাঙ্গাপায়।
ভেবে দেখ পূর্ব্বাপর, সুখ দুঃখ নিরন্তর,
সুর নর সকলেই পায় ॥
কেহ না বলিতে পারে, সুশীতল সুখাগারে,
চিরদিন হইবে যাপন।
সুখের পরেতে দুঃখ, দুঃখ অবসানে সুখ,
চিরদিন হয় গো মিলন ॥

বিশেষত এ সময়, এত করা ভাল নয়,
সব দিগ নিরীক্ষীতে হয়।
হয়েছে সময় মন্দ, বিপক্ষ করিবে দ্বন্দ,
এমন কর্ম্মতো ভাল নয়॥
সকলি সময়ে করে, নিরীক্ষণ কর পরে,
সময়ের তীক্ষ্ণ ব্যবহার।
দশাস্যের শিরোপরে, করে ছিল সুখভরে,
কোপে কপি নৃত্য অনিবার॥
নৈষধ নগরে ধাম, দয়া ধর্ম্ম গুণধাম,
নলরাজা বিখ্যাত ভুবনে।
সময়েব বিড়ম্বনে, ভার্য্যা সহ খিদ্যমনে,
পেলেন যাতনা বনে বনে॥
ক্ষুধায় পীড়িত হয়ে, দগ্ধ মীন করে লয়ে,
জলে গেল দময়ন্তী সতী।
সে মীন পলায়ে গেল, হৃদয়ে পশিল শেল,
ক্ষুধায় কাতর দোঁহে অতি॥
অতএব ধৈর্য্য ধরি, নিজ বাসে বাস করি,
হৃদি মধ্যে ভাব নটবরে।
মানসে অর্চ্চনা কর, হরি ভেবে কাল হর,
ভেসোনা যাতনা সরোবরে॥
বিরহ পলাবে দূরে, বরঞ্চ সে মধুপুরে,
তব তরে করিব গমন।
দাসখত দিয়ে করে, ওগো সখি সুখভরে,
এনে দিব তব কৃষ্ণধন॥

শ্রীমতীর মূর্চ্ছা ও পবন কর্ত্তৃক মূর্চ্ছা ভঙ্গ।

পয়ার।

বিষসম বাক্য শুনি দূতীর বদনে।
পড়িলেন বিধুমুখী খেদে ধরাসনে॥
পিকস্বরে জ্ঞান করি বাঁশরীর ধ্বনি।
ভাবিয়ে ছিলেন হবে শ্যাম ধনে ধনি॥
আশা তরু ভেঙ্গে গেল নৈরাশ পবনে।
চৈতন্য বিহীনা রাই পড়ে ধরাসনে॥
সকল ইন্দ্রিয় স্থির হইল রাধার।
না বহে নিশ্বাস স্পন্দ নাহি কিছু আর॥
বিবর্ণা হলেন রাই দেখিতে দেখিতে।
স্বর্ণলতা লতা সম পড়ি ধরণীতে॥
সখীগণ কৃষ্ণনাম শুনায় শ্রবণে।
সুশীতল জল দেয় নয়নে বদনে॥
অন্য অন্য দিন মূর্চ্ছা হইত রাধার।
কোন দিন ঘটেনাই এরূপ প্রকার॥
না হল চেতন দূতী করে হাহাকার।
নয়ন নীরদে বারি বহে অনিবার॥
দূতী যদি ঘোর খেদে করিল রোদন।
উচ্চৈঃস্বরে কান্দিয়ে উঠিল গোপীগণ॥
স্বর্গ হতে স্ববাহনে যত দেবগণ।
করিতে ছিলেন হরি লীলা দরশন॥

হেরিয়ে প্যারীর ভাব বলেন পার্ব্বতী।
আশুতোষ আশু বুঝি মরে রাধা সতী॥
যে রূপে হেরি হে নাথ রাধার লক্ষণ।
জ্ঞান হয় কিশোরীর নিকট মরণ॥
আমাদের সম্মুখেতে মরিলে শ্রীমতী।
হইবে কলঙ্ক অতি ওহে পশুপতি॥
ছিদামের অভিশাপ হইলে বিফল।
অভিযোগ করিবেন হরি এ সকল॥
যাহাতে আশুতে হয় রাধার চেতন।
এমন উপায় কোন কর পঞ্চানন॥
শিবানীর কথা শিব করিয়ে শ্রবণ।
বলিলেন পবনেরে শুনহ পবন॥
শীঘ্র তুমি কর গিয়ে ইহার উপায়।
তুমি হে সবার প্রাণ বাঁচাও রাধায়॥
শিব আজ্ঞা পেয়ে বায়ু আসি বৃন্দাবনে।
কি উপায় করিবেন ভাবিছেন মনে॥
দৈবাধীন দেখিলেন বকুল কাননে।
পুরাতন বাঁশী এক পড়ে ধরাশনে॥
আপনার মনে যুক্তি করিলেন স্থির।
বাঁশী বিনে না ভাঙ্গিবে মূর্চ্ছা শ্রীমতীর॥
এত বলি মুরলীতে করিয়ে গমন।
রাখিল অক্ষয় কীর্ত্তি ধরায় পবন॥
বাজিত কি বাঁশী বায়ু ভক্ত নাহি হোলে।
বাজিতে লাগিল বাঁশী রাধা রাধা বোলে॥

মরি কি অপূর্ব্ব ভাব হয় বাঁশরীর।
নিমিষে করিল ভঙ্গ মূর্চ্ছা শ্রীমতীর॥
আপনি উঠিয়ে রাই বসিলেন তবে।
বঁধু এল এল বলি নাচে সখী সবে॥
বাঁশী শুনে শ্রীরাধার হল দেহে বল।
ধ্বনি অনুসারে ধনী চলিল কেবল॥
ধরিতে না হল রাধা চলিলেন বলে।
হইলেন উপনীতা নিরূপিত স্থলে॥
প্যারীরে হেরিয়ে বাঁশী ত্যজিয়ে পবন।
প্রণাম করিয়ে শীঘ্র করিল গমন॥
সখী মেলি কমলিনী হরি অন্বেষণে।
ভ্রমেণ চঞ্চলা হয়ে বকুল কাননে॥
বনোয়ারি লাল ভাবি শ্রীহরি চরণ।
রচিল নিগূঢ় ভাব করিয়ে যতন॥

মুরলী দর্শনে শ্রীমতীর খেদ।

পয়ার।

রাধানাথে না হেরিয়ে রাধা বিনোদিনী।
ভ্রমিছেন যূথভ্রষ্টা যেন কুরঙ্গিণী॥
এমন সময়ে সেই তরুতলে গিয়ে।
দেখিলেন বাঁশী এক রয়েছে পড়িয়ে।
বাঁশী হেরি শশীমুখী হইয়ে উদাসী॥
বলেন হৃদয়ে রাখি নেত্র জলে ভাসি॥

মরিরে কৃষ্ণের বাঁশী কি হেরি নয়নে।
শ্রীধরের ধন হয়ে কেন ধরাসনে॥
সর্ব্বদা রহিতে তুমি বঁধুর অধরে।
কঠিন মাটিতে কেন ঘোর দুঃখ ভরে॥
তোমারে হেরিতে সাধ হইত ব্রহ্মার।
তুমি যে যত্নের ধন বঁধুর আমার॥
ওরে বাঁশী তব সম নাহি ছিল বীর।
তব রবে ত্রিভুবন হইত অস্থির॥
এমনি তোমার বল কি কব এক্ষণে।
বনে বসি সবে টেনে আনিতে কাননে॥
গুণের সাগর তুমি প্রেমের আধার।
করিয়াছ দর্পচূর্ণ সর্ব্বদা সবার॥
তোমারে অমান্য কেহ করিতে নারিত।
শিবের বাঞ্ছিত তুমি শিবার পূজিত॥
আমরা তোমার দাসী অন্য জানি নাই।
আহা মরি তব দশা হেরে দুঃখ পাই॥
তব লাগি হইতাম কানন বাসিনী।
তব লাগি মম নাম রাধা কলঙ্কিনী।
ভাবিনাই কুল যশ পতি গৃহ ধন।
তব লাগি করিয়াছি সব বিসর্জ্জন॥
তব লাগি পাইতাম শ্যাম দরশন।
আজ কেন বাঁশী তব হেরি এ লক্ষণ॥
রাখিতে তোমার মান হইয়ে রমণী।
কি না কর্ম্ম করিয়াছি জানতো আপনি॥

ভাবিতাম বাঁশী সবে শুন বলি সার।
তব তুল্য মাধবের প্রিয় নাহি আর ॥
যাঁহার চরণ যোগী যোগে করে ধ্যান।
পেয়েছিলে সে ধনের অধরেতে স্থান ॥
পুঞ্জ পুঞ্জ পুণ্য তব ভাবিতাম মনে।
এ আর কেমন হেরি এ রূপ লক্ষণে ॥
বুঝিলাম কোন দোষ নাহিরে তোমার।
মম লাগি পাইতেছ যাতনা অপার ॥
ওরে বাঁশী আমি তব দুঃখের কারণ।
মম সমা পাপিয়সী কে আছে এমন ॥
ধরিতে আমার নাম তুমিরে বাঁশরি।
এই জন্যে তব দুঃখ অনুভব করি ॥
যদি না করিতে তুমি এ নাম ধারণ।
তা হলে কি দশা তব হইত এমন ॥
ধরিয়ে আমার নাম মজিলে বিপাকে।
ওরে বাঁশী অভিশাপ করনা আমাকে ॥
যদি বল নারী হত্যা অধর্ম্ম ঘটিবে।
কোন পাপ তাপ নাই নিশ্চয় জানিবে ॥
শাস্ত্রের বচন আর কহে সাধুগণ।
বৈরি বিনাশিতে পাপ নাহি কদাচন ॥
যেন তেন প্রকারেন শত্রু বিনাশিবে।
পুরুষ রমণী কোন নাহি বিচারিবে ॥
তার সাক্ষী তব কৃষ্ণ হয়ে [illegible]।
স্তনপানে পূতনার বধেছেন প্রাণ ॥

অতএব ইহা কর যাতে প্রাণ যায়।
আমারে বধিলে তব পাপ নাহি তায়
এভাবে মুরলি লয়ে খেদে কমলিনী।
ভ্রমেণ বকুল কুঞ্জে যেন উন্মাদিনী॥
কুহু কুহু স্বরে পিক তরুতে কুহরে।
হইয়ে চঞ্চলা অতি আতঙ্কে শিহরে॥
কাতরে কোকিলে কয় করিয়ে বিনয়।
বনোয়ারি কহে করি কৃষ্ণ পদাশ্রয়॥

শ্রীমতীর কোকিলের প্রতি ভর্ৎসনা।

পয়ার।

কেনরে কোকিল তুমি দগ্ধ কর মন।
কি লাভ হইবে বল করিলে পীড়ন॥
অবলা বধের ভয় নাহি তব মনে।
কি জন্যে আইলে এই শূন্য বৃন্দাবনে॥
কি সুখে হইলে সুখী সুখহীন স্থানে।
দেখিয়ে কুঞ্জের দশা দয়া নাহি প্রাণে॥
বুঝি তুমি নেত্রহীন হবে পিকবর।
নতুবা কি দিতে এত জ্বালা ঘোরতর॥
বুঝিতে না পারি আমি স্বভাব তোমার।
কিসে এত দুঃখে হল সুখের সঞ্চার॥
কোন সুখ চিহ্ন নাহি হেরি বৃন্দাবনে।
কি ভেবে ডাকিছ বল বসিয়ে কাননে॥

একবার মুখ তুলি কর দরশন।
কি রূপ হয়েছে এই রস বৃন্দাবন॥
বৃন্দাবন বাসী বৃক্ষ লতা প্রাণীগণ।
কি ভাবে করিছে সবে দিবস যাপন॥
হেরিতে না হবে শ্রম তোমার এখন।
না হইবে সব স্থানে করিতে ভ্রমণ॥
বসিয়ে রয়েছ তুমি উচ্চ শাখিপরে।
সহজে দেখিতে পায় হের সুখভরে॥
আর এক কথা বলি শুন দিয়ে মন।
কেহ যদি কোন স্থলে করে আগমন।
আছে রীত অগ্রে জ্ঞাত হতে বিবরণ।
দেখে শুনে কার্য্য করে সাধু বিচক্ষণ॥
তোমার স্বভাব হেরি বিপরীত অতি।
বুঝিলাম শুদ্ধ তব অধর্ম্মেতে মতি॥
এমন কর্ম্মেতে হবে কলঙ্ক ঘোষণা।
কিসে মান অপমান নাহি বিবেচনা॥
পিককুলে কেন মিছে রাখ অপযশ।
ভস্মরাশি ভস্ম করে কি হবে পৌরুষ॥
যে কথায় রস নাই মিথ্যা সে বচন।
যে ধনে সুব্যয় নাই মিথ্যা সেই ধন॥
যে কুলে সন্তান নাই মিথ্যা সেই কুল।
যে ফুলেতে মধু নাই মিথ্যা সেই ফুল॥
যে আশা পুরার নয় মিথ্যা সেই আশা।
যে বাসায় পক্ষি নাই মিথ্যা সেই বাসা॥

যাতে পরকাল নাই মিথ্যা সেই ধর্ম্ম।
যে কর্ম্মে সুযশ নাই মিথ্যা সেই কর্ম্ম ॥
ভেবে দেখ সাধু নাহি করে অপকর্ম্ম।
প্রাণপণে রক্ষা করে আপনার ধর্ম্ম ॥
ভেকে যদি নৃত্য করে ফণীর মাথায়।
হরি যদি করী ভয়ে দূরেতে পলায় ॥
ইন্দুরে যদ্যপি করে বিড়ালে নিধন।
তথাপি না করে সাধু অহিত সাধন ॥
পর দুঃখানলে সাধু গলে ঘৃত মত।
কায়মনো বাক্যে করে সদুপায় যত ॥
বৈরির বিপদে তাঁর নাহি হয় তোষ।
অহিত করিলে তবু না করেন রোষ ॥
এমনি উদার ভাব গুণের আধার।
ভুলে যান কুটিলের কুট ব্যবহার ॥
পুরস্কার জ্ঞান করি নিজ তিরস্কার।
সাধিতে তাহার হিত বাসনা অপার ॥
অতএব বিপরীত ভাব কেন ধর।
আমাদের দুঃখরাশি নিরীক্ষণ কর ॥
আমার বচন কিছু শুনে কায নাই।
স্বচক্ষে হের না তুমি এই ভিক্ষা চাই ॥
ওই দেখ রসহীন তরুলতা সব।
ফল ফুল দূরে থাকু বিহীন পল্লব ॥
কে আর করিবে যত্ন কে ঢালিবে জল।
শুকায়েছে তরুলতা স্থাবর সকল ॥

কি কহিব কাননের ছিল শোভা কত।
ফল ফুলে লম্বমানা ছিল শাখী যত ॥
এক্ষণে সে সব কথা হয়েছে স্বপন।
তারোপরে তুমি কেন কররে পীড়ন ॥
ওই দেখ পুষ্প বন হইয়াছে বন।
শুকায়েছে তাপে আর কে করে যতন ॥
পূর্ব্বে কত মধুকর করিত ভ্রমণ।
এখন সে পথে অলি না করে গমন ॥
হেরিলে প্রফুল্ল হোতো নয়ন হৃদয়।
এখন হেরিলে পরে মন দগ্ধ হয় ॥
ওই দেখ বারীহীন সব সরোবর।
বৃন্দাবনে জল নাহি দেয় জলধর ॥
শ্রীকৃষ্ণ বিরহ ভানু হইয়ে উদয়।
এককালে শুখাইল সরোবরচয় ॥
মরেছে মরালগণ সারস সকল।
জলে জলজন্তু নাই হীন হয়ে জল ॥
জলে স্থলে সম বহ্নি জ্বলে বৃন্দাবনে।
জ্বলে প্রাণ না হেরিয়ে জলদবরণে ॥
ওই দেখ ডালে বসে আছে সারি সারি।
শ্রীকৃষ্ণ বিরহে দগ্ধ হয়ে শুক শারী ॥
ওই দেখ পশু সব তেজিয়ে আহার।
স্থানে স্থানে পড়ে আছে যেন শবাকার ॥
এ সব হেরিয়ে দয়া নাহি তব মনে।
জ্বালার উপর জ্বালা দিতেছ এক্ষণে ॥

বুঝিলাম কিছু দয়া মায়া নাহি তব।
তা হলে না দিতে দুঃখ এত অসম্ভব॥

শ্রীমতীর কোকিলের পরিচয় জিজ্ঞাসা।

পয়ার।

বল বল বিবরিয়ে শুনি পিকবর।
তোমারে কে পাঠাইল তুমি কার চর॥
অনুভব হয় তুমি স্বদেশী না হবে।
নতুবা এ রূপ জ্বালা দিবে কেন রবে॥
বৃন্দাবনবাসি তুমি না হবে কখন।
তা হলে কি তব রবে দগ্ধ হয় মন॥
ব্রজবাসী হলে মম জুড়াতে নয়ন।
মম দুঃখে হতে তুমি অবশ্য মগন॥
ব্রজবাসী সকলের ভাব কি এমন।
তাহারা না জানে কভু করিতে পীড়ন॥
কপটতা চতুরতা কিছু নাহি জানে।
এক ভাবে এক ভেবে ভ্রমে স্থানে স্থানে॥
বিশেষত বৃন্দাবনবাসী পিকগণ।
কৃষ্ণশোকে মনোদুঃখে আছে অচেতন॥
এসেছো মথুরা হতে ভাবে জ্ঞান হয়।
মথুরানাথের দূত হইবে নিশ্চয়॥
অন্য হলে প্রতিফল দিতাম এখনি।
দূতেরে করিতে বধ মহাপাপ গনি

বিশেষত কালরূপ বড় ভালবাসি।
কালরূপ মন সেঁাপে হইয়াছি দাসী॥
সে কাল বরণ সম তোমার বরণ।
এই হেতু করিলাম ক্রোধ সম্বরণ।
যাহা হোক ব ণ বল সত্য বিবরণ।
কি হেতু এ বৃন্দাবনে দিলে দরশন॥
কি জন্য তোমারে দূত পাঠালেন হরি।
জ্ঞান হয় আসিয়াছ ছদ্ম বেশ ধরি॥
কৌতুক দেখিতে বুঝি তোমারে এক্ষণে।
পাঠালেন তব রাজা যাতনা সাধনে॥
এত দুঃখ দিয়ে তবু ক্ষান্ত নহে মন।
পাঠালেন আর দুঃখে করিতে মগন॥
তাই এত দুঃখ দিতে নাহি তব ডর।
দেখরে সকল রঙ্গ ত্রিভঙ্গের চর॥
কিন্তু এক কথা বলি শুন দিয়ে মন।
সুজন কখন কারে না করে পীড়ন॥
দূত বলে দুঃখ দিলে পায় কি নিস্তার।
অবশ্য ইহাতে পাপ ঘটেরে তাহার॥
প্রভুর আদেশে যদি কেহ বধে কারে।
তার কি না হয় পাপ বলনা আমারে॥
যদি বল আদেশেতে নাহি ঘটে পাপ।
সে কথা অলিক হন্তা হলে পায় তাপ॥
পর লাগি বিনা দোষে বধিলে জীবন।
এ জন্যে প্রথম পাপী হয় সেই জন॥

যদি বল প্রভু বাক্য করিলে হেলন।
অবশ্য সে জন হয় কলুষ ভাজন॥
এ কথা অলিক নহে শাস্ত্রেতে প্রমাণ।
কিন্তু কার্য্য অনুসারে আছে সে বিধান॥
আপনার হিত অগ্রে করিবে সাধন।
তার পর প্রভু আজ্ঞা করিবে পালন॥
বিশেষত এতো নহে দূতের লক্ষণ।
ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়ে করিতে পীড়ন॥
শুনাবে শুনিবে এই দূত আচরণ।
সেনাপতি সম নাহি ক্রোধে করে রণ॥
বিবরিয়ে বলি শুন মহাজন ধর্ম্ম।
প্রাণ দেয় তবু নাহি করে অপকর্ম্ম॥
তুমিতো এসেছ পিক পরের লাগিয়ে।
ধর্ম্ম হীন হয়ে শেষে যাবে কি ফিরিয়ে॥
সব দিগ রক্ষা হয় এই বুদ্ধি ধর।
ওহে পক্ষি পক্ষপাত কেন তুমি কর॥
শাস্ত্রে কহে পক্ষপাতী হলে নাহি ত্রাণ।
অন্তকালে হরি পদে নাহি পায় স্থান॥
ধিক্ তার ধর্ম্মে ধিক ধিক্ তার কর্ম্মে।
জীবন ধারণে ধিক্ ধিক্ তার মর্ম্মে॥
যে জন শ্রীকৃষ্ণ পদ হেলায় হারায়।
তার সম পাপী আর নাহি এ ধরায়॥
তার সাক্ষি দেখ তুমি আমার যাতনা।
কৃষ্ণ হীনা হয়ে কত পেতেছি বেদনা॥

কর্ম্ম জন্য ফল ভোগ হতেছে আমার।
মম সম অভাগিনী কেহ নাহি আর॥
মথুরার পিকবর তাই বলি আমি।
হিতাহিত ভেবে হও ধর্ম্ম পথ গামী॥
আর এক কথা বলি শুনহ নিশ্চয়।
দুঃখ দিলে পেতে হয় দুঃখ অতিশয়॥
একেত অবলা আমি নাহি ধৈর্য্য জ্ঞান।
কৃষ্ণ হীনা হয়ে সদা দুঃখে দহে প্রাণ॥
এই কর যাতে রক্ষা পায় কুল মান।
মহতের কার্য্য তুমি কর সমাধান॥

শ্রীমতীর কোকিলের প্রতি অনুরোধ।

ত্রিপদী।

শুন শুন পিকবর, মথুরানাথের চর,
যদি আসিয়াছ বৃন্দাবনে।
আমার বচন ধর, কিছু উপকার কর,
দৃষ্টি করি করুণা নয়নে॥
ভেদ করি মম মর্ম্ম, আপন প্রভুর কর্ম্ম,
ধর্ম্ম মত করিলে সাধন।
অমনি ফিরিয়ে যাবে, সমাদর নাহি পাবে,
লয়ে যাও মম বিবরণ॥

এতে নাহি কোন দোষ, না হবেন প্রভু রোষ,
তুমি দূত তোমারি একর্ম্ম।
বরঞ্চ ইহাতে মান, বৃদ্ধি হবে মতিমান,
আর তাহে লভ্য হবে ধর্ম্ম॥
বলিব যে কথাচয়, শুনাইলে সদাশয়,
আমরা করিব গুণ গান।
পর উপকারি যেই, অতি পুণ্যবান সেই,
কেহ নহে তাহার সমান॥
সকল ধর্ম্মের সার, কয় পর উপকার,
মহাপাপ করিলে পীড়ন।
পরম ধার্ম্মিক যিনি, এই দুই কর্ম্ম তিনি,
বিচারিয়ে করেন সাধন॥
তার সাক্ষী চরাচরে, দময়ন্তি স্বয়ম্বরে,
পুণ্যশ্লোক নল নৃপমণি।
গেলেন হইয়ে দূত, হয়ে অতি হর্ষযুত,
দেব আজ্ঞা শুনিয়ে তখনি॥
উপকারে মন দিয়ে, দময়ন্তি পাশে গিয়ে,
জানালেন অমরের মন।
বুঝালেন তারে যত, সে কথা কহিব কত,
পরিহরি নিজ আকিঞ্চন॥
আর দেখ পিকবর, পর কার্য্যে রত্নাকর,
নিজ হৃদে ধরিলেন সেতু।
মহাবীর হনূমান, নানা গুণে গুণবান,
মহামান্য পরকার্য্য হেতু॥

পুরাণে সর্ব্বদা শুনি, গুণময়ী সুরধুনী,
পরকার্য্যে আসিয়ে ধরায়।
হয়ে অতি অনুকূল, সগর রাজার কুল,
ত্রাণ করিলেন রাখি পায়॥
আর শুন পিকবর, বলি আমি অতপর,
পর উপকারীর আখ্যান।
শুন অতি সাবধানে, সন্তোষ প্রফুল্ল প্রাণে,
অনায়াসে লভ্য হবে জ্ঞান॥

জয়দ্রথোপাখ্যান।

ত্রিপদী।

মিথিলা নগরে ধাম, রাজা জয়দ্রথ নাম,
শান্ত দান্ত গুণের আধার।
যুদ্ধে বীর বুদ্ধে ধীর, প্রিয় পুত্র পৃথিবীর,
পরহিতে রত মন তার॥
সর্ব্বদা প্রফুল্ল মনে, অকাতরে দিন জনে,
করেন বিবিধ ধন দান।
যশপুষ্প বিকশিত, তাহে দিক্ আমোদিত,
অমর সদৃশ মান্যমান॥
এক দিন হৃষ্টকায়, ইন্দ্রের প্রতাপ প্রায়,
সভায় বসিয়ে গুণরাশি।
তেজে যেন দিবাকর, রূপে মোহ হয় নর,
তথা এক আইল সন্ন্যাসী॥

মস্তকে পিঙ্গল জটা, অঙ্গে বিভূতির ঘটা,
গলায় রুদ্রাক্ষ মনোহর।
তুলিয়ে দক্ষিণ কর, জয় হোক গুণাকর,
বলিয়ে দাঁড়ায় তদন্তর ॥
তেজস্পুঞ্জ হেরি রায়, প্রেমে পুলকিত কায়,
বসালেন সুখে পূজা করি।
জিজ্ঞাসা করেন পরে, অতিশয় সমাদরে,
শিষ্য সম শিষ্ট ভাব ধরি ॥
যে আজ্ঞা করিবে তুমি, কি রতন রাজ্য ভূমি,
এখনি করিব সম্প্রদান।
বল প্রভু বিশেষিয়ে, আগমন কি লাগিয়ে,
আমি তব কিঙ্কর সমান ॥
সন্ন্যাসী শুনিয়ে কয়, জানি তুমি মহাশয়,
শান্ত দান্ত ক্ষমাশীল অতি।
আমি হে আশ্রম ত্যাগী, নহি কোন অনুরাগী,
বিষয়ে বিরক্ত মম মতি ॥
তব রীতে নরপতি, সন্তুষ্ট হলেম অতি,
করুন কমলা কৃপাদান।
বরঞ্চ তোমার ঘরে, তব অনুরোধ তরে,
কিছু দিন রব মতিমান ॥
রাজা কয় ভগবান, যে করিবে আজ্ঞাদান,
প্রাণপণে করিব পালন।
আমি হইলাম ধন্য, তব আগমন জন্য,
কিছু দিন থাক নারায়ণ ॥

মহাসুখে সন্ন্যাসীর, মন্ত্রণায় রাজা ধীর,
রাজকার্য্যে করেন বিচার।
সদা সন্ন্যাসীর সঙ্গে, শাস্ত্রালাপ মহারঙ্গে,
করেন নৃপতি গুণাধার॥
অতিশয় হৃষ্টমনে, স্থানে স্থানে তার সনে,
ভ্রমে সদা হইয়ে অধীন।
তার মত ভিন্ন আর, কোন কর্ম্ম নাহি তার,
আজ্ঞাবহ হয়ে নিশি দিন॥
এক দিন সভাপরে, বসি রাজা সুখভরে,
করিছেন কথোপকথন।
এক জন দূত আসি, সুমধুর বাক্য ভাষি,
লিপি এক করিল অর্পণ॥
পত্র পড়ি নৃপবর, যুড়িয়ে যুগল কর,
সন্ন্যাসীরে করে নিবেদন।
সুবাহু নগরে বাস, মহারাজা কৃত্তিবাস,
মমপাশে লয়েছে শরণ॥
বিক্রমে বিপক্ষ রণে, পরাজিত হয়ে রণে,
পলাইয়ে রয়েছে কাননে।
আমার আশ্রয় তরে, পাঠাইল এই চরে,
বল প্রভু কি করি একণে॥
শুনিয়ে সন্ন্যাসী কয়, আশু যাও মহাশয়,
শরণাগতের রাখ প্রাণ।
বিশেষ রাজার ধর্ম্ম, করিতে মহত কর্ম্ম,
নতুবা অযশ বিদ্যমান॥

অধিকন্তু গুণধাম, ব্যক্ত আছে তব নাম,
পর উপকারী মহাশয়।
শুন হে আমার কথা, যদি নাহি যাও তথা,
কলঙ্ক হইবে অতিশয়॥
এত শুনি নররায়, রাজ্যভার দিয়ে তায়,
ক্রোধে সৈন্যগণ সঙ্গে করি।
নিরূপিত স্থলে তবে, ক্রমে উত্তরিল সবে,
নানা খরশাণ অস্ত্র ধরি॥
পরেতে বাধিল রণ, যুঝে রাজা বিচক্ষণ,
কোন পক্ষ বলে ন্যূন নয়।
উভয়ের সৈন্য হত, উভয়ে করিল কত,
সংখ্যা তার কিছু নাহি হয়॥
শেষে রায় ছলে কলে, বিপক্ষ নাশিয়ে বলে,
কৃত্তিবাসে দিয়ে রাজ্য ধন।
অবশিষ্ট সৈন্য লয়ে, অতি পুলকিত হয়ে,
স্বীয় রাজ্যে দিল দরশন॥
দেখিল সন্ন্যাসী বর, লয়ে সৈন্য বহুতর,
আপনি হয়েছে রাজ্যেশ্বর।
রাজারে না দিল স্থান, মনোদুঃখে মতিমান,
হইলেন বনে অগ্রসর॥
অতি ব্যাকুল মনে, ভ্রমি সদা বনে বনে,
ফল জল করিয়ে ভক্ষণ।
দৈবাধীন নৃপমণি, শুনিয়ে রোদন ধ্বনি,
সেই দিগে করিল গমন॥

দেখিল তথায় রায়, এক দৈত্য মহাকায়,
দ্বিজে এক করেছে বন্ধন।
বিপ্র তার ধরি পায়, ধরায় লোটায় কায়,
উচ্চৈঃস্বরে করিয়ে রোদন॥
এত দেখি নৃপমণি, জিজ্ঞাসে প্রমাদ গণি,
ওহে বীর একি বিপরীত।
ব্রাহ্মণে করিবে নাশ, কিছুই না দেখি ত্রাস,
অতি অসম্ভব তব রীত॥
এত শুনি দৈত্য কয়, হলে যদি দয়াময়,
করোনা বিপ্রের পরিত্রাণ।
স্বরূপ বচনে কও, ওর দণ্ড তুমি লও,
যদি থাকে তব ধর্ম্মজ্ঞান॥
দৈত্যের বচন শুনে, দগ্ধ হয়ে চিন্তাগুনে,
জয়দ্রথ দৈত্যেরে বলিল।
বল শুনি দৈত্যবর, কি করিল এই নর,
এই দণ্ড কি দোষে ঘটিল॥
দৈত্য বলে এ উদ্যান, আমার বিরাম স্থান,
নানা পুষ্পে ভ্রমে মধুকর।
বাসবে তুষিয়ে সুখে, আনিলাম কত দুঃখে,
পারিজাত তরু মনোহর॥
এই বেটা দুরাচার, দ্বিজকুলে কুলাঙ্গার,
সেই পুষ্প করিয়াছে নষ্ট।
ঘুচাইব মনোখেদ, এর করি করচ্ছেদ,
উপযুক্ত মতে দিব কষ্ট॥

শুনি কহে রাজা পুন, আমার বচন শুন,
ওরে ত্যজি ছেদ মম কর।
ভঙ্গ না হইবে পণ, দান দেহ প্রাণ ধন,
গৃহে চলে যাক বিপ্রবর॥
শুনি কথা দৈত্যরাজ, তেজি দয়া ধর্ম্ম লাজ,
দ্বিখণ্ড করিল নৃপকর।
দ্বিজবর ত্রাণ পেয়ে, স্বস্থানে চলিল ধেয়ে,
বনে রাজা ভ্রমে নিরন্তর॥
ডানি কর হয়ে হীন, ভ্রমে রাজা যেন দীন,
ক্ষুধায় পীড়িত কলেবর।
ধারা বহে দুনয়নে, শেষে যুক্তি করি মনে,
নগরে এলেন গুণাকর॥
অদৃষ্টের বুঝি মর্ম্ম, লইয়ে অতিথি ধর্ম্ম,
দ্বিজ গৃহে করিয়ে গমন।
ধরণীর পতি হয়ে, দীন সম দ্বারে রয়ে,
দুঃখে করে উদর পোষণ॥
এক দিন নরপতি, ক্ষুধার্ত্ত হইয়ে অতি,
এলো এক দ্বিজের ভবনে।
অতিথি হেরিয়ে দ্বারে, দ্বিজ ভক্তি সহকারে,
সেবা করিলেন হৃষ্টমনে॥
ক্রমেতে আইল নিশি, ঘোরতমাচ্ছন্ন দিশি,
কৃষ্ণপক্ষে চতুর্দ্দশী তায়।
মনে ভাবি ঘোরদায়, হয়ে অতি অনুপায়,
দ্বিজ গৃহে রহিলেন রায়॥

দ্বিজ দুঃখি অতিশয়, কিন্তু আছে ধর্ম্মভয়,
দ্বিজপত্নী বড় পুণ্যবতী।
নাহি অন্য পরিবার, একমাত্র সুত তার,
বোধাবোধ হীন শিশু অতি॥
অর্দ্ধেক রজনী পরে, বিষাদে বসিয়ে ঘরে,
দ্বিজ দ্বিজপত্নী দুইজন।
শিশুরে কোলেতে লয়ে, অধিক ব্যাকুল হয়ে,
ঘোর দুঃখে করিছে রোদন॥
এত শুনি নৃপমণি, মনেতে প্রমাদ গণি,
ব্রাহ্মণের পাশে আসি কয়।
বল বল বিশেষ করিয়ে, নিশাকালে কিলাগিয়ে,
তোমরা কাঁদিছ মহাশয়॥
ক্ষণকাল ধৈর্য্য ধরি, বল বল সত্য করি,
সাধ্য হলে করিব সাধন।
থাকিতে তোমার দাস, বলিতে কি আছে ত্রাস,
আজ্ঞা কর করিব পালন॥
শুনিয়ে ব্রাহ্মণ কয়, জিজ্ঞাসিলে মহাশয়,
কি বলিব বলিতে না পারি।
নিদারুণ কথা হয়, তোমার সে সাধ্য নয়,
শোকে স্থির হতে প্রভু নারি॥
আমাদের নরপতি, শক্তিপরায়ণ অতি,
করিয়াছে কালিকা স্থাপন।
তাহার নিয়ম বলি, পূজে দিয়ে নরবলি,
প্রতি অমাবস্যায় রাজন॥

পালা আছে মহাশয়, প্রজাদের দিতে হয়,
মম পালা হয়েছে এবার।
অদ্য নিশি অবসানে, যেতে হবে সেই স্থানে,
কে যাইবে ভাবনা অপার॥
অপর দোসর নাই, নিত্য ভিক্ষা মেগে খাই,
এই মম শৈশব নন্দন।
এই মম ভার্য্যা বসি, চিন্তা বিষে যেন মসী,
শিশু লয়ে করেন রোদন॥
আমি বলি যাই আমি, যা করেন চিতগামী,
তুমি সুতে করহ পালন।
মাতা না থাকিলে পরে, সন্তানে কে স্নেহ করে,
দুঃখে সুখে জননী কারণ॥
ব্রাহ্মণী আমারে কয়, এ কিহে সম্ভব হয়,
সতী কি পতিরে ত্যজি রয়।
হলে ফণি মণিহীন, প্রাণ ত্যজে সেই দিন,
রমণী তেমনি গুণময়॥
পতি বিনা ঘোর দুঃখ, পতিতে সমস্ত সুখ,
পতি হন পতিতপাবন।
যদি নারী মরে যায়, পতি কত পত্নী পায়,
তুমি নাথ রাখহ জীবন॥
এই কথা মহাশয়, ব্রাহ্মণী আমারে কয়,
না দেখি উপায় কোন আর।
দোঁহে প্রাণ ত্যজিব, পুত্রে কভু নাহি দিব,
এই জন্যে কান্দি [illegible]॥

এত শুনি নরপতি, দুঃখিত হইয়ে অতি,
দ্বিজবরে সকাতরে কয়।
শুন শুন মহাশয়, এ কথা অলিক নয়,
আমি যার পরিহর ভয়॥
ভাসিয়ে নয়ন জলে, মনোদুঃখে দ্বিজ বলে,
ও কথা বলোনা মহাশয়।
এ পাপে নিস্তার নাই, শুনিয়ে যাতনা পাই,
গৃহীর এ ধর্ম্ম কভু নয়॥
অতিথি শুশ্রূষা কর্ম্ম, গৃহস্থের মহাধর্ম্ম,
সেবা লবে বিবিধ প্রকার।
কি আর জানাব বোলে, অতিথি বি[illegible] হোলে,
আজন্ম নরকে বাস তার॥
হলে শুভ ভাগ্যোদয়, অতিথি আগত হয়,
তবে ধন্য হয় সে আশ্রম।
যথা না অতিথি যায়, সে স্থান শ্মশান প্রায়,
ভবে আসা সার তার শ্রম॥
শুনি কহে নৃপবর, শুন শুন গুণধর,
এ কথা অলিক কভু নয়।
আপনি বলিলে যাহা, সাধুর আচার তাহা,
বেদবাক্য অন্যথা কে কয়॥
কিন্তু হও পরিতোষ, এতে নাহি কোন দোষ,
কার্য্য অনুসারে বিধি হয়।
সে কথা অমান্য নয়, শাস্ত্র অভিমত হয়,
শুন শুন বলি মহাশয়॥

বিশেষত উপকার, করেছ হে গুণাধার,
সেই ঋণে বদ্ধ আছি আমি।
শুধিব তোমার ধার, এতে দোষ নাহি আর,
ইচ্ছা মত হব বলিগামী॥
দ্বিজ কয় পুনর্ব্বার, কি করেছি উপকার,
মম কিছু না হয় স্মরণ।
রাজা কয় অন্ন দান, দিয়ে যে বাঁচালে প্রাণ,
ভুলিলে কি ওহে নারায়ণ॥
শুনি বলে দ্বিজবর, কি বলিলে গুণধর,
এই কি করেছি উপকার।
কেন হে নির্দয় হয়ে, অনুচিত কথা কয়ে,
মনে দুঃখ দিতেছ আমার॥
রাজা কয় মহাশয়, এ কথা অলিক নয়,
ক্ষুধায় যে করে অন্নদান।
তার বাড়া পুণ্যবান, নাহি আর মতিমান,
সে জন সদৃশ ভগবান॥
এই রূপে দুঃখ ভরে, দুজনে বিচার করে,
ক্রমে পোহাইল সে যামিনী।
দ্বিজেরে না কিছু কয়ে, অতি পুলকিত হয়ে,
রাজা গেল যথা নিস্তারিণী॥
এখানে আশ্চর্য্য অতি, সে দেশের নরপতি,
দেখিলেন নিশিতে স্বপন।
স্বপনে অভয়া এসে, প্রাচীনা ব্রাহ্মণী বেশে,
করিলেন বলি নিবারণ॥

শুন বাছা নৃপবর, পূজা দিলে নিরন্তর,
তাহে তুষ্ট হইয়াছি অতি।
আমার বচন ধর, নরবলি পরিহর,
অন্য দ্রব্যে পূজ নরপতি॥
স্বপ্ন পেয়ে নরপতি, আহ্লাদিত হয়ে অতি,
বার দিয়ে বাহির মহলে।
বলি স্বপ্ন বিবরণ, নরবলি নিবারণ,
করিলেন অতি কুতূহলে॥
দেখ মাধবের চর, রক্ষা হলো নৃপবর,
দ্বিজ দ্বিজপত্নী সে সঙ্কটে।
উপকারি হলে পরে, ভগবান রক্ষা করে,
ধর্ম্মপথে দুঃখ নাহি ঘটে॥
পরে পূর্ণ হলে কাল, দেহ ত্যজি মহিপাল,
দিব্যলোকে করিল গমন।
নানাবিধ সুখ যথা, চতুর্ভুজ হয়ে তথা,
নানা ভোগ করিল রাজন॥
সন্ন্যাসী অধম অতি, নরকে হইল গতি,
উপযুক্ত মত শাস্তি তার।
লোভেতে ঘটিল পাপ, পাইল অশেষ তাপ,
অধর্ম্মের এই ফল সার॥
অতএব পিকবর, মম বাক্যে দেহ ভর,
উপকার ব্রতে ব্রতী হও।
করিলে মহত কর্ম্ম, সঞ্চয় হইবে ধর্ম্ম,
এভাবে অভাবে কেন রও॥

ভবসিন্ধু পার হেতু, হৃদে বান্ধি আশাসেতু,
বৈষ্ণবের যুক্তি শিরে ধরি।
বনোয়ারি লাল কয়, করি কৃষ্ণ পদাশ্রয়,
কৃষ্ণলীলা মাধুর্য্য লহরী॥

কোকিলের প্রতি উপদেশ।

পয়ার।

আর কিছু উপদেশ বলি পিকবর।
বৃন্দাবনে করে বাস সল্লোক নিকর॥
দুর্জ্জনের অধিকার নাই বৃন্দাবনে।
কুটিলতা নাহি জানে ব্রজবাসীগণে॥
কুটিল আইলে হেথা নাহি পায় স্থান।
লজ্জায় ফিরিয়ে যায় হয়ে অপমান॥
অতএব তুমি পিক মাধবের দূত।
বড় আশে আসিয়াছ হয়ে হর্ষযুত॥
এমন স্বভাব ধর যাতে রয় মান।
দেখ যেন কেহ নাহি করে অপমান॥
আমি যে যন্ত্রণা পাই তাহে ক্ষতি নাই
তব অপমান দুঃখ অধিক ডরাই॥
একেতো প্রিয়ার তুমি প্রিয় দূতবর।
তাহাতে তোমার হয় মথুরায় ঘর॥
এতো যে দারুণ দুঃখ দিয়েছেন হরি।
এক দিন তরে আমি নাহি মন্দ করি॥

যদি তব তরে তাঁরে কেহ মন্দ কয়।
সহিবেনা সে যাতনা শুনরে নিশ্চয় ॥
তাই বলি ক্ষান্ত হও করিতে পীড়ন।
দূত রূপে করিলাম তোমারে বরণ ।
ওহে পক্ষ মমপক্ষে সাপক্ষতা কর।
নিজ প্রভু বলে তব নাহি কোন ডর ॥
বলিতে উচিত কথা বল কিবা ভয়।
বোল বোল প্রভুপাশে মর্ম্ম কথাচয় ॥
সত্যবাদী হলে নাহি ঘটে অমঙ্গল।
মান সিন্ধু হয় তার অতি সুনির্ম্মল ॥
সাধুগণ স্থানে পায় সম্মান আসন।
সকলে বিশ্বাস করে তাহার বচন ॥
যদি তুমি তথা গিয়ে কর প্রবঞ্চনা।
মিথ্যাবাদী হলে পাবে অশেষ যাতনা ॥
করিলে করিতে পার আমারে গোপন।
ধর্ম্মের নিকটে ছাপা না রবে কখন ॥
ধর্ম্মের নয়ন সেই ব্যাপক নয়ন।
সমভাবে সবস্থান করে দরশন ॥
সত্য বাক্য হেতু যদি কেহ রুষ্ট হয়।
তথাপি অলিক কথা বলা ভাল নয় ॥
তুষ্টি হেতু মিথ্যা কথা বলা অপকর্ম্ম।
বিশেষত নহে ইহা দূতের এ ধর্ম্ম ॥
দূতের কি ভয় সত্য করিতে প্রকাশ।
কে কোথা করেছে ক্রোধে দূতেরে বিনাশ ॥

তার সাক্ষি পিকবর শুন রামায়ণে।
গিয়েছিল বালীপুত্র রাবণ সদনে॥
অঙ্গদে হেরিয়ে সেই লঙ্কা অধিপতি।
এক রূপ ধরিবারে দিল অনুমতি॥
রাবণ সভায় হল সকলে রাবণ।
কেবল সে ইন্দ্রজিত রহিল তখন॥
বিপরীত কর্ম্ম দেখি বালীরতনয়।
আনন্দ সাগরে মগ্ন হল অতিশয়॥
রাবণের ভয়ে তার ভীত নহে মন।
দম্ভকরি বলেছিল কত কুবচন॥
শেষে পদক্ষেপ করি দশাস্যের শিরে।
কুশলে আইল দূত রামপাশে ফিরে॥
ভেবেদেখ রাবণের কিরূপ বিক্রম।
যার ভয়ে স্থির কভু না হইত যম॥
শচীপতি সুধাকর পবন তপন।
যার ডরে কম্পান্বিত ছিল অনুক্ষণ॥
এমন বিক্রমী ভূপে কটুকথা বলি।
দূত বলে কুশলেতে তাই এল চলি॥
আর দেখ ইন্দ্রজিত হইলে নিধন।
দূত আসি দশাননে করিল জ্ঞাপন॥
তাহে কি রাবণ তার বধিল জীবন।
কোন কালে কেহ দূতে না করে নিধন॥
সকল কার্য্যের মূল দূতচর হয়।
দূত বিনা কোন কার্য্য হইবার নয়॥

দূতে যদি কভু কেহ করিত নিধন।
কেহ না হইত দূত জীবন কারণ॥
ভেবে দেখ তুমিতো হে মাধবের চর।
অকারণে দিলে কত দুঃখ ঘোরতর॥
শুদ্ধ দূত বলে দোষ করেছি মার্জ্জনা।
নতুবা কোকিল তাল পাইতে যাতনা॥
অতএব মম দূত হও পিকবর।
যা বলিব বলো তব প্রভুর গোচর॥
তুমি ভিন্ন অন্য দূত নাহি হে আমার।
কেহ নাহি মথুরায় যেতে চাহে আর॥
তাহার কারণ বলি মনোযোগ দেহ।
পতি পুত্রে পাঠাইতে নাহি চাহে কেহ॥
ধনু যজ্ঞে কৃষ্ণনিধি গিয়ে মথুরায়।
না এলেন ব্রজে আর ত্যজি বাপ মায়॥
মায়াবিনী মথুরার রমণী সকল।
ভুলাইল কালাচাঁদে করিয়ে কৌশল॥
কেহ বা জনক হলো কেহ বা জননী।
কেহ বা হইয়ে ভার্য্যা ভুলাল অমনি॥
বৃন্দাবনবাসীদের এই ভয় মনে।
কেহ না পাঠাতে চায় নিজ আত্মজনে॥
পাছে মুগ্ধ হয়ে রয় গিয়ে মথুরায়।
বলিলাম দূত আমি বৃত্তান্ত তোমায়॥
সবে করিলাম যত্ন করিতে প্রেরণ।
কেহ না বচন মম করিল শ্রবণ॥

ভাবিলাম যদি মম থাকিত অক্রূর।
অবশ্য হইত তবে এ ভাবনা দূর॥
অক্রূর বিহনে এই কর্ম্ম কেবা পারে।
অন্য কার সাধ্য যেতে সে যমুনাপারে॥
আর কে করিতে পারে দিবসে ডাকাতী
অক্রূরের এ সকল আছেতো সুখ্যাতি॥
করিলাম অতি শ্রমে ব্রজ অন্বেষণ।
অক্রূর নামেতে যদি থাকে কোন জন॥
দেখিলাম দ্বারে দ্বারে করিয়ে ভ্রমণ।
বৃন্দাবনে এ নামেতে নাহি কোন জন॥
সখী সঙ্গে বুদ্ধি স্থির করিলাম পরে।
বিধিরে পূজিতে যত্নে অক্রূরের তরে॥
দ্বিতীয় অক্রূর এক করিয়ে সৃজন।
মথুরায় বঁধু পাশে করিব প্রেরণ॥
কিন্তু বিধি মম প্রতি হইয়ে নিদয়।
বধির হলেন পিক হেরি অসময়॥
ভাবিলাম আপনার সময়ের রিশ।
সময়ের বন্ধু হয় অসময়ে বিষ॥
সম্পদে সকল বশ বিপদেতে নয়।
গৃহে বসে সবে পাই থাকিলে সময়॥
থাকুক অন্যের কথা নাহি তার দায়।
সময়ে গেলেন পতি ত্যজিয়ে আমায়॥
তাই বলি পতি পুত্র আদি বন্ধু চয়।
সময়ানুসারে সব বশীভূত রয়॥

[৮]

অসময়ে কেহ নাহি রাখে সমাদর।
সময়ের বন্ধু হয় অসময়ে পর॥
অতএব ঘটিয়াছে অতি অসময়।
বিধাতা আমারে কেন হবেন সদয়॥
মায়াবিনী সকলের অতি সুসময়।
সেই দিগে বিধি সদা দিতেছেন জয়॥
দুর্ব্বল জনের পক্ষ অন্য কেহ নয়।
দুর্ব্বলের বল রাজা সর্ব্বশাস্ত্রে কয়॥
তা আবার মম ভাগ্যে সকলি সমান।
আপনি অসিদ্ধ রাজা কি করিবে ত্রাণ॥
আমাদের নৃপমণি নন্দ মহামতি।
কি কব কোকিল আমি তাঁহার দুর্গতি॥
তাঁর দুঃখ দেখে মম বক্ষঃ ফেটে যায়।
আমি কি জানাব দুঃখ বলনা তাঁহায়॥
অতএব তুমি ভিন্ন অন্য দূত নাই।
তাই উপকার কর এই ভিক্ষা চাই॥
বনোয়ারিলাল কহে করিয়ে শ্রবণ।
শ্রীমতীর কথা পিক করহ পালন॥

শ্রীরাধা কর্ত্তৃক কোকিলকে সতর্ক করণ।

পয়ার।

এই সব কথা পিক বোল তথা গিয়ে।
রাধা নামে নারী এক দিয়েছে বলিয়ে॥

রাধা নাম শুনি যদি না হয় স্মরণ।
পরিচয় দিও তাঁরে করিয়ে যতন॥
সাধে কি এ কথা বলি ওহে গুণাধার।
বহু দিন দেখা নাই সহিত তাঁহার॥
বিশেষত হয়েছেন নূতন ভূপতি।
বলিতে পারেন তিনি ফিরিয়াছে মতি॥
অতি দুঃখ পেয়েছেন পূর্ব্বে বৃন্দাবনে।
যেতে হত গাভী লয়ে গোচারণ বনে॥
কেহ না করিত মান্য মথুরার মত।
ডাকিত কানাই বলি ব্রজ শিশু যত॥
সকলে বলিত সদা যশোদা দুলাল।
নন্দরাণী ডাকিতেন বলিয়ে গোপাল॥
আমরা কুসুম হারে সাজাতেম সুখে।
যশোদা দিতেন ননী তুলি চাঁদমুখে॥
এখন গোপাল নাহি চরাণ গো-পাল।
কপাল ক্রমেতে তথা হলেন ভূপাল॥
শুনিয়াছি চূড়া ধরা বাঁশী পরিহরি।
রাজবেশ সদা নাকি করেন শ্রীহরি॥
বাঁশী ধরা করে দণ্ড করেন ধারণ।
বিপরীত হইয়াছে স্বভাব এখন॥
তাই বলি সব যদি হয়েছে বদল।
কি রূপে স্মরণ তাঁর হবে এ সকল॥
পরিচয় দিলে যদি কিছু মনে হয়।
এই হেতু অগ্রে দিও মম পরিচয়॥

সময় বুঝিয়ে তাঁরে বিরলেতে লয়ে।
মম কথা বোল তুমি সাবধান হয়ে॥
কি জানি সে সভা মধ্যে শুনিলে এসব।
লজ্জিত হইয়ে পাছে রাগেন কেশব॥
শুনিয়াছি পূর্ব্বভাব নাহি কিছু তাঁর।
এখন সামান্যে হয় ক্রোধের সঞ্চার॥
তুমি দূত তাহে তব কিছু ক্ষতি নাই।
ভাবি ক্রোধভাবি মনে আমি শঙ্কা পাই॥
বিশেষ সময় মম অতিশয় মন্দ।
পদে পদে নানামতে ঘটে নিরানন্দ॥
সময়ের কথা আমি কি বলিব আর।
ভাল যদি বলি মন্দ বোধ হবে তাঁর॥
হিত বলি বিপরীত হবে তাঁর জ্ঞান।
মম কথাচয় হবে গরল সমান॥
সময় হইলে ভাল ঘটে নানা সুখ।
কোনমতে কোন দিগে নাহি ঘটে দুঃখ॥
জ্ঞানী মানী দানী হয় সময়ের ফলে।
রুষ্ট বাক্য শুনে তুষ্ট হয়তো সকলে॥
অতএব বিরলেতে কোরো বিজ্ঞাপন।
আমার সময় মত করি আচরণ॥
এই কথা অগ্রে তাঁরে বোল পিকবর।
জিজ্ঞাসা করেছে রাই ওহে গুণাকর॥
অক্রূরের সাথে রথে আরোহণ করি।
কি কথা বলিয়ে তাঁরে এসেছ শ্রীহরি॥

সে কথা তোমার কিছু আছে কি স্মরণ।
সুধাইতে তোমারে হে বলেছে রাজন ॥
যদি কন কোন কথা তথা বলিনাই।
তবে এই কথা বোল এই ভিক্ষা চাই ॥
অদ্যাবধি সেই সব লোক বেঁচে আছে।
বলেছিলে সেইকালে যাঁহাদের কাছে ॥
বিবরিয়ে সেই কথা বলিবে তখন।
তাই অগ্রে করে রাখি তোমারে জ্ঞাপন ॥
মথুরা যাইতে যবে নীরদবরণ।
করিলেন অক্রূরের রথে আরোহণ ॥
আমি পড়িলেম গিয়ে রথ চক্র আগে।
বলিয়েছিলেন নাথ অতি অনুরাগে ॥
কি ভেবে উতলা এত হলে চন্দ্রাননী।
ত্বরায় আসিব ব্রজে গৃহে যাও ধনী ॥
ওহে রাধে কার্য্য হেতু কে না কোথা যায়।
একপ কে করে থাকে বলনা আমায় ॥
যজ্ঞ নিমন্ত্রণে যাব যজ্ঞ হেরিবারে।
যজ্ঞ সাঙ্গ হলে পরে আসিব আগারে ॥
এতে এত দুঃখ তুমি কর কি কারণ।
ওই দেখ সকলেই করিবে গমন ॥
স্থির হও রুচিরাক্ষি ধরি তব করে।
সকলের সঙ্গে আমি আসিব সত্বরে ॥
তদবধি সে আশ্বাসে করিয়ে বিশ্বাস।
আজ কাল ভেবে গৃহে করিতেছি বাস ॥

এই কি হইল তাঁর বচন পালন।
আজ কাল করে কত রহিবে জীবন ॥
আমরা অবলা বালা কোন জ্ঞান নাই।
তা হলে কি লুব্ধ কথা শুনে ভুলে যাই ॥
আমার কঠিন প্রাণ পাষাণ সমান।
নতুবা এরূপ দুঃখে কার বাঁচে প্রাণ ॥
বোল তাঁরে বুঝাইয়ে ওহে পিকবর।
এ কথায় গুণমণি কি দেন উত্তর ॥
ওই প্রত্যুত্তর আশে রহিল জীবন।
তাই করিলাম কথা তোমারে জ্ঞাপন ॥
দেখ যেন ভুলনাহে আমার বচন।
বঁধুরে বলিবে গিয়ে করিয়ে যতন ॥
বনোয়ারিলাল কহে যাও পিক তথা।
দেখ যেন ভুলনাহে শ্রীমতীর কথা ॥

শ্রীমতীর কোকিলের প্রতি প্রবোধ।

পয়ার।

কি কব দুঃখের কথা ওহে পিকবর।
পূর্ব্ব কথা মনে মম হয় নিরন্তর ॥
তাহাতে কি রূপে আমি স্থির হতে পারি
ওই ভেবে দিবা নিশি নেত্রে বহে বারি ॥
সুখ অবসানে দুঃখ হইলে উদয়।
স্মরণ হইলে তাহা মন দগ্ধ হয় ॥

যত দুঃখানলে দগ্ধ হতে থাকে মন।
তত পূর্ব্ব সুখ মনে উঠে অনুক্ষণ॥
যদি বল সুখ দুঃখ অগত্য সে হয়।
যোগীগণ সুখে সুখী দুঃখে দুঃখী নয়॥
পাষাণ সদৃশ তারা দুঃখ রূপজলে।
অনুতাপ তরঙ্গেতে কভু নাহি টলে॥
চঞ্চলা নগান নয় সুখের সময়।
ধ্রুব সম একভাবে এক ভেবে রয়॥
ধরণীর সুখে তারা হইয়ে উদাস।
জন্য দেহে নাহি করে সুখ অভিলাষ॥
ক্ষিতি তেজ বায়ু জল আকাশ সহিত।
এই পঞ্চভূতে এই শরীর নির্ম্মিত॥
এ দেহের সুখ আশা মরীচিকা প্রায়।
এই আছে এই নাই ভূতেতে মিশায়॥
তবে কেন করিতেছ এরূপ রোদন।
যোগ ধর্ম্মে ব্রতী হও শান্ত হবে মন॥
এরূপ ভেবনা মনে করহ শ্রবণ।
অন্য যোগ নাহি চায় ব্রজবাসীগণ॥
বিশেষত আমাদের নাহি অন্য যোগ।
আমাদের যাগ যজ্ঞ কৃষ্ণ প্রেম ভোগ॥
ধর্ম্ম অর্থ মোক্ষ কাম না করি কামনা।
অন্য যোগ নাহি জানি হয়ে কৃষ্ণমনা॥
পরম যতনে সবে দেহ রক্ষা করি।
কৃষ্ণ প্রেম লভ্য হবে আশা লতা ধরি॥

কৃষ্ণ জ্ঞান কৃষ্ণ ধ্যান কৃষ্ণ মন প্রাণ।
কৃষ্ণ বিনা আমাদের নাহি পরিত্রাণ॥
কৃষ্ণ পদে সঁপিয়াছি কুল যশ মান।
কৃষ্ণ প্রেম আকাঙ্ক্ষিণী কৃষ্ণ গতো প্রাণ
এই হেতু কৃষ্ণ বিনা হেরি অন্ধকার।
কৃষ্ণ শোকে সবাকার যেন শবাকার॥
তুমিরে বিদেশী এইমাত্র আগমন।
নাহি জ্ঞান আমাদের পুর্ব্ব বিবরণ॥
কি সুখে এ বৃন্দাবনে ছিলেম সকলে।
কি ভাবে হয়েছি কাল কৃষ্ণ প্রেম বলে॥
ত্রৈলোক্যে সে সব কথা কিছু ছাপা নাই
জান কি না জান তুমি চিন্তা করি তাই॥
মথুরা নিবাসী তুমি একারণ কই।
তুমি যে বিদিত আছ সে লক্ষণ কই॥
যদি বল ত্রিভুবন খ্যাত যে বচন।
মথুরায় কেহ নাহি জানে এ কেমন॥
শুন বলি পিকবর তাহার কারণ।
অবশ্য সন্তোষ তাহে হবে তব মন॥
জানতো হে কংসরাজা ছিল দুর্নিবার।
না হইত কৃষ্ণ কথা তথায় প্রচার॥
এমনি দুরাত্মা রাজা নাহি ছিল জ্ঞান।
কৃষ্ণ নাম শুনে হতো অনল সমান॥
রাজার অধীন প্রজা রাজা ছাড়া নয়।
সকলেরি এই ভাব ছিল হে নিশ্চয়॥

কেহ না জানিত পিক কৃষ্ণ বিবরণ ;
তবে কি প্রকারে তুমি করিবে শ্রবণ ।।
তাই আমি যতনেতে করিব জ্ঞাপন ।
নিবিষ্ট করিয়ে মন করহে শ্রবণ ।।

কোকিলের প্রতি শ্রীমতীর পূর্ব্ব পরিচয় প্রদান ।

কৃষ্ণ প্রেম আশা করি আমরা সকলে ।
করিলেম পূর্ব্বে কত ব্রত জলে স্থলে ।।
কাত্যায়নী ব্রত পিক যত্নে করি সবে ।
বহু শ্রমে নটবরে পাইলাম তবে ।।
আমাদের নিরখিয়ে কঠিন যাতনা ।
বরদা দিলেন বর পূরিল কামনা ।।
এক দিন জলকেলি করি যমুনায় ।
কৃষ্ণ প্রেম আশে মন মত্ত করী প্রায় ।
গোপনে হৃদয় নাথ করিয়ে গমন ।
করিলেন সকলের বসন হরণ ।।
কদম্ব তরুতে উঠি আছেন কুশলে ।
অন্যমনা সবে খেলি যমুনার জলে ।।
স্থলে উঠি হেরিলাম বাস নাই স্থলে ।
চিন্তিতা হইয়ে অতি পড়িলাম জলে ।।
ব্যাকুলা হলেম সবে লজ্জার কারণ ।
এ ভাবে কিরূপে গৃহে করিব গমন ।।

আইমা লাজের কথা কে করি চাতুরি।
এ ভাবে কি ভেবে বাস করিয়াছে চুরি ॥
এইরূপে ভাবিতেছি অবলা সকলে।
এইকালে কালরূপ হেরিলাম জলে ॥
কি কব সেরূপ ঠাম মোহ হয় মার।
তেমন ভঙ্গিমা নাহি হেরিলাম আর ॥
জলেতে জলদ রূপ হেরিয়ে তখন।
বলিলাম সখীগণে কর দরশন ॥
জল হেরি উর্দ্ধদৃষ্টি করিলাম পরে।
হেরিলাম নটবির রূপ তরুপরে ॥
বাড়িল অধিক লজ্জা করি দরশন।
জলে অঙ্গ করিলাম সকলে গোপন ॥
অধঃ শিরে বলিলাম যুড়ি দুই কর।
দেহ হে বসনচোর বসন নিকর ॥
আমরা অবলা ছিছি ইকি আচরণ।
লজ্জা নিবারণ কর লজ্জা নিবারণ ॥
এত শুনি বলিলেন নীরদবরণ।
স্থলে উঠে বাস সুখে করহ গ্রহণ ॥
নতুবা ফিরিয়ে আমি না দিব বসন।
কি কাজ কথায় গৃহে করনা গমন ॥
চোর অপবাদ সখি দেহ কি কারণ।
তোমাদের চেয়ে চোর আছে কোন জন ॥
কি নিন্দা আমার চুরি করিয়ে বসন।
তোমরা এমনি চোর চুরি কর মন ॥

নেত্র সিঁদ কাটি দিয়ে ভেঙ্গে নবদ্বার।
মহারত্ন মন চুরি করেছ আমার॥
অগ্রে পুনর্ব্বার ফিরে দেহ মম মন।
তাহলে এখনি ফিরে দিব হে বসন॥
নতুবা আবাসে যাও ধরে রাখিনাই।
তোমাদের কথা শুনে ঘোর লজ্জা পাই॥
এত শুনি আমাদের ঘুচিল ভাবনা।
ভাবিলাম বুঝি পূর্ণ হইল কামনা॥
অন্তরে বাড়িল সাধ না পারি বলিতে।
লজ্জা নিশাচরী কিন্তু না দেয় উঠিতে॥
একেতো লজ্জায় তনু কাঁপে অনিবার।
আহামরি তাহে হোল রসের সঞ্চার॥
রুষ্টা হয়ে বলিলাম সবে উঠি তটে।
কি লজ্জা আছে হে নাথ তোমার নিকটে।
তুমি হে অখিল পতি অখিলের সার।
লজ্জারূপে কর সদা জীবেতে বিহার॥
অকুল কাণ্ডারী তুমি সামান্য এ কুল।
তারি কুল রয় যারে হও অনুকূল॥
এক্ষণে দুকুল ফিরে দেহ গুণমণি।
বিক্রীতা হলেম পদে আমরা রমণী॥
ওহে পিক আমাদের শুনিয়ে বচন।
হাস্য করি ফিরে সবে দিলেন বসন॥
বলিলেন অতি শীঘ্র পুরিবে কামনা।
ঘুচিবে সকল জ্বালা ভেবনা ভেবনা॥

এইরূপে আশা দিয়ে হৃদয় রঞ্জন।
করিলেন পুলকেতে গোষ্ঠেতে গমন ॥
গৃহে ফিরে যেতে মম না চলে চরণ।
ব্যাকুলা হলেম নাহি হেরি সে বদন।
ক্ষণেক বিচ্ছেদে প্রাণ হইল কাতর।
সে কথা এক্ষণে কিবা কব পিকবর ॥
মনেরে প্রবোধ দিয়ে গেলেম আবাসে।
চাতকিনী সম আমি রহিলেম আশে ॥
মিলনান্তে সে যাতনা হইল অন্তর।
কৃষ্ণ প্রেমজলে মগ্ন হইল অন্তর ॥
বলনা কি আশে আমি প্রবোধিব মন।
এদুঃখে কি রূপে ধৈর্য্য ধরিব এখন ॥
গগণেতে দিবাকর হইলে উদয়।
চকোরের আশা পিক আর কিহে রয় ॥
মেঘ গেলে ধৈর্য্য কিহে ধরে চাতকিনী।
বারিহীন সরোবরে বাঁচে কি নলিনী ॥
অতএব কি প্রকারে বল ধৈর্য্য ধরি।
কে আসি তুষিবে আর সমাদর করি ॥
যদ্যপি বিলম্ব তাঁর হইত আসিতে।
হতেম মানিনী আমি বসি ধরণীতে ॥
অপরাধী জনসম ভীত হয়ে অতি।
করিতেন মান ভঙ্গ করিয়ে মিনতি ॥
অতি সাবধানে তুমি কর হে শ্রবণ।
এক রজনীর আমি বলি বিবরণ ॥

এক দিন কালাচাঁদ পুলকিত মনে।
বলিয়ে ছিলেন দেখি বৃন্দারে নির্জ্জনে ॥
ওহে দূতি দীনে করি কৃপা বিতরণ।
শ্রীমতীর পাশে শীঘ্র করহ গমন ॥
বোল হে নিকুঞ্জবনে গমন করিতে।
বলিলাম দূতি আমি যাইব ত্বরিতে ॥
বৃন্দা আসি সেই কথা বলিল আমায়।
পুলকিত হয়ে আমি গেলাম তথায় ॥
সখী সঙ্গে বনে বনে ভ্রমি অনিবার।
তুলিয়ে বিবিধ ফুল গাঁথিলেম হার ॥
ক্ষীর সর নবনীত করি আয়োজন।
মন সাধে সাজালেম নিকুঞ্জ কানন ॥
এই আসিবেন হরি মনে আশা করি।
রহিলাম চাতকিনী সম ভাব ধরি ॥
ক্রমে ক্রমে অর্দ্ধগত হইল রজনী।
তবু না এলেন কুঞ্জে নীলকান্ত মণি ॥
উচাটনা হয়ে অতি সজল নয়নে।
বলিলাম কেন দূতি আনিলে কাননে ॥
কই সই কালাচাঁদ এল কুঞ্জবনে।
দেখ অস্তাচলে শশী যেতেছে এক্ষণে ॥
আমি যেন সজনী গো প্রেমাধিনী হই।
যামিনী প্রেমের বশ কভু নহে সই ॥
কি করি উপায় বল কিসে রয় প্রাণ।
মরি মরি সহচরি কর লো বিধান ॥

এত শুনি বৃন্দা সখী বলিল আমায়।
ধৈর্য্যধর আসিবেন তব শ্যামরায়॥
এই তো অৰ্দ্ধেক নিশি হয় অনুমান।
কি রূপে প্রভাতা তুমি করিলে গো জ্ঞান।
বঁধু আসিবার আশা কিসে গেল রাই।
তাঁর কি মনেতে ধনি ধর্ম্ম ভয় নাই॥
ছিছি রাধে মিছে কেন কর গো রোদন।
স্থির হও আসিবেন হৃদয় রঞ্জন।
এইরূপে বৃন্দাদূতী যত্নে যত কয়।
কিছুতে না মানে বোধ আমার হৃদয়॥
শেষে নিশা পোহাইল উঠিল তপন।
বঁধু আসিবার আশা হোল বিসর্জ্জন॥
যামিনী জাগিয়ে মম কাতর জীবন।
ঘোর ক্রোধানলে দগ্ধ হোল মম মন॥
ক্রোধে অভিমান বৃদ্ধি হইল আমার।
বলিলাম সে বদন না হেরিব আর॥
দূরে ফেলিলাম যত কুঙ্কুম চন্দন।
খুলিলাম অভিমানে অঙ্গের ভূষণ।
নিবারণ করিলেম ক্রোধে সখীগণে।
আসিতে দিও না আর শ্যামে কুঞ্জবনে॥
কাল রূপ নেত্রে আমি না হেরিব আর।
মুড়াইয়ে কালকেশ দেহ গো আমার॥
কাল সখী কুঞ্জ হতে যাগো স্থানান্তরে।
কাল কাল ফণি সম দংশে কলেবরে॥

কালাচাঁদ নষ্ট চাঁদ হইল সঙ্গিণী।
কাল ভেবে কাল গেল হয়ে কলঙ্কিণী॥
কাল যমুনার জল করিব না পান।
কুঞ্জে কাল মধুকরে নাহি দিব স্থান॥
কাল মেঘ যদি হয় গগণে উদয়।
না হেরিব নেত্র মুদে রব সে সময়॥
এইরূপে অভিমানে করিলাম পণ।
এমন সময়ে বঁধু দিল দরশন॥
বঙ্কিম নয়ন দুটি ঢুলু ঢুলু করে।
সিন্দূরের বিন্দু শোভে কপাল উপরে॥
শুকায়েছে চন্দ্রানন অলসে আবেশে।
আইলেন চোর সম বিপরীত বেশে॥
হেরিয়ে শ্যামের ভাব বৃন্দা সহচরী।
বলিল কুঞ্জেতে যেতে বারণ শ্রীহরি॥
ওহে ষট্পদ হরি হেথা কি কারণ।
মানে মানে শীঘ্র বঁধু কর হে গমন॥
আশা আছে মধু খাবে শ্রীরাধা কমলে।
ভেবেছ তা হবে নাহে বলিলাম ছলে॥
কার কুঞ্জে ছিলে বঁধু মনোহর রাসে।
পথ ভ্রমে এলে কিহে শ্রীরাধার পাশে॥
যেওনা যেওনা মান না রবে তোমার।
হবেনা হবেনা বঁধু আশার সুসার॥
কবেনা কবেনা কথা রাধা অভিমানে।
দিবেনা দিবেনা স্থান গেলে সেই স্থানে॥

ধর ধর বাক্য ধর ওহে বংশীধর।
মানে মানে অন্য স্থানে পলায়ন কর॥
কিম্বা যে কুঞ্জেতে ছিলে যাও সেই স্থানে।
পাছে বঁধু সে কামিনী মগ্না হয় মানে॥
তা হলে তোমার সখা বিপদ ঘটিবে।
দুই দিগে অভিমানে প্রমাদে পড়িবে॥
অগ্রে হতে তাই আমি করি সাবধান।
মানে মানে তথা সখা করহে প্রয়াণ॥
তুমি যে এসেছ হেথা সে ধনি না জানে।
শুনিলে প্রমাদ হবে যাও সেই স্থানে॥
এইরূপে বৃন্দাদূতী বলিল তখন।
ভীত হইলেন নাথ করিয়ে শ্রবণ॥
অপরাধী সম যুড়ি সুকোমল কর।
বলিলেন রসময় হইয়ে কাতর॥
ওহে বৃন্দে অনুচিত কেন বল আর।
কিদোষে সজনীকর এত তিরস্কার॥
আছিলাম কালি বন্ধ কার্য্য হেতু বাসে।
আসিতে অক্ষম তাই শ্রীরাধার পাশে॥
তুমি যদি কহ দূতী এরূপ বচন।
কে আর আমারে তবে করিবে যতন॥
তুমি হে প্রবীণা অতি বুদ্ধে বিচক্ষণা।
তব কাছে কি জানিহে করিতে ছলনা॥
তব কাছে প্রেম শিক্ষা হয়েছে আমার।
তুমি হে সুজন সখী হও শ্রীরাধার॥

শ্রীরাধা বিহনে মম স্থির নহে মন।
কৃপা করি শ্রীমতীর দেখাও চরণ ॥
শ্যামের শুনিয়ে বাণী বৃন্দা সহচরী।
বলে ছিল হাস্য করি শুনহে শ্রীহরি ॥
সামান্যা রমণী আমি নহি বিচক্ষণা।
আমি কি বুঝিব নাথ তোমার ছলনা ॥
বিধি ভব তব ভাব না পারে বুঝিতে।
কি ভাবে কখন থাক কে পারে চিনিতে ॥
তবে রাই প্রেমজন্য যা বল তা সাজে।
পেতেছ যাতনা বঁধু আপনার কাজে ॥
যাহা হোক এই স্থানে থাক নটবর।
অগ্রে আমি বলি গিয়ে প্যারীর গোচর ॥
যদি রাই কুঞ্জে যেতে দেন অনুমতি।
তবে পারি লয়ে যেতে তোমারে শ্রীপতি ॥
এত বলি মম পাশে আসি বৃন্দাদূতী।
আমারে কহিল ধনী করি নানা স্তুতি ॥
বেড়ে ছিল মম ক্রোধ বৃন্দার বচনে।
পলাইল বৃন্দা অতি ভয় পেয়ে মনে ॥
শেষে বঁধু মম পাশে করি আগমন।
সাধিলেন অভিমান করিতে ভঞ্জন ॥
আমি তত অভিমানে হলেম মগনা।
কহিলেন হরি করি অশেষ ছলনা ॥
পীতবাস গলে দিয়ে সজল নয়নে।
বলিয়ে ছিলেন এই কথা সেইক্ষণে ॥

ওহে রাধে পরিত্যাগ কর অভিমান।
তব মানানল তাপে দহে মম প্রাণ ॥
যে জন সর্ব্বদা তুষি রয় পায় পায়।
তারোপরে এত মান শোভা কি হে পায় ॥
তব সুধাকর মুখ না করি ঈক্ষণ।
নয়ন চকোর মম করিছে রোদন ॥
তুমি যদি দাস প্রতি কর হে এমন।
তবে কার কাছে ধনী করিব গমন ॥
তুমি হে জীবন মম তুমি হে যৌবন।
তুমি জ্ঞান তুমি প্রাণ তুমি মম মন ॥
দাসের উপরে ক্রোধ হইলে শ্রীমতি।
কে কোথা করিয়ে থাকে অভিমান অতি ॥
উপযুক্ত দণ্ড প্রভু করেন বিধান।
কর হে উচিত দণ্ড ত্যজি অভিমান ॥
তোমার বরাহনেত্রে কর অনুমতি।
এখনি শাসন ভাল করিবে শ্রীমতী ॥
ভুজলতা দিয়ে ধনী করিয়ে বন্ধন।
লাঞ্ছনা কর হে প্যারী বলি কুবচন ॥
রাখিতে শাসন চিহ্ন যদি সাধ যায়।
দশন আঘাত চিহ্ন দেহ হে আমায় ॥
আর আর যাহে তব সুখোদয় হয়।
তাই কর প্রেমময়ী মান ভাল নয় ॥
এইরূপে কালাচাঁদ সাধিলেন কত।
অনুরাগে রাগ বৃদ্ধি হল পিক তত ॥

পরিশেষ ভস্ম মেখে হয়ে জটাধারি।
ভাঙ্গিলেন অভিমান নিকুঞ্জবিহারি॥
ওহে দূত সে সকল বলিব বা কত।
স্বাধীন ভর্তৃকা হয়ে সাধালেম যত॥
ভেবে দেখ এ সকল কি রূপে পাসরি।
সাধে কি রোদন করি দিবা বিভাবরি॥
সাধে কি হে কুল শীল লজ্জা পরিহরি।
বনে ফিরি গুরুজন বাক্য ত্যাজ্য করি॥
সাধে কি আমার এত দহিছে অন্তর।
সাধে কি তোমারে এত সাধি পিকবর॥
বনোয়ারিলাল ভাবি শ্রীকৃষ্ণ চরণ।
অতি ভক্তিভাবে কহে শুনে সাধুগণ॥

প্রসঙ্গাধীন কৃষ্ণকালী বর্ণনা।

ত্রিপদী।

এক দিন রসময়, ওহে পিক অসময়,
ডাকিলেন মুরলীর স্বরে।
গুরুজন সন্নিধানে, থাকি কার্য্য অনুষ্ঠানে,
ডুবিলাম প্রমাদ সাগরে॥
হলো মন মত্তকরী, কেমনে গমন করি,
ভেবে কোন না পাই উপায়।
সূর্য্য পুজিবার বেশে, চলিলাম অবশেষে,
ফুল জল লয়ে ত্বরাকায়॥

ওহে রাধে পরিত্যাগ কর অভিমান।
তব মানানল তাপে দহে মম প্রাণ ॥
যে জন সর্ব্বদা দুখি হয় পায় পায়।
তারোপরে এত মান শোভা কি হে পায় ॥
তব সুধাকর মুখ না করি ঈক্ষণ।
নয়ন চকোর মম করিছে রোদন ॥
তুমি যদি দাস প্রতি কর হে এমন।
তবে কার কাছে ধনী করিব গমন ॥
তুমি হে জীবন মম তুমি হে যৌবন।
তুমি জ্ঞান তুমি প্রাণ তুমি মম মন ॥
দাসের উপরে ক্রোধ হইলে শ্রীমতি।
কে কোথা করিয়ে থাকে অভিমান অতি ॥
উপযুক্ত দণ্ড প্রভু করেন বিধান।
কর হে উচিত দণ্ড ত্যজি অভিমান ॥
তোমার বরাহনেত্রে কর অনুমতি।
এখনি শাসন ভাল করিবে শ্রীমতী ॥
ভুজলতা দিয়ে ধনী করিয়ে বন্ধন।
লাঞ্ছনা কর হে প্যারী বলি কুবচন ॥
রাখিতে শাসন চিহ্ন যদি সাধ যায়।
দশন আঘাত চিহ্ন দেহ হে আমায় ॥
আর আর যাহে তব সুখোদয় হয়।
তাই কর প্রেমময়ী মান ভাল নয় ॥
এইরূপে কালাচাঁদ সাধিলেন কত।
অনুরাগে রাগ বৃদ্ধি হল পিক তত ॥

পরিশেষে ভস্ম মেখে হয়ে জটাধারি।
ভাঙ্গিলেন অভিমান নিকুঞ্জবিহারি॥
ওহে দূত সে সকল বলিব বা কত।
স্বাধীন ভর্ত্তৃকা হয়ে সাধালেন যত॥
ভেবে দেখ এ সকল কি রূপে পাসরি।
সাধে কি রোদন করি দিবা বিভাবরি॥
সাধে কি হে কুল শীল লজ্জা পরিহরি।
বনে ফিরি গুরুজন বাক্য ত্যাজ্য করি॥
সাধে কি আমার এত দহিছে অন্তর।
সাধে কি তোমারে এত সাধি পিকবর॥
বনোয়ারিলাল ভাবি শ্রীকৃষ্ণ চরণ।
অতি ভক্তিভাবে কহে শুনে সাধুগণ॥

প্রসঙ্গাধীন কৃষ্ণকালী বর্ণনা।

ত্রিপদী।

এক দিন রসময়, ওহে পিক অসময়,
ডাকিলেন মুরলীর স্বরে।
গুরুজন সন্নিধানে, থাকি কার্য্য অনুষ্ঠানে,
ডুবিলাম প্রমাদ সাগরে॥
হলো মন মত্তকরী, কেমনে গমন করি,
ভেবে কোন না পাই উপায়।
সূর্য্য পূজিবার বেশে, চলিলাম অবশেষে,
ফল জল লয়ে ঝষ্টকায়॥

আমার গমন হেরি, সখীগণ চলে ফেরি,
পুষ্প লয়ে পরম যতনে।
কুটিলা কুটিল প্রায়, সন্দেহ করিল তায়,
মম ভাব হেরিয়ে নয়নে॥
সকলে আনন্দ মনে, গমন করিয়ে বনে,
হলেম নিমগ্ন লীলা রসে।
কুটিলা গোপনে গিয়ে, কুঞ্জবনে নিরখিয়ে,
আমারে বলিল ক্রোধ বশে॥
ওলো রাই ভুজঙ্গিনী, কালামুখী কলঙ্কিনী,
কিছু ভয় নাহি তব মনে।
করিয়ে অশেষ ছল, এলি লয়ে ফুল জল,
এই কি তপন আরাধনে॥
বার বার অত্যাচার, কতবা সহিব আর,
থাক আজ শিক্ষা দিব তোরে।
হয়েছ কুপথগামী, দাদাকে আনিগে আমি,
দেখিব বাঁচিবে কার জোরে॥
অতি ক্রোধানলে জ্বলি, কুটিলা এরূপ বলি,
চলিল আয়ানে ডাকিবারে।
আয়ান শুনিয়ে কথা, আসিছে আমরা যথা,
খড়্গ লয়ে ঘোর অহঙ্কারে।
শুনি আয়ানের স্বর, কম্পান্বিত কলেবর,
ব্যাকুল হইল অতি প্রাণ।
তখন পাইয়ে ভয়, বলিলাম নটবর,
এ ঘোর বিপদে কর ত্রাণ॥

আমরা যদ্যপি মরি, তাহে না আশঙ্কা করি,
এই কথা রহিবে শ্রীপতি।
নিকুঞ্জ কাননে আসি, হইয়ে কৃষ্ণের দাসী,
প্রাণে মলো কলঙ্কী শ্রীমতী॥
শ্রীমধুসূদন হরি, এই নিবেদন করি,
বরঞ্চ আপনি কর নাশ।
মরিলে আমায় করে, অযশ রহিবে পরে,
ওহে নাথ তাই পাই ত্রাস॥
এত শুনি হাস্য করি, হইলেন দিগম্বরী,
অভীষ্ট দেবতা আমাদের।
আহা কি হইল বেশ, এলায়ে পড়িল কেশ,
কব কত শোভা লাবণ্যের॥
বাঁশী অসি হলো পরে, চারু করে শোভা করে
দামিনী দমকে দশনেতে।
মুণ্ডমালা দোলে গলে, এক মুণ্ড করতলে,
অর্দ্ধচন্দ্র শোভে কপালেতে॥
জিনি নব জলধর, রূপ অতি মনোহর,
ত্রিনয়ন কিবা শোভা পায়।
হেরিয়ে ঘুচিল ভয়, অর্ঘ্য লয়ে সে সময়,
ধ্যানে বসিলাম দিতে পায়॥
আমায় জাগিয়ে বলে, শ্যামা রূপ দরশনে,
পূজা আরম্ভিল মম সনে।
দিয়ে অর্ঘ্য শ্রীচরণে, প্রণমিয়ে হৃষ্ট মনে,
বলিল সেমধুর বচনে॥

ধন্য রাই রূপবতি, স্বধর্ম্মে সর্ব্বদা মতি,
সাধ্বী সতী তুমি এ গোকুলে।
কুটিলা কুটিল অতি, কুবচন রূপবতি,
সদা কয় তব প্রতি কুলে॥
এত বলি হৃষ্টমনে, গেল নিজ নিকেতনে,
আমাদের দূরে গেল ভয়।
ভেবে দেখ পিকবর, সাধে কি হে নিরন্তর,
কৃষ্ণ শোকে মন দগ্ধ হয়॥
পাপ কুটিলার তরে, কাননে আম্লান করে,
অবশ্য যাইত মম প্রাণ।
কিবল বঁধুর জন্যে, আমি হইলাম ধন্যে,
রক্ষা হলো কুল শীল মান॥
নিদয় হইয়ে বিধি, দিয়ে সেই গুণনিধি,
পুনর্ব্বার করিল হরণ।
শক্র ফেরে পায় পায়, এক্ষণে ঘটিলে দায়,
কে তারিবে বলহে সুজন॥
তাই বলিলাম আমি, যাতে পুন পাই স্বামী,
তুমি তাহে হও যত্নবান।
তা হলে তোমার পাশে, বদ্ধ রব ঋণ পাশে,
তব গুণ করিব হে গান॥
ভবসিন্ধু পার হেতু, হৃদে বান্ধি আশা সেতু,
বৈষ্ণবের যুক্তি শিরে ধরি।
বনোয়ারিলাল কয়, করি কৃষ্ণ পদাশ্রয়,
কৃষ্ণলীলা মাধুর্য্য লহরী॥

প্রসঙ্গাধীন কলঙ্ক ভঞ্জন বর্ণন।

লঘু-ত্রিপদী।

শুন মতিমান, হয়ে সাবধান,
পূর্ব্বের সুখের কথা।
হয়েছে স্বপন, এক্ষণে সুজন,
সাধে ভ্রমি যথা তথা॥
এক দিন বনে, বসিয়ে নির্জ্জনে,
পরাণ বঁধুর সনে।
বলিলাম আমি, ওহে চিত্তগামী,
সদা দুঃখ পাই মনে॥
যদ্যপি শ্রীপতি, দাসীর দুর্গতি
হরহে করুণা করি।
তবে রয় মান, কুটিলার স্থান,
অব্যাহতি পাই হরি॥
তুমি জনার্দ্দন, অখিল কারণ,
যোগীর দুর্ল্লভ ধন।
কে চিনে তোমায়, ভব নাহি পায়,
তব তত্ত্ব নিরূপণ॥
দাসীর সম্বল, তুমি হে কেবল,
তব পদে বাঁধা মন।
পাপ ননদিনী, কয় কলঙ্কিনী,
দুঃখে দহে এজীবন॥

শুনিয়ে ভারতী, হাস্য করি অতি,
বলিলেন চিত্তগামী।
ধৈর্য্য ধর ধনী, এ কলঙ্ক ফণি,
অচিরে নাশিব আমি॥
প্রবোধ আমায়, দিয়ে শ্যামরায়,
পুলকে গোধন লয়ে।
সখাগণ সনে, গোচারণ বনে,
গেলেন সত্বর হয়ে॥
পর দিন হরি, গাত্রোত্থান করি,
খেতে খেতে ক্ষীর ননী।
হয়ে অচেতন, মুদিয়ে নয়ন,
পড়িলেন গুণমণি॥
হেরি যশোমতী, চিন্তাকুল মতি,
ডাকেন গোপাল বলি।
উঠ নীলমণি, খাওরে নবনী,
কেনরে এমন হলি।
ওইরে গোপাল, লইয়ে গো-পাল,
ডাকিছে রাখালগণ॥
হইয়াছে বেলা, উঠে কর খেলা,
কেন হলি অচেতন॥
তুইরে জীবন, সর্ব্বস্ব রতন,
কি ধন আমার আছে।
ওরে যাদুমণি, বলিছে জননী,
কে আর দাঁড়াবে কাছে॥

এই যে বাঁশরী, অধরেতে ধরি,
বাজাইতে ছিলে সুখে।
কেনরে এমন, হয়ে অচেতন,
পতন হইলি দুঃখে॥
যাতনা অশেষ, আর কার বেশ,
করিব প্রফুল্ল মনে।
বড়রে গোপাল, লইয়ে গো-পাল,
কে আর যাইবে বনে॥
আর কার তরে, অতি সুখ ভরে,
ননী দিব হাসি হাসি।
আঙ্গিনে আমার, কে নাচিবে আর,
বাজায়ে মোহন বাঁশী॥
উঠ উঠ শ্যাম, ডাকে বলরাম,
শ্রীদাম সুদাম দাম।
কাঁদে ধেনুগণ, গোষ্ঠের কারণ,
উর্দ্ধমুখে অবিশ্রাম॥
কৃষ্ণ শোকে রাণী, শিরে কর হানি,
রোহিণীরে কেঁদে কয়।
কি করি উপায়, হইল কি দায়,
ওগো দিদি এ সময়॥
কষ্টে কাল হরি, গৌরী পূজা করি,
যে ধন পেলেম আমি।
তুমি তো কেবল, জান সে সকল,
আর জানে অন্তর্যামী॥

এই লয় মনে, আজ সেই ধনে,
বুঝি দিদি হই হারা।
ভেঙ্গেছে কপাল, নতুবা গোপাল,
কেনগো মুদিবে তারা॥
রাণীর রোদনে, ক্রমে বৃন্দাবনে,
জনরব হলো কথা।
কাঁদিতে কাঁদিতে, সকলে ত্বরিতে,
হেরিতে আইল তথা॥
শুনিলাম আমি, ধরাতলে স্বামী,
পড়েছেন অচেতনে।
না বুঝিয়ে ছল, নেত্রে বহে জল,
এলেম ব্যাকুল মনে॥
বঁধুর বদন, করি দরশন,
সন্দেহ হইল মনে।
মৃত্যুর লক্ষণ, নহে কদাচন,
ছদ্ম পড়ি অচেতনে॥
রোদনের ধ্বনি, শুনিয়ে তখনি,
আসি বৈদ্য এক জন।
সখারে হেরিল, রাণীরে বলিল,
চিন্তা কর কি কারণ॥
শুনগো জননী, তব নীলমণি,
এখনি উঠিবে সুখে।
বাঁচাইব যত্নে, অমূল্য রত্নে,
রোদন কর না দুখে॥

আমার বচন, করহ শ্রবণ,
দেখিলাম রোগ ভারি।
আনিতে আগারে, যদি কেহ পারে,
সহস্র ঝারায় বারি॥
তা হলে জননী, তব নীলমণি,
এখনি বসিবে উঠে।
বল শীঘ্র অতি, এইরূপ সতী,
যদি থাকে যাক ছুটে॥
বৈদ্যের বচনে, বিষাদিত মনে,
খেদে রাণী কেঁদে কয়।
ওরে বাছাধন, আনিতে জীবন,
আমার মানস হয়॥
শুনি বৈদ্য কয়, শাস্ত্র যুক্তি নয়,
তোমায় আনিতে জল।
জননী সন্তানে, ভেষজ প্রদানে,
নাহি হয় কোন ফল॥
শুনগো জননী, অপর রমণী,
পতি পদে যার মন।
আনিলে জীবন, পাইবে জীবন,
তোমার জীবন ধন॥
হায় নাহি ধরে, গোকুলনগরে,
নাই কি অপর সতী।
মরি হায় হায়, দুঃখে প্রাণ যায়,
দেখে লজ্জা পাই অতি॥

বৈদ্যের বচন, করিয়ে শ্রবণ,
কুটিলা ক্রোধেতে কয়।
আমার অগ্রেতে, এ কথা সভেতে,
বলিতে না হলো ভয়॥
ধর্ম্মে কর্ম্মে মতি, মায়ে ঝিয়ে সতী,
ব্রজপুরে করি বাস।
খ্যাত সর্ব্বস্থানে, সকলেই জানে,
এ কাজে কি আছে ত্রাস॥
এত বলি ধনী, চলিল অমনি,
নাহি কিছু ত্রাস বক্ষে।
কিছু ক্ষণ পরে, এল দুঃখ ভরে,
শত ধারা বহে চক্ষে॥
গেল দম্ভ জোর, হয়ে যেন চোর,
বসিল সে এক পাশে।
দিয়ে টিটকারি, যত ব্রজনারী,
ছিছি বলি সুখে হাসে।
জটিলে হেরিয়ে, ক্রোধেতে গর্জ্জিয়ে,
কুম্ভ লয়ে তার ঠাঁই।
বাহু দোলাইয়ে, চলিল ধাইয়ে,
বাঘাদিয়া যেন গাই॥
শেষেতে জটিলে, ভিজিয়ে বসিলে,
হেটমুখে এল ফিরে।
সবে করে গোল, দিয়ে [illegible]
তাহে রামা জেরবারে॥

কুলে হল কালি, সবে দেয় গালি,
চোর যেন মায়ে ঝিয়ে।
দারুণ লজ্জায়, পলাইতে চায়,
অপমানে দহে হিয়ে॥
যশোদা তখন, করিয়ে ধারণ,
বসায় আদর করি।
গোপাল কারণ, ক্ষমগো এখন,
বোন বোন করে ধরি॥
অন্য নারীগণে, ভয় পেয়ে মনে,
পলাইতে দেখে পথ।
কান্নাকাটি করে, বাক্য নাহি সরে,
অবসন্ন দেহ রথ॥
বলে কোন ধনী, ও প্রাণ সজনি,
দৈবাধীন কি বিপদ।
হলো কালি কুলে, আইল গোকুলে,
কোথা হতে এআপদ॥
আমার তখন, ভীত নহে মন,
কি আছে আমার দায়।
আমি কলঙ্কিণী, কয় ননদিনী,
পাঠাবেনা যমুনায়॥
ক্রমে ক্রমে তবে, ফিরে এলো সবে,
দেখে বৈদ্য হাস্য করে।
বলে কি বালাই, ব্রজে সতী নাই,
অসতী সকল ঘরে॥

এত দেখি রাণী, অনুপায় মানি
কাতরে বৈদ্যেরে কয়।
কি হবে উপায়, কিসে প্রাণ পায়,
দুঃখিনীর এতনয়॥
শুনি বৈদ্য কয়, নাহি কোন ভয়
খড়ী এক শীঘ্র দেহ।
তোমার লাগিয়ে, গণনা করিয়ে,
দেখি যদি থাকে কেহ॥
লিখিতে লিখিতে, গণিতে গণিতে,
বারা বলে গুণধাম।
ধাধা তার পর, বলি নিরন্তর,
যোগ করে পরে নাম॥
শুনগো জননী, রাধা নামে ধনী,
কেহ কি এখানে আছে।
পাঠাও তাহারে, বারি আনিবারে,
বলিগো তোমার কাছে॥
রাধা সতী ধন্যা, হয় কার কন্যা,
না জানি কেমন ধনী।
নিবেদি তোমায়, তাহার কৃপায়,
পাবে তুমি নীলমণি॥
এ কথা শুনিয়ে, কুটিলা গর্জ্জিয়ে,
কহিছে বৈদ্যের প্রতি।
বুঝিলাম রীত, পরম পণ্ডিত
নিদানেতে তুমি অতি॥

রাধা কলঙ্কিণী, পাপিনী তাপিনী,
গোকুলেতে সবে জানে।
তুমি গণনায়, হায় হায় হায়,
সতী বল কোন প্রাণে॥
শুনি বৈদ্যরাজ, কহে নাহি লাজ,
কেমনে তুলিলে শির।
তুমি যত সতী, ধর্ম্ম কর্ম্মে মতি,
সকলি হয়েছে স্থির॥
যশোদা তখন, বৈদ্যের বচন,
শ্রবণ করিয়া বলে।
ওই যে রাধিকা, ভূপতি বালিকা,
ভাসিছে নয়ন জলে॥
তবে আসি রাণী, ধরি মম পাণী,
বলিল সজল নেত্রে।
আনিয়ে জীবন, বাঁচাও জীবন,
রবে যশ সর্ব্ব ক্ষেত্রে॥
একপ বলিয়ে, কক্ষে কুম্ভ দিয়ে,
প্রেরণ করিল তবে।
আমার তখন, ব্যাকুল জীবন,
কুললাজ কিসে রবে॥
কৃষ্ণ পদে মন, করিয়ে অর্পণ,
চলিলাম যমুনায়।
করিলাম পণ, আনিলে জীবন,
জীবন রহিবে তায়॥

নতুবা এ পণ, জীবনে জীবন,
সঁপিব কেশব আমি।
তুমি হে কেবল, দাসীর সম্বল,
যা কয়েছে চিত্তগামী॥
যমুনায় গিয়ে, প্রণাম করিয়ে,
বলিলাম যোড়করে।
কলঙ্কিণী নাম, যদি হয় শ্যাম,
দেখা দেহ কৃপা করে॥
কলঙ্ক হরিতে, হরি কে জিতিতে,
কলঙ্ক ঘটে বা ঘটে।
নিজগুণে হরি, জলে কৃপা করি,
দেখা দেহ এ সঙ্কটে॥
কলঙ্ক আমার, হরিতে কি ভার,
তুমি হে ভুভার হারি।
করে গোবর্দ্ধন, করেছ ধারণ,
ওহে প্রভু গিরি ধারী॥
দাসীর বচন, করিয়ে শ্রবণ,
করি কৃপা বিতরণ।
জলেতে উদয়, হয়ে এ সময়,
বলিলেন জনার্দ্দন॥
ওহে প্রীয়ে শুন, কেন পুনঃ পুনঃ
একুপে রোদন কর।
যাও ঘটা হয়ে, কুম্ভ বারি লয়ে,
আমার বচন ধর॥

বাসনা আমার, কলঙ্ক তোমার,
ঘুচাইব এই ছলে।
দেব যক্ষ রক্ষে, দেখিবে স্বচক্ষে,
ভেসোনা নয়ন জলে॥
তোমার মহিমা, অব্যক্ত অসীমা,
দেখুক গোকুলে সবে।
করেছে গমন, লইয়ে জীবন,
জীবন পাইব তবে॥
সুখে আশা দিয়ে, এরূপ বলিয়ে,
অদৃশ্য হলেন হরি।
দেখে হলো বল, সুখে লয়ে জল,
চলিলেন ত্বরা করি॥
যত ব্রজনারী, ছিদ্র কুম্ভে বারি,
হেরে দেয় জয়ধ্বনি।
বৈদ্যরাজ কয়, করিয়ে বিনয়,
ধন্য ধন্য রাধা ধনী॥
হয়ে অনুকূল, আয়ানের কুল,
পবিত্র করেছ তুমি।
তব বাস তরে, অখীল ভিতরে,
ধন্য হলো ব্রজ ভুমি॥
তোমার কারণ, পাইল জীবন,
নন্দের নন্দন হরি।
তব তুল্য সতী, কে আছে শ্রীমতী,
ইচ্ছা হয় পুজা করি॥

পরে বারি লোয়ে, পুলকীত হোয়ে,
ঢালিলেন শ্যাম শিরে।
নেত্র উন্মিলন, করি কৃষ্ণধন,
বসিলেন ধীরে ধীরে ॥
হেরি যশোমতি, আনন্দিত অতি,
অমনি লইল কোলে।
সকল রমণী, দেয় জয়ধ্বনি,
জয় জয় জয় বোলে ॥
পরে বৈদ্যবরে, রাণী সমাদরে,
ভোজন করান সুখে।
করিয়ে ভোজন, বসিল তখন,
বৈদ্যরাজ হাস্য মুখে ॥
আসি নন্দরাণী, কর যুড়ি পাণী,
লইয়ে বিবিধ ধন।
ওরে যাদুমণি, দিয়ে কোন মণি,
তুষিব তোমার মন ॥
দিলে-যে রতন, তার তুল্য ধন,
হয় কি রতন তুমি।
শুন বলি সার, আমার বাছার,
হইলে অগ্রজ তুমি ॥
শুনি বৈদ্যবর, বলে যুড়ি কর,
অন্যথা কি এর আছে।
রেখ স্নেহ মনে, আমি মা এক্ষণে,
বিদায় তোমার কাছে ॥

এরূপ বলিয়ে, সবে সম্ভাষিয়ে,
চলি গেল বৈদ্যরাজ।
সঙ্গে সখাগণ, লইয়ে গোধন,
চলিলেন ব্রজরাজ ॥
ভাব পিকবর, মথুরার চর,
কিরূপ ছিল হে মান।
ললনা এক্ষণে, পাসরি সে ধনে,
কেমনে রাখিব প্রাণ ॥
বঁধুর কারণ, কানন ভ্রমণ,
করিয়ে রোদন করি।
পাপা ননদিনী, কহে কলঙ্কিণী,
মনোদুঃখে কাল হরি ॥
দুঃখ বিনা তার, এত অহঙ্কার,
বাড়িয়াছে নিরন্তর।
বল কে এখন, তাহারে শাসন,
করিবে হে পিকবর ॥
তাই হে যতনে, তোমারে এক্ষণে,
সর্ব্বাঙ্গ জ্ঞাপন করি।
বনোয়ারি কহে, শুন বাক্যচয়,
সাধু সম ভাব ধরি ॥

প্রসঙ্গাধীন শ্রীমতীর সুবলের বেশ

ধারণের বিবরণ।

পয়ার।

এক দিন রসরাজ গোচারণ বনে।
করেন বিবিধ ক্রীড়া সখাগণ সনে॥
দৈবাধীন এ দাসীরে হইল স্মরণ।
সুবলের কাছে বঁধু করেন রোদন॥
ওহে সখা বল বল কি করি এখন।
কি রূপে রাধার আমি হেরিব বদন॥
রাধা বিনা ওহে সখা হেরি অন্ধকার।
হায় কি রূপেতে দেখা পাইব রাধার॥
তুমি হে সুহৃদ মম ওহে গুণাধার।
বার বার করিয়াছ কত উপকার॥
তুমি হে চতুর অতি বুদ্ধে বিচক্ষণ।
কোন রূপে শ্রীমতীর ঘটাও মিলন॥
নতুবা চলিতে ভাই না চলে চরণ।
বুঝিবা জীবন যায় বিরহ কারণ॥
শুনিয়ে বঁধুর কথা সুবল তখন।
বলেছিল ওহে ভাই চিন্তা কি কারণ॥
ধৈর্য্য ধর অতি শীঘ্র ঘুচিবে যাতনা।
মিলাইব শ্রীরাধারে কি জন্যে ভাবনা॥
এত বলি শ্যামসখা পুলকীত মনে।
ছুটি গাভী শিশু দিল ছুটাইয়ে বনে॥

সে দুই বাছুর ক্রমে বেগে অতিশয়।
আয়ানের গৃহে আসি হইল উদয়॥
সুবল বাছুর সঙ্গে ধাইল বেগেতে।
ক্রমে ক্রমে উত্তরিল আয়ান পুরেতে॥
কুটিলা জিজ্ঞাসা করে নিরখিয়ে তারে।
কেনরে সুবল এলি এরূপ আকারে॥
বহিছে নিশ্বাস তব বল কি কারণ।
এ ভাবে কোথায় তুমি করিছে গমন॥
শুনিয়ে সুবল বলে সচকিত প্রাণে।
এসেছে বাছুর দুটি ধাইয়ে এখানে॥
তোমার বাটীর মধ্যে করেছে প্রবেশ।
আসিয়াছি ফিরাইতে শুনহ বিশেষ॥
এত বলি প্রবেশিয়ে বাটীর ভিতরে।
আমার নিকটে এলো অতি বেগভরে॥
করিতে ছিলেম আমি তখন রন্ধন।
বলিল আমারে আসি কৃষ্ণ বিবরণ॥
ওগো প্যারী সখা পাশে চল শীঘ্রগতি।
তোমার বিরহে শ্যাম উচাটন অতি॥
হা রাধে হা রাধে বলি কাঁদিছেন হরি।
কি কব সখার ভাব ও ব্রজ সুন্দরী।
এখনি চলগো প্যারী বিলম্ব না সয়।
সখার যাতনা হেরি দহিছে হৃদয়॥
সুবলের সে সুবোল করিয়ে শ্রবণ।
বলিলাম কি প্রকারে করিব গমন॥

জটিলা কুটিলা দোঁহে রহিয়াছে দ্বারে।
করিয়ে রন্ধন ত্যাগ যাই কি প্রকারে॥
কিন্তু সখা সুজনের শুনি দুঃখ রাশী।
ব্যাকুল হইল মন দুঃখ নীরে ভাসি॥
করে ধরি তুমি কোন কর সুবিধান।
প্রেম দায় একি দায় স্থির নহে প্রাণ॥
আমার এরূপ বাক্য করিয়ে শ্রবণ।
সুবল কহিল চিন্তা কর কি কারণ॥
এ জন্যে কাতরা কেন হলে রাজবালা।
রবেনা রবেনা তব এ বিরহ জ্বালা॥
আমারে তোমার দেহ বসন ভূষণ।
তব রূপে ধনি আমি করিব রন্ধন॥
মম রূপে তুমি তথা করহ গমন।
বাছুরে যতনে ধনি করিয়ে ধারণ॥
কার সাধ্য অনায়াসে চিনিবে তোমায়।
সত্বরে গমন কর যাবে প্রেমদায়॥
সুবলের বাক্য শুনি যুড়াইল মন।
করিলাম সুবলের বেশেতে গমন॥
দুই কক্ষে দুটি গাভী শিশু সুখে লোয়ে।
গেলেম বঁধুর পাশে পুলকীত হোয়ে॥
এখানে সুবল স খা ধরি মম বেশ।
রহিলেন সুপ কার্য্যে ছলিয়ে অশেষ।
আমারে চিনিতে হরি না পারি তখন।
বলিলেন ওহে সখা একা এ কেমন॥

বল বল সুমঙ্গল শুনি শ্রীরাধার।
বিরক্ত হলেন কিহে বচনে তোমার ॥
কিম্বা কোন গুরুজন আসিতে না দিল।
বল ভাই বিবরিয়ে প্যারী কি বলিল ॥
বঁধুর বচন শুনি সুখে হাস্য করি।
বলিলেন এত কেন অধৈর্য্য শ্রীহরি ॥
তোমার যেমন নাই ভয় গুরুজনে।
কুলের কামিনী সে যে আসিবে কেমনে ॥
বিশেষত অসময়ে পাঠালে আমারে।
জটিলে কুটিলে আছে দাঁড়াইয়ে দ্বারে ॥
আয়ান রয়েছে বসি শমনের প্রায়।
কি রূপে আসিবে রাধা বলনা আমায় ॥
এত শুনি মম হাস্য করি দরশন।
বলিলেন ক্রোধে অতি নীরদ বরণ ॥
যাও হে সুবল আর রঙ্গে কাজ নাই।
অদ্য আমি বিশেষিয়ে চিনিলেম ভাই ॥
এত দুঃখে হাসিতেছ পরম উল্লাসে।
বুঝিলাম তব ভাব ভাবের আভাসে ॥
জানা গেল তব ছল কি করে কথায়।
পথ থেকে ফিরে এলে তুষিতে আমায় ॥
বলিলে কুটিলে বসে রহিয়াছে দ্বারে।
বলনা কি ছিল ভয় তোমার তাহারে ॥
তুমি কেন কিশোরীরে বার্ত্তা নাহি দিলে।
সুহৃদের কার্য্য ভাল প্রকাশ করিলে ॥

এই রূপে পিকবর বলিলেন হরি।
আমি পড়িলাম তাঁর চরণ উপরি॥
মম অপরাধ ক্ষম শুন নাথ কই।
আমি হে অধিনী সখা তব সখা নই॥
হেরিয়ে আমারে তবে রসিক সুন্দর।
তুলিলেন হৃষ্ট হয়ে ধরি মম কর॥
ওহে প্রিয়ে বার বার কত কর ছল।
অধিনে যাতনা দিলে কি হইবে ফল॥
আমার কি সাধ্য আছে তব ছল ধরি।
ভুলিনাই হয়েছিলে নবনারী করী॥
নিজগুণে দয়া কর তাহে হই ধন্য।
তব নাম শিরে ধরে হইয়াছি গন্য॥
তব নাম বিনা আমি নাহি জানি অন্য।
তোমার বিরহে সুখ সকলি জঘন্য॥
এক্ষণে সুধাই আমি বল শুনি প্রিয়ে।
সখারে কি ভাবে কোথা আইলে রাখিয়ে॥
শুনিয়ে বঁধুর তবে মধুর বচন।
বলিলাম বিবরিয়ে যত বিবরণ॥
শুনিয়ে সন্তুষ্ট অতি হলেন কেশব।
হাসিলেন সুবলের করিয়ে গৌরব॥
পরে মহাসুখে দিবা হলো অবসান।
অস্তাচলে দিবাকর করিল প্রয়াণ॥
আমারে করিয়ে সঙ্গে রঙ্গে গুণময়
আইলেন সখা সনে লয়ে ধেনুচয়॥

নিজ নিজ গৃহে সবে গেল হৃষ্টমনে।
আমিও সুবলবেশে গেলেম ভবনে॥
কুটিলা সুবলজ্ঞানে চিনিতে নারিল।
আলয়ে আসিয়া মম আসঙ্কা ঘুচিল॥
বিরলে আপন বেশ করিয়ে ধারণ।
দিলাম সুবলে তার বসন ভূষণ॥
পূর্ব্ব মত নিজ বেশ করিয়ে যতনে।
হৃষ্ট হয়ে কৃষ্ণসখা গেল নিকেতনে॥
এইরূপ কত খেলা নটবর সনে।
করিয়াছি পিকবর এই বৃন্দাবনে॥
বলিতে সে সব কথা কাঁদে মম মন।
বলিলাম কিছু শুদ্ধ তোমার কারণ॥
শরণ না হয় মম বিবরণ সব।
কৃষ্ণশোকে হইয়াছি জীবনেতে শব॥
বুঝিতে পারিলে আগে তাঁহার লক্ষণ।
তা হলে কি মন প্রাণ করি সমর্পণ॥
সুধা আশে ফণি ফণা করিয়ে ধারণ।
উপযুক্ত মত ফল পেলেম এখন॥
কার প্রতি পিকবর করিব এ রোষ।
বুঝিলাম আপনার কপালের দোষ॥
আমার দুঃখের আর বাকী কিছু নাই।
ঘটেছে সকল দশা কহিতে ডরাই॥
তবে যে মিনতি এত করি হে তোমায়।
যদি তুমি পার কিছু করিতে উপায়॥

ইহাতে বিরূপ ভাব ভেবনা হে মনে।
কৃষ্ণপ্রেমাধিনী গোপী খ্যাত ত্রিভুবনে ॥
আমাদের কুল শীল সকলি শ্রীহরি।
হরি ভাবে এই ভাবে সদা কাল হরি ॥
আমরা যে সাধিতেছি নাহি অপমান।
কৃষ্ণ হন আমাদের মন প্রাণ মান ॥
অতএব পিকবর করি কৃপা দান।
বলিবে আমার কথা হয়ে সাবধান ॥
বনোয়ারিলাল কয় শুন পিকবর।
শ্রীরাধার দুঃখ দেখে বিদরে অন্তর ॥

শ্রীমতীর বিলাপ।

পয়ার।

শুনিয়ে ছিলাম পিক শাস্ত্রের বচন।
বিশেষত এই কথা কহে সাধুগণ ॥
যে জন শ্রীকৃষ্ণ পদে সঁপে মন প্রাণ।
তাহারে করেন সদা দয়া ভগবান ॥
দয়াময় নাম তাঁর অখিলে প্রচার।
সবে কয় ভক্তাধীন ভক্তের আধার ॥
কিন্তু পিকবর দেখ সবে হয়ে নারী।
কিনা করিয়াছি ব্রজে হয়ে আজ্ঞাকারী ॥
পতি পুত্র গৃহ ধন সব পরিহরি।
বনে বনে ভ্রমিতাম দিবস শর্ব্বরি ॥

গুরুজনে অপমান করিয়াছি কত।
শুনি নাই হিত বাক্য বলেছিল যত ॥
কায়োমনবাক্যে মজে তাঁহার চরণে।
তাহার উচিত দশা দেখনা নয়নে ॥
যদ্যপি এ দয়াময় হইতেন তিনি।
তা হলে কি হই আমি এরূপ দুঃখিনী ॥
দয়াশূন্য কায়া ওঁর পাষাণ সমান।
কি গুণে বলিব বল করুণানিধান ॥
আর এক মনোদুঃখ করি নিবেদন।
শুনিতাম দর্পহারী হন কৃষ্ণধন ॥
তমোগুণ যদি মনে হইলে উদয়।
তাহার দমন তিনি করেন নিশ্চয় ॥
কিন্তু দেখ নিষ্ঠুরদের এত অহঙ্কার।
কই কৃষ্ণ করিলেন তার প্রতিকার ॥
ছিন্ন ভিন্ন করিতেছে প্রেম বৃন্দাবন।
পেতেছে বিপুল দুঃখ তাঁর প্রিয়গণ ॥
সর্ব্বদা অকুতভয়ে করিছে পীড়ন।
কই তিনি করিলেন তাহার শাসন ॥
বুঝিলাম বলবান জনে তাঁর ভয়।
ক্ষমবান বৈরি নাশে সাধ্য নাহি হয় ॥
আমাদের সম কেবা দুর্ব্বলা ক্ষিতিতে।
কোন বাধা নাহি তাঁর গোপীকা বধিতে ॥
আমরা অবলা বালা কোন জ্ঞানধরি
যা বলেন আজ্ঞাবহ হয়ে তাহা করি ॥

রাসেতে যাতনা পূর্ব্বে দিয়েছেন যত।
গোপীকা বলিয়ে জ্বালা সহে ছিল তত।
কোকিল সকলি সহ্য হয়েছে এ প্রাণে।
আজন্ম দুঃখিনী গোপী সকলেই জানে
শুন শুন সে প্রসঙ্গ করি স্থির মন।
সংক্ষেপে বলিব আমি রাস বিবরণ ॥

অথ প্রসঙ্গাধীন শরদ রাস বর্ণন।

পয়ার।

শারদ রজনী হেরি মদনমোহন।
রাসরস কেলি হেতু করিলেন মন ॥
প্রফুল্ল মল্লিকা করে দিক আমোদিত।
চারুকরে সুধাকর গগণে উদিত ॥
বহু কাল পরে পতি পাইলে প্রিয়ায়।
দেখা হোলে যেন করে বদন মুছায় ॥
সেই রূপ শশী করি কর বিতরণ।
পূর্ব্বে দিগাঙ্গনা মুখ করিল রঞ্জন ॥
উদয় হলেন শশী যে রূপ গগণে।
কি কব তাহার শোভা কোকিল এক্ষণে ॥
শশী করে সুশোভিত হল বৃন্দাবন।
হেরিয়ে হলেন হৃষ্ট মদনমোহন ॥

আমাদের মন ধন করিতে হরণ।
করিলেন মুরলীতে সঙ্গীত তখন॥
কামকলা বর্দ্ধমান কৃষ্ণের সঙ্গীত।
আমরা সকলে শুনি হলেম মোহিত॥
তুষিতে নাথের মন বিরলেতে তবে।
নিজ নিজ বেশ ভূষা করিলাম সবে॥
কেহ না বলিল কারে সপত্নী ভাবিয়ে।
সকলে সত্বর হল আপন লাগিয়ে॥
যে বনে পরাণ বঁধু করেন বিরাজ।
গোপনে গেলেম সবে ত্যজি কুল লাজ॥
কেহবা দোহন কার্য্য পরিত্যাগ করি।
আইল নাথের পাশে আশালতা ধরি॥
কেহবা চুল্লির দুগ্ধ চুল্লিতে রাখিয়ে।
উদয় হইল আসি পুলকে মাতিয়ে॥
কেহবা করিতে ছিল হরিষে বন্ধন।
পরিত্যাগ করি তাহা করিল গমন॥
কেহবা নিশ্চিন্ত হয়ে শিশু কোলে লোয়ে।
দিতে ছিল দুগ্ধদান আহ্লাদিত হোয়ে॥
বঁধুর সঙ্গীত ধ্বনি করিয়ে শ্রবণ।
সন্তানে ফেলিয়ে ধনী করিল গমন॥
পতি সেবা পরিত্যাগ করি কত নারী।
চলিল কাননে সবে ভাব বলিহারী॥
কেহবা মাখিতে ছিল অগৌর চন্দন।
কেহবা করিতে ছিল শরীর মার্জ্জন॥

কোন ধনী দিতেছিল নয়নে অঞ্জন।
কেহবা পরিতে ছিল অঙ্গে আভরণ॥
প্রেমেতে বিভোল চিত্ত হারাইয়ে জ্ঞান।
কর্ণ আভরণ করে চরণে প্রদান॥
বিপরীত রূপে পরি বসন ভূষণ।
গুরুজন ভয় ত্যজি করিল গমন॥
সুহৃদের নিবারণ না শুনি শ্রবণে।
চলিল সকল গোপী কৃষ্ণ দরশনে॥
কোন কোন গোপবালা নারিল যাইতে।
গৃহে বদ্ধ থাকি ধনী লাগিল ভাবিতে॥
ধ্যানেতে কৃষ্ণেতে মন করিয়ে অর্পণ।
তজিল ভাবেতে মুদি যুগল নয়ন॥
ক্রমে ক্রমে পিকবর আমরা সকলে।
উপনীত হইলাম শ্রীরাস মণ্ডলে॥
উপপতি জ্ঞানে ত্যজি কুল লাজ ভয়।
মিলিলাম কৃষ্ণে সুখে রজনী সময়॥
নিশাতে কাননে সবে করি দরশন।
সুধালেন সুধাময় করিয়ে যতন॥
বল বল গোপীগণ শুনি বিবরণ।
কি কারণে এ কাননে দিলে দরশন॥
বল বল প্রকাশিয়ে মনের বাসনা।
সত্য করি বল পূর্ণ করিব কামনা॥
হলেম লজ্জিতা সবে মধুর বচনে।
অধ শির হয়ে বাক্য না সরে বদনে॥

এত দেখি বলিলেন পুনরায় হরি।
এইতো যামিনী দেখ অতি ভয়ঙ্করী ॥
নানা জাতি পশুগণ করিছে ভ্রমণ।
রমণীর যোগ্য নহে এ স্থান এখন ॥
ফিরিয়া গৃহেতে যাও কি কাজ এখানে।
নিশিতে আসিতে কিছু ভয় নাহি প্রাণে ॥
তোমাদের পতি পুত্র মাতা পিতাগণ।
না হেরিয়ে করিতেছে সবে অন্বেষণ ॥
বন্ধুগণে দুঃখভয় দেহ কি কারণ।
তাই বলি অতি শীঘ্র করহ গমন ॥
এরূপ বঁধুর কথা করিয়ে শ্রবণ।
প্রণয় কোপেতে মগ্না হলেম তখন ॥
আমাদের সেই ভাব করি নিরীক্ষণ।
পুনর্ব্বার বলিলেন নলিন নয়ন ॥
ওহে গোপীগণ শীঘ্র যাও নিজ বাসে।
পতি সেবা রতা হও পরম উল্লাসে ॥
রোদন করিছে গৃহে বালক সকল।
তোষ গিয়ে দুগ্ধ দিয়ে এখানে কি ফল ॥
স্বামীর শুশ্রূষা হয় রমণীর ধর্ম্ম।
আর পতি সুহৃদের পালনাদি কর্ম্ম ॥
সন্তানে করিবে সদা ভরণ পোষণ।
এইতো নারীর ধর্ম্ম শুন দিয়ে মন ॥
দুঃশীল দুর্ভাগা বৃদ্ধ রোগী যদি হয়।
কামিনীর তবু পতি ত্যজ্য কভু নয় ॥

পতি ত্যজি উপপতি করে যেই জন।
কভু নাহি হয় তার স্বর্গ আরোহণ॥
ইহকালে অপযশ গায় সকলেতে।
অধমা রমণী সেই রহে নরকেতে॥
শ্রবণ কীর্ত্তন ধ্যান করিলে যেমন।
নিকটেতে ভাব লাভ না হয় তেমন॥
অতএব ফিরে যাও সবে নিকেতনে।
থেকনা থেকনা আর গহন কাননে॥
নাথের শুনিয়ে কথা ওহে পিকবর।
ঘোর দুঃখনীরে মগ্ন হইল অন্তর॥
ভাসিয়ে সকলে পরে নয়নের নীরে।
লজ্জা ত্যজি বলিলাম অতি ধীরে ধীরে॥
ওহে নাথ কেন কহ দারুণ বচন।
তোমার উচিত নয় বলিতে এমন॥
পরিহরি পতি পুত্র গৃহ বন্ধু ধন।
তোমার চরণপদ্মে লয়েছি স্মরণ॥
স্বছন্দ পুরুষ তুমি আমাদের হরি।
পূর্ণ কর অভিলাষ নিবেদন করি॥
পতি পুত্র সুহৃদের লালন পালনে।
রমণীর ধর্ম্ম তুমি বলিলে এক্ষণে॥
পরম ধার্ম্মিক তুমি জানি শ্যামরায়।
তোমার এ উপদেশ থাকুক তোমায়॥
তুমি আত্ম বন্ধু হও তুমি প্রিয়তম।
তোমায় থাকুক তব বচন নিয়ম॥

সাধুতে তোমারে সদা করে রতি মতি।
তুমি পরমাত্মা নাথ প্রিয়তম অতি॥
পতি পুত্র সুহৃদেতে নাহি প্রয়োজন।
বরপ্রদ হোয়ে পূর্ণ কর আকিঞ্চন॥
কোরোনা নৈরাশ বঁধু হইয়ে কৃপণ।
নিবেদন করি ওহে নলিন নয়ন॥
গৃহে সুখে স্থির ভাবে ছিল যেই মন।
তাহা তুমি এককালে করেছ হরণ॥
গৃহকর্ম্মে নিষেবিত ছিল করদ্বয়।
করেছ হরণ তাহা ওহে রসময়॥
ওহে নাথ তবাধর সুধা করি দান।
কৃপা করি স্মরানল করহে নির্ব্বাণ॥
মধুর সঙ্গীত ধ্বনি করিয়ে শ্রবণ।
বিরহ অনলে দেহ হতেছে দাহন॥
যদ্যপি শীতল নাহি কর রসময়।
ভস্মীভুত হবে তবে তব গোপীচয়॥
আসিয়াছি রজনীতে গৃহ পরিহরি।
তোমারে ভজিতে হরি আশালতা ধরি॥
তব পাদপদ্ম সবে পেলেম আসিয়ে।
তোমার কটাক্ষে দহে কামানলে হিয়ে॥
পুরুষ ভুষণ রাখ পদে দাসীগণে।
সকলি জানহ তুমি কি কব এক্ষণে॥
অলকা আবৃত তব বদন মণ্ডল।
সুবর্ণ কুণ্ডল শোভা করে গণ্ডস্থল॥

অধরে ক্ষরিছে সুধা হাস্য আলম্বনে।
ভুজ দণ্ডযুগে ভয় হয়েছে এক্ষণে॥
তব বক্ষ কমলেতে কমলা রমণ।
ইহাতে হয়েছি দাসী নীরদবরণ॥
বল দেখি গুণমণি সুধাই এক্ষণে।
এমন রমণী কিহে আছে ত্রিভুবনে॥
মোহিত না হয় শুনি মুরলীর স্বর।
কিম্বা ও মোহন রূপে হেরি গুণাকর॥
কোন নারী ধর্ম্ম নাহি ত্যজে বল তবে।
কলস্বরা মৃত্যু তুল্য মুরলীর রবে॥
কি কব হে বাঁশরীর ক্ষমতা গৌরব।
পুলকিত হয় ধেনু মৃগ পক্ষী সব॥
আমরা কিঙ্করী পদে লয়েছি আশ্রয়।
কামানলে তপ্ত স্তন সহ্য নাহি হয়॥
নারায়ণ সুরগণে যেন রাখিবারে।
নানা রূপধরী হন প্রকাশ সংসারে॥
হয়েছ আপনি নাথ উদয় তেমন।
ব্রজের আসঙ্কা দুঃখ হরণ কারণ॥
করপদ্ম দানে স্তন করহে শীতল।
সকল শিরেতে দেহ ও কর কমল॥
ওহে পিক এইরূপ বলিলাম সবে।
শুনিয়ে প্রসন্ন হরি হইলেন তবে॥
রাস রস সাগরেতে হয়ে নিমগন।
সকলে লইয়ে কেলি করেন তখন॥

রমণ পণ্ডিত রাস রসে সুরসিক।
সদয় হলেন দয়া প্রকাশি অধিক॥
কি কব হে কৃষ্ণ চর নারীর কপাল।
সুখভোগে কভু নাহি যায় কিছু কাল॥
সৌভগ মদেতে মত্ত হলো গোপীগণ।
দর্পহারি বুঝিলেন তাহাদের মন॥
তাহাদের গর্ব্ব খর্ব্ব করিতে তখন।
অন্তর্ধ্যান হইলেন রসিক সুজন॥
আমি মাত্র নাথ সঙ্গে গেলেম তখন।
আমারে লইয়ে বঁধু করেন ভ্রমণ॥
শুনহ কোকিল মম অদৃষ্টের ফল।
অচিরে হইল সুখ তরী রসাতল॥
সপত্নী বর্জ্জন হেতু সে সুখ সময়।
মম মনে অভিমান হইল উদয়॥
ভাবিলাম মত্ত হোয়ে হারাইয়ে জ্ঞান।
শ্রীকৃষ্ণ প্রিয়সী নাহি আমার সমান॥
তদন্তর কিছু দুর করিয়ে গমন।
বলিলাম নাথ হোল অচল চরণ॥
অশক্ত হয়েছে অতি কি করি বলনা
গ্রহণ করহে সখা সহে না যাতনা॥
এত শুনি বলিলেন নলিন নয়ন।
মম স্কন্ধোপরে ধনি কর আরোহণ।
রমণী হইয়ে ছল বুঝিব কেমনে।
উদ্যোগী হলেম তবে স্কন্ধ আরোহণে॥

অমনি অদৃশ্য বঁধু হলেন তখন।
পড়িলাম ধরাতলে হয়ে অচেতন॥
হা নাথ হা নাথ বলি করিয়ে রোদন।
একাকিনী করিতেছি বনেতে ভ্রমণ॥
এমন সময়ে তথা এলো গোপীগণ।
তাহাদের সঙ্গে মম হলো দরশন॥
জিজ্ঞাসা করিল সবে কৃষ্ণ বিবরণ।
বলিলাম বিবরিয়ে কোকিল তখন॥
সকলে আশ্চর্য্য নীরে মগ্ন হলো তবে।
এক ব্রতে ব্রতী পরে হইলাম সবে॥
একত্রেতে সব গোপী হইয়া মিলন।
ভ্রমিলাম অন্বেষিয়ে বিবিধ কানন॥
যতক্ষণ ছিল চন্দ্র উদয় গগণে।
ততক্ষণ ভ্রমিলাম আশা করি মনে॥
পরেতে হলেম ক্ষান্ত হেরি অন্ধকার।
আইলাম যমুনার তটে পুনর্ব্বার॥
আমাদের সে যাতনা কহিতে না পারি।
এমনি সরল দূত তব দণ্ডধারী॥
আমরা অবলা বালা কিবা জ্ঞান ধরি।
ভাল মন্দ বিবেচনা কিছু নাহি করি॥
সুশীলতা দাম্ভিকতা কিছু জানি নাই।
নারীর স্বভাব যাহা সদা করি তাই॥
নারী যদি কভু সুখী হয় পতি ধনে।
রমণী স্বভাব গর্ব্ব করে থাকে মনে॥

পতি কৃত সপত্নীর হেরি অপমান।
স্বামিনীর গর্ব্ব তাহে বাড়ে মতিমান॥
ইহাতে এরূপ দুঃখ দিতে কিহে হয়।
সুজনের ধর্ম্ম পিক কভু এতো নয়॥
পরে আসি যমুনার পুলিনে সকলে।
করিলাম কত স্তুতি ভাসি নেত্র জলে॥
শেষে আমাদের দুঃখ হেরিয়ে নয়নে।
উদয় হলেন আসি সহাস্য বদনে॥
পরিধান পীতাম্বর বনমালা গলে।
মন্মথ মন্মথ নাথ এলেন কুশলে॥
বঁধু আগমন তবে করি দরশন।
অপার আনন্দনীরে মগ্ন হোল মন॥
কি কব আনন্দ মনে উপজিল কত।
মৃত দেহে যেন প্রাণ হলো সমাগত॥
কোন গোপী ধেয়ে গিয়ে করিয়ে যতন।
শ্রীনাথের কর পদ্ম করিল ধারণ॥
চন্দন চর্চ্চিত বাহু কেহবা ধরিল।
কোন গোপী বিরহেতে চরণে পড়িল॥
কোন গোপী করদ্বয় করিয়ে বিস্তার।
চর্ব্বিত তাম্বুল চাহি লইল তাঁহার॥
প্রেম কোপে কেহ হয়ে বিহ্বলা তখন।
ভ্রুকুটি করিয়ে চাপে অধর দশন॥
কটাক্ষ আক্ষেপে কেহ করিয়ে তাড়ন।
অনিমিষ নেত্রে সুখে করে দরশন॥

সাধুর সাধনে যথা ক্ষোভ নাহি যায়।
যত হেরে গোপী তত তৃপ্তি নাহি পায়॥
কেহ নেত্র বিবরেতে করি আকর্ষণ।
নয়ন মুদিয়ে হৃদি করিল ধারণ॥
যোগীগণ হয় যেন আনন্দে মগন।
সেইরূপ পুলকেতে করে আলিঙ্গন॥
প্রিয়তম প্রাণনাথে করি দরশন।
বিরহজনিত তাপ হইল নিধন॥
জ্ঞান পেয়ে যে প্রকার সুস্থ হয় জন।
সেইরূপ সেই তাপ হইল মোচন॥
শরদ চন্দ্রের কিবা কিরণ প্রকাশ।
তাহাতে তিমিররাশী হইল বিনাশ॥
ধরিল পুলিন অতি মনোহর শোভা।
বিশেষত কামী জন কর মনোলোভা॥
তরল তরঙ্গ অতি শ্রীনাথের কর।
কোমল বালুকা তীরে হলো শোভাকর॥
মোহন পুলিনে পিক সবার সহিত।
রসের সাগর কৃষ্ণ হলেন শোভিত॥
করিলেন রাস কেলি হৃদয়রঞ্জন।
আমাদের প্রতি করি কৃপা বিতরণ॥
দুই দুই গোপী মধ্যে হলেন প্রবেশ।
যোগেশ্বর কৃষ্ণ যোগ প্রকাশি অশেষ॥
সকলে বঁধুর কর করিয়ে ধারণ।
রাস রসে মগ্ন তবে হলেম তখন॥

বুঝিতে নারিল সবে সেই যোগ বল।
সকলে ভাবিল কৃষ্ণ নিজ নিজ স্থল॥
অতএব পিকবর কি কব এক্ষণে।
কহিতে সে সব কথা দুঃখ পাই মনে॥
বলিলাম আমি যাহা তোমারে যতনে।
যদ্যপি বিশ্বাস তব নাহি হয় মনে।
বরঞ্চ জিজ্ঞাসা করো কৃষ্ণেরে আপনি॥
কি দেন উত্তর সেই শঠ শিরোমণি॥
ভেবে দেখ যাঁর তরে ত্যজি কুলমান।
নারী হয়ে বনে আসি সঁপিলাম প্রাণ॥
যাঁর তরে তুচ্ছ করি যত গুরুজনে।
রজনীতে আইলাম নিবীড় কাননে॥
এই কি উচিত তাঁর ওহে পিকবর।
ধর্ম্ম দেখে মর্ম্মে ব্যথা পাই নিরন্তর॥
যাহাহকু বোলো সেই লম্পট রাজনে।
কি দোষে আইলে ত্যজি ব্রজ বাসীগণে॥
কোন দোষ তাহাদের না হয় স্মরণ।
যদি কোন দোষ থাকে বল জনার্দ্দন॥
শুনিলে তাহারা ক্ষান্ত হইবে রোদনে।
ধরিবে প্রবোধ তারা দোষ ভাবি মনে॥
এই কথা গোপীগণ জিজ্ঞাসিতে হরি।
বলিয়ে দিয়েছে যত্নে মম কর ধরি॥
কি দেন উত্তর তিনি করিয়ে শ্রবণ।
পুনরায় আসি ব্রজে বলিবে সুজন॥

তোমার অপেক্ষা করি রহিলাম সবে।
বলে যাও পিকবর কবে আসি কবে ॥

শ্রীমতীর কথাবসানে দৈবাধীন কোকিল কুহু
ধ্বনি করায় রাধার তাহাতে বিশ্বাস
হইবায় খেদোক্তি।

পয়ার।

আপন মনেতে পিক তখন ডাকিল।
ধ্বনি শুনি শ্রীমতীর বিশ্বাস জন্মিল ॥
সন্তোষ হইয়ে রাই কহিছে তখন।
ওহে দূত আরো কিছু করহ শ্রবণ ॥
বলিতেছি কথা যত কাতরে তোমারে।
সঞ্চয় করিয়ে রাখ হৃদয় ভাণ্ডারে ॥
অন্য দৃষ্টি পরিহরি স্থির করি মন।
হরিষে শ্রবণ কর আমার বচন ॥
যদি তব সব কথা না রয় স্মরণ।
যত পার তথা গিয়ে করো বিজ্ঞাপন ॥
এই কথা বোল তাঁরে করিয়ে বিনয়।
বৃন্দাবনে ঘটিয়াছে অমঙ্গল চয় ॥
নিত্য ধামে কিছু নাই সুখের সঞ্চার।
নিত্য কত অমঙ্গল হতেছে অপার ॥

ভাবে নাই ব্রজবাসী যে দশা স্বপনে।
ঘটিয়াছে সেই দিন সেই বৃন্দাবনে॥
আনন্দ ধামেতে তব ছিলনা কলহ।
সে অনলে ব্রজবাসী দহে অহরহ॥
পূর্ব্বে কারো মনে নাহি ছিল কোন দ্বেষ।
এক্ষণে দ্বেষেতে পূর্ণ হইয়াছে দেশ॥
বিরহ দানব রাজা করিতেছে বল।
রাধার অমর কুল হয়েছে চঞ্চল॥
অজ্ঞান নামেতে তার শ্রেষ্ঠ সেনাপতি।
অধৈর্য্য অশ্বেতে চড়ি বল করে অতি॥
অবিদ্যা রাজার নারী প্রবলা একদা।
মোহ মন্ত্রী কুমন্ত্রণা দিতেছে সর্ব্বদা॥
প্রবৃত্তি নামেতে সেই অবিদ্যার কন্যা।
এ যুদ্ধের হইয়াছে অতি অগ্রগণ্যা॥
হাহাকার হুহুঙ্কার আদি সৈন্যগণ।
দম্ভে দম্ভে করিতেছে ভয় প্রদর্শন॥
নৈরাশ পতাকা এক দিয়েছে তুলিয়ে।
করিতেছে কত বল দুর্ব্বল হেরিয়ে॥
শ্রীমতীর সুরকুল পাইয়াছে ত্রাস।
মন ইন্দ্র দেখে শুনে গণিছে হুতাশ॥
ধৈর্য্য চন্দ্র ঘোর ভয়ে হয়েছে গোপন।
নিস্তব্ধ হয়েছে তার সুআশা পবন॥
ভরশা বরুণ অতি ভয় পেয়ে মনে।
গোপন হয়েছে গিয়ে রাধার নয়নে॥

তব আগমন ভিন্ন সদুপায় নাই।
তোমারে জানাতে তাই বলেছেন রাই॥
যদি কন এত সৈন্য থাকিতে রাধার।
কি আশ্চর্য্য না হইল দানব সংহার॥
তখন বোলোহে তুমি বুঝাইয়ে তাঁরে।
যার বধ্য সে বিনা কি অন্য জনে পারে॥
যে অস্ত্রে হইবে নাশ সে অস্ত্র বিহনে।
অপর অস্ত্রেতে বধ হইবে কেমনে॥
তার সাক্ষি ইন্দ্রজিত বধের কারণ।
লইলেন কত কষ্ট আপনি লক্ষ্মণ॥
তাঁহার অগ্রজ রাম বিষ্ণু অবতার।
অক্ষম হলেন তারে করিতে সংহার॥
দেখ একেশ্বর তারে বধিল লক্ষ্মণ।
যার বলে স্থির নাহি হোত সুরগণ॥
আর দেখ দশাননে করিতে নিধন।
সাত দিন রামচন্দ্র করিলেন রণ॥
কোনমতে নিশাচর নাহি হয় নাশ।
এত দেখি রঘুনাথ পাইলেন ত্রাস॥
পরে মৃত্যুভেদি বাণ করি আনয়ন।
অনায়াসে বধিলেন তাহার জীবন॥
তাই শুনেছেন রাধা ভাবের আভাসে।
বিরহ নিধন বাণ আছে তব পাশে॥
তাহার সে বৈরি বধ্য নহে কদাচন।
তব বধ্য তুমি গিয়ে করহে নিধন॥

তাই তিনি বলেছেন যেতে একবার।
থাক নাহি থাক তথা ইচ্ছা সে তোমার ॥
যদ্যপি থাকিতে তথা মন নাহি যায়।
বিরহ বধিয়ে হরি এস মথুরায়।
বোলোহে বলিতে এই বলেছে শ্রীপতি।
ধরে বেঁধে না রাখিবে তোমারে শ্রীমতী ॥
এ কথা শুনিয়ে যদি আসিতে না চান।
তবে এই কথা বোল হয়ে সাবধান ॥
বারেক তোমারে যেতে হবে বৃন্দাবনে।
দুঃখিনী রাধার প্রেম যজ্ঞের কারণে ॥
পূর্ব্বে সেই বৃন্দাবনে ওহে নটবর।
কিশোরীর প্রেম যজ্ঞে দিলে যজ্ঞেশ্বর ॥
যদি তার প্রেম যজ্ঞ হলো উজ্জাপন।
দক্ষিণান্ত বাকি আর থাকে কি কারণ ॥
প্রাণ ধন রাখিয়াছে প্যারী তার তরে।
চল শ্যাম কৃপাকরি সে ব্রজ নগরে ॥
যদি বল দান নিলে মহাপাপ হয়।
আসিবেন কেন কথা যুক্তি সিদ্ধ নয় ॥
তুমি নাহি জান তাঁর পূর্ব্ব বিবরণ।
কোন লজ্জা নাহি দূত এ কার্য্য কারণ ॥
আজ গিয়ে মথুরায় হয়েছেন মানি।
চির দিন যমুনায় ছিলেন হে দানী ॥
বিশেষত বলিরাজে করিয়ে ছলনা।
লয়েছেন দান তার রয়েছে ঘোষণা ॥

দান হেতু পাতালেতে পাঠালেন তারে।
এ কাজ নূতন নহে বলিহে তোমারে ॥
বলিতে পারেন তিনি এ কথা এক্ষণে।
হয়েছেন মানি দান লবেন কেমনে ॥
ওহে পিক ব্রজ ত্যেজি গিয়ে মথুরায়।
শুনিয়াছি হয়েছেন রাজা শ্যামরায় ॥
বিনা করে কেবা কোথা হয় হে ভূপতি।
রাজার সর্ব্বদা রয় কর প্রতি মতি ॥
আছে রীত প্রজা যদি শুভ কর্ম্ম করে।
রাজার বরণ করে সম্মানের তরে।
রাখিবারে প্রাণপণে ভূপতির মান।
সাধ্য মত ভেট করে ভূপেরে প্রদান ॥
নৃপতি কি সেই কর করেন বর্জ্জন।
বরঞ্চ সে করাভাবে করেন শাসন ॥
অতএব কৃষ্ণ চর করহে শ্রবণ।
মথুরার অধীনেতে হয় বৃন্দাবন ॥
আমরা তাঁহার প্রজা তিনি দণ্ডধর।
অবশ্য লইতে সুখে পারেন এ কর ॥
এ কথা শুনিলে হরি হবেন সন্তোষ।
তব প্রতি তিনি নাহি করিবেন রোষ ॥
কোন দোষ নাই তুমি বলিবে একান্ত।
নিশ্চিন্ত হইব আমি করি দক্ষিণান্ত ॥
ব্রত উদ্‌যাপন বাকি রাখা ভাল নয়।
না হইলে কার্য্য শেষ ফল নাহি হয় ॥

অতএব তুমি তাঁরে করিবে প্রেরণ।
বিবিধ প্রকারে তাঁর বুঝাইয়ে মন॥

পথ কোকিলের নিকট শ্রীমতীর প্রাণত্যাগের
চেষ্টা বিফলতার কথা।

পয়ার।

রাধানাথ বিনা রাধা হয়ে অতি দীনা।
কোকিলে ডাকিয়ে দূত কহে জ্ঞান হীনা॥
শুন শুন মাধবের প্রিয়তম চর।
আমার দুঃখের কথা হয়ে কৃপাকর॥
যখন ছিলেন ব্রজে হৃদয় রঞ্জন।
তিলেক অদৃশ্য হলে ঝুরিত নয়ন॥
করিতাম হেরিবারে অশেষ ছলনা।
সহিয়াছি কুটিলার কতই গঞ্জনা॥
হেরিয়ে শীতল তবে হইত জীবন।
একভাবে করিতাম জীবন যাপন॥
ভাবিতাম যদি শ্যাম দিবস কারণ।
কোন স্থানে কোন কার্য্যে করেন গমন॥
তা হলে কি রূপে মম স্থির রবে মন।
না হেরিয়ে চাঁদ মুখ না রবে জীবন॥
এখন দেখরে পিক গেল কত দিন।
কইরে জীবন গেল বড়ই কঠিন॥

বুঝিলাম রমণীর পাষাণের প্রাণ।
নতুবা কি এত দুঃখে থাকে বিদ্যমান॥
এক দিন ভাবিলাম বসিয়ে নির্জ্জনে
জীবন ত্যজিতে ওই যমুনা জীবনে॥
এতভাবি একাকিনী নাবিলেম জলে।
যমুনা কোপেতে কটু বলেছিল বলে॥
ওগো রাধে মম জলে এলে কি কারণ।
ভেবেছ কি অনায়াসে ত্যজিবে জীবন॥
ভেবে দেখ কৃষ্ণ লয়ে মম এই তীরে।
করিতে অশেষ কেলি না চাহিতে ফিরে॥
এক দিন তরে নাহি দিতে বংশীধারী।
আমার সপত্নী তুমি ও রাজ কুমারী॥
এক্ষণে এরূপে যদি তুমি ত্যজ প্রাণ।
এ ঘোর বিরহে ধনি তবে পাবে ত্রাণ॥
বৈরির বিনাশ হতে প্রাণ থাকা ভাল॥
দুসহ যাতনা ভোগ করে চিরকাল॥
অতএব বারী হতে শীঘ্র উঠে যাও।
আপন মঙ্গল ধনী যদি তুমি চাও॥
মম সহোদর কাল জানত আপনি।
আমি নিষেধিলে প্রাণ কে লইবে ধনি॥
এত বলি ভানুপুত্রী তরঙ্গ তুফানে।
আমারে রাখিয়ে গেল অতি দুর স্থানে॥
যমুনার ক্রোধ হেরি মনোদুঃখে শেষ।
ভাবিলাম অগ্নি মধ্যে করিতে প্রবেশ॥

বহু শ্রমে ভুরি কাষ্ঠ করি আয়োজন।
জ্বালিলাম অগ্নি দূত ত্যজিতে জীবন॥
এমন সময়ে ব্রহ্মা বলিল আমারে।
ওগো প্যারী কেন চাও প্রাণ ত্যজিবারে॥
সামান্য অনল কেন জ্বালিলে শ্রীমতী।
এ অনলে তব মৃত্যু না হইবে সতী॥
শ্রীকৃষ্ণ বিরহানল সহেছে যখন।
সামান্য অগ্নিতে মৃত্যু না হবে এখন॥
যে জন সহজে করে হলাহল পান।
ভুজঙ্গ দংশনে তার যায় কিগো প্রাণ॥
এই রূপে বিধি কত বলিল তখন।
লজ্জিতা হলেম তার শুনিয়ে বচন॥
শেষে স্থির করিলাম গলে রজ্জু দিয়ে।
বিরলে ত্যজিব প্রাণ কি কায ভাবিয়ে॥
ভাবিলেম গৃহে গেলে রজ্জুর কারণ।
জানিতে পারিবে তবে প্রিয় সখীগণ॥
তা হলে সকলে বলে ধরিয়ে রাখিবে।
লাভে হতে বৈরি মাজে কলঙ্ক ঘটিবে॥
পরে যুক্তি করিলাম বনের লতায়।
বিরলে ত্যজিব প্রাণ না রহিবে দায়॥
কিন্তু পিকবর কৃষ্ণ বিরহ তপনে।
শুখায়েছে তরুলতা যত বৃন্দাবনে॥
রস হীন লতা যত দিলাম গলায়।
ভেঙ্গে গেল কিছু বল না করিতে তায়॥

ভুরি ভুরি লতা আমি লয়ে রুষ্ট মনে।
করিলেম যত্ন কত মরণ কারণে॥
কোন মতে কার্য্য সিদ্ধি না হল আমার।
প্রবল হইল আরো বিরহ বিকার॥
অতএব মম মৃত্যু নাহি পিকবর।
সহিতে হইবে কত জ্বালা ঘোরতর॥
পাপীর সহজে প্রাণ কভু নাহি যায়।
ভোগাভোগ যত কিছু কার্য্যের দ্বারায়॥
কর্ম্ম মত ফল ভোগ করিতেছি যত।
আমার যন্ত্রণা রাশি কব আর কত॥
তুমি যদি কর পিক এই উপকার।
এই সব কথা তথা করিবে প্রচার॥
বোল সেই নটবরে করিয়ে মিনতি।
যাতে আমি এ বিপদে পাই অব্যাহতি॥
অধিক কি কব আর তুমি জ্ঞানবান।
বুঝিয়ে করিবে পিক বিহিত বিধান॥

বৃন্দাবনের অবস্থা বর্ণন।

ত্রিপদী।

এক মুখে দুঃখচয়, কব কত সদাশয়
আপনি করোনা দরশন।
কৃষ্ণ বিনা অন্ধকার, সবাকার শবাকার,
বৃন্দাবন হইয়াছে বন॥

বারী হীন সরোবর, নাহি বর্ষে জলধর,
বৃক্ষে নাহি ফল ফুলধরে।
হংস আদি পক্ষীগণ, ঘোর শোকে অচেতন,
শিখীগণ নৃত্য নাহি করে॥
দহে মন অনিবার, বহু দিন হতে আর,
শুনিনাই অলির ঝঙ্কার।
সুখ হীন শুক শারী, ডালে বসি সারি সারি,
নিরবধি করে হাহাকার॥
গাভী নাহি তৃণ খায়, গোষ্ঠে বনে নাহি যায়,
নতমুখে পড়ে স্থানে স্থানে।
কে আর পালন করে, সবে শোকে কাল হরে,
কেহ কার কথা নাহি মানে॥
শ্রীদাম সুদাম দাম, সুবলাদি অভিরাম,
অবিরাম করিছে রোদন।
ঘোর শোকানলে জ্বলি, কানাই কানাই বলি,
কেবল ডাকিছে অনুক্ষণ॥
সলিলে ভাসিছে তারা, গোষ্ঠেতে না যায় তারা,
দোহনাদি না করে যতনে।
সবে মহা শোকে মুগ্ধ, ক্ষীর সর দধি দুগ্ধ,
দুর্লভ হয়েছে বৃন্দাবনে॥
গোকুল রমণী গণে, মনেতে প্রমাদ গণে,
কেহ নাহি করে গৃহ কর্ম্ম।
পতি পুত্র পরিহরি, কাঁদে দিবা বিভাবরী,
নাহি রাখে গৃহস্থের ধর্ম্ম॥

শিশুগণে সুপালন, না করে জননী গণ,
রন্ধনাদি বল্লবের সেবা।
অতিথি বিমুখ হয়, কেহ নাহি তত্ত্ব লয়,
সান্ত্বনা করিবে কারে কেবা॥
যত দুখ যশদার, কহিবারে সাধ্য কার,
ধরাতলে সদা অচেতন।
কিছু না ভোজন করে, মহাশোকে কাল হরে,
কেঁদে কেঁদে গিয়েছে নয়ন॥
কি কব রাণীর ধারা, দুনয়নে বসুধারা,
নিরবধি হতেছে পতন।
ডাকিলে না কথা কয়, আপন মনেতে রয়,
বলে কোলে আয় কৃষ্ণধন॥
গোপাল আইলি বলি, কভু যায় দ্রুত চলি,
করে লয়ে চুড়া ধড়া বাঁশী।
কভু রাজপথে গিয়ে, পান্থগণে নিরখীয়ে,
শুধায় নয়ন জলে ভাসি॥
কেঁদে বলে কোথা হরি, জননীর প্রাণ হরি,
রহিয়াছ মায়েরে ভুলিয়ে।
আয়রে কোলেতে করি, ওরে বাপ প্রাণে মরি,
তব চাঁদমুখ না হেরিয়ে॥
হয়েছে গোষ্ঠের কাল, খেদে কাঁদে ধেনুপাল,
ও গোপাল কে যাবেরে লোয়ে।
এই ধর ক্ষীর ননী, এনেছি রে নীলমণি,
খাও আসি পুলকিত হোয়ে॥

কভু ত্যজি লাজ ভয়, নন্দে নিরানন্দে কয়,
কোথা হে আমার কৃষ্ণধন।
কেমনে তেজিয়ে হরি, এলে গৃহে প্রাণ ধরি,
ওহে নন্দ ধন্য তব মন ॥
কি কথা আমারে কোয়ে, গিয়েছিলে কৃষ্ণ লোয়ে,
একা কেন ফিরে এলে তুমি।
ফণির তেজিয়ে মণি, আইলে লইয়ে ফণি,
তুমিতো ভাসালে ব্রজভূমি ॥
এইরূপ পিকবর, পুত্র শোকে নিরন্তর,
নন্দরাণী করেন রোদন।
শুনিয়ে তাঁহার খেদ, ধরাধর হয় ভেদ,
গোকুলে সকলে উচাটন ॥
নন্দ উপনন্দ সব, শোকে যেন হয়ে শব,
অচেতনে পড়ে ধরাসনে।
কে আর বুঝায় তায়, বৃদ্ধকালে ঘোর দায়,
হায় তার কি হবে এক্ষণে ॥
গো গোপী গোয়ালগণ, ঘোর শোকে অচেতন,
অনশনে করিছে রোদন।
কে আর তুলিবে হায়, সকলেরি এক দায়,
হয়ে কৃষ্ণ গতো প্রাণ মন ॥
ওই দেখ কুঞ্জবন, যাতে স্নিগ্ধ হোতো মন,
মাধবের প্রিয় ছিল অতি।
শ্যাম জলধর বিনে, জলে বহ্নি নিশি দিনে,
গমনে বিদগ্ধ হয় মতি ॥

বিমল কুণ্ডের জলে, বিরহ অনল জ্বলে,
দাবানল পলায়েছে দুখে।
সারস মরাল গণ, হয়ে শোকে অচেতন,
পড়িয়ে রয়েছে মত্ত মুখে॥
যদ্যপি হে পিকবর, দুখ দিতে ঘোর তর,
তব ভূপতির ছিল মন।
তবে কেন ইন্দ্র কোপে, রাখিলেন গোপী গোপে,
করে গিরি করিয়ে ধারণ॥
শিশুগণ খেদে বলে, কেন কালিন্দীর জলে,
হলাহলে করিলেন ত্রাণ।
মিছে মায়া বৃদ্ধি করি, সখ্য ছলে মন হরি,
বধিলেন কপটে পরাণ॥
বোল যাহা গেল হেরে, বলরাম অনুজেরে,
কত আমি বলে দিব আর।
অচিরে গমন করো, দুঃখিনীর বাক্য ধরো,
রাগিবেন বিলম্বে তোমার॥
ভবসিন্ধু পার হেতু, হৃদে বাঁধি আশা সেতু,
বৈষ্ণবের যুক্তি শিরে ধরি।
বনোয়ারিলাল কয়, করি কৃষ্ণ পদাশ্রয়,
কৃষ্ণ লীলা মাধুর্য্য লহরী॥

কোকিলের মথুরাভিমুখে গমন দেখিয়া রাধার আশা প্রাপ্ত ও গৃহে আগমন।

পয়ার।

যেমন শ্রীমতী ক্ষান্ত হলেন কথনে।
তেমনি উড়িল পিক আপনার মনে॥
বিশেষত সূর্য্য অস্ত করি দরশন।
আপন নীড়েতে পক্ষি করিল গমন॥
কিন্তু মথুরার দিকে গেল পিকবর।
দেখিয়ে রাধার হোলো হরিষ অন্তর॥
বৃন্দা কহে কমলিনী কর দরশন।
ওই পিক মধুপুরে করিল গমন॥
আর কোন চিন্তা নাই ও রাজকুমারী।
আসিবেন দূত কথা শুনি বংশীধারি॥
এক্ষণে গৃহেতে চলো ধরগো বচন।
দেখ ধনি অস্তাচলে চলিল তপন॥
বিশেষত কালি হতে এসেছ কাননে।
কি কবে বলনা লোক শুনিলে এক্ষণে॥
আর দেখ মায়ে ঝিয়ে এসেছিল বনে।
মম সনে দ্বন্দ্ব করি গিয়েছে ভবনে॥
তারাই পাপিনী যেন জ্ঞান নাই ঘটে।
ভেবে দেখ তোমারিতো গুরুজন বটে॥
তাহারা আয়ানে গিয়ে বলিবে সকল।
অবশ্য আয়ান তাহে হইবে চঞ্চল॥

সে যেন তোমারে কিছু বলিবে না ধনি।
অন্তরে যাতনা তার হবে চন্দ্রাননী॥
বৃন্দার বচনে ধৈর্য্য করিয়ে ধারণ।
চলিলেন রাই বাসে সহ সখীগণ॥
শ্যাম আসা আশানীরে হইয়ে মগনা।
কহিছেন নানা কথা হয়ে শান্তমনা॥

শ্রীমতীর আশাবলম্বন।

পয়ার।

মরি কি আশার ভাব কে করে নিশ্চয়।
সুরাসুর আদি কেহ আশা ছাড়া নয়॥
আশাই হয়েছে শুদ্ধ সংসারের সার।
আশার আশ্রয়ে সবে বদ্ধ অনিবার॥
কেহ যদি না হইত আশার অধীন।
এ সংসার চলিতনা কভু এক দিন॥
আশা রূপ সূত্রে গাঁথা হইয়ে সকলে।
কভু বা হাসিছে কভু ভাসে নেত্র জলে॥
আশায় করেন যোগী ঈশ্বরের যোগ।
আশায় করেন ভোগী নানামত ভোগ॥
আশায় জনক করে সন্তানে পালন।
আশায় করেন দাতা ধন বিতরণ॥
আশায় বণিকগণ ফেরে নানা দেশ।
আশায় হলেন যোগী আপনি মহেশ॥

আশায় করিল রাম সাগর বন্ধন।
আশায় গলিত পত্র খায় মুনিগণ॥
আশায় যুবতী করে পতিরে সেবন।
আশায় পুরুষ করে নারীরে যতন॥
আশা যদি না করিত বিধাতা সৃজন।
তা হইলে কোন কর্ম্ম না হোত সাধন॥
দুখে দুখী সুখে সুখী না হইত কেহ।
আশা বিনা কভু নাহি রহিত এ দেহ॥
কি কব আশার শক্তি এমনি মোহন।
নৈরাশ হইলে তবু শান্ত করে মন॥
এক আশা যেতে যেতে অন্য আশা আসে।
দুখ ভুলে তাপীজন সুখ নীরে ভাসে॥
যোগ আশা প্রেম আশা আছেত অনেক।
কার্য্য অনুসারে নাম ফলে আশা এক॥
এই আশা সেই আশা কহে লোক এই।
ভেবে দেখ এই সেই হয় এই সেই॥
নিশ্চয় করিতে তবে আশার আকার।
নানা লোক নানা রূপে করেন বিচার॥
ফলে এ বিষয় কিছু নির্ণয় না হয়।
ভ্রম ঘোরে সবে গোল করে অতিশয়॥
কেহ কয় আশা হয় বিন্ধ্যগিরি প্রায়।
কেহ তরী সম কেহ তরু সম গায়॥
ইহার সিদ্ধান্ত কোন আমি নাহি জানি।
প্রাচীন লোকের কথা তাই সত্য মানি॥

করেছেন কবিগণ যথার্থ বিচার।
মহা সিন্ধু সম রূপ বিষম অপার॥
যদি বল জল কই এ ভাব বিফল।
ভেবে দেখ আশার্ণবে মনোরথ জল॥
বিষয় হরিণ তৃষ্ণা ঢেউ উঠে তার।
ভাসিছে কুম্ভীর ক্রোধ তাহে অনিবার॥
মোহ ঘূর্ণা আশা জলে ঘোরে নিরন্তর।
চিন্তা রূপ তট তায় অতি পরিসর॥
যদি বল তরু কই তটের উপরে।
ভেবে দেখ ধর্ম্ম রূপ বৃক্ষ শোভাকরে॥
সন্দেহ নামেতে পক্ষী রয়েছে তাহায়।
হবে কি না হবে এই গীত সেই গায়॥
তাই বলি আশা হয় সাগর সমান।
আশা পারে যেতে কেহ নহে ক্ষমবান॥
সেই আশাজলে প্যারী দিলেন সাঁতার।
শীতল হইল কিছু বিরহ বিকার॥
বনোয়ারী [illegible] ভাবি শ্রীকৃষ্ণ চরণ।
অতি ভক্তিভাবে কহে শুনে সাধুগণ॥

শ্রীমতীর শ্রীকৃষ্ণ সহিত মানস মিলন।

পয়ার।

[illegible] শুন ভক্তগণ করি নিবেদন।
[illegible]রাধা কৃষ্ণের শুভ মানস মিলন॥

ভাব উল্লাসের ভাব অতি মনোহর।
যে কথা শুনিলে শুদ্ধ হইবে অন্তর॥
রাধাকৃষ্ণে ভিন্ন ভাব না ভাবিও মনে।
অভেদ কেবল ভেদ লীলার কারণে॥
এখানে শ্রীমতী সব সঙ্গিনী সহিতে।
এলেন শ্রীকৃষ্ণ ভাব ভাবিতে ভাবিতে॥
অপার শ্রীকৃষ্ণ ভাবে হইয়ে মগনা।
মানসে কৃষ্ণেরে তবে করেন ভাবনা॥
হৃদয় নিকুঞ্জবনে রাখিয়ে যতনে।
পূজা আরম্ভিল প্যারী অতি হৃষ্টমনে॥
সকল ইন্দ্রিয় তাঁর হলো সহচরী।
নাচিতে লাগিল তারা নিজভাব ধরি॥
নিশ্বাস পবন অতি পুলকে তখন।
আনন্দে দোঁহারে করে চামর ব্যজন॥
মাধবভাবিনী মগ্না হোয়ে ভাবজলে।
শ্রদ্ধা মালতীর মালা দিল বঁধু গলে॥
ভক্তিরূপ চন্দনেতে সাজাইয়ে শ্যামে।
বসিলেন বিনোদিনী [illegible] বামে॥
ধরিল অপূর্ব্ব শোভা হৃদয় কানন।
বিরহ তিমির তাহে হইল নিধন॥
নয়ন খঞ্জন নাচে আনন্দে মাতিয়ে।
চিত্ত শিখি নাচে কিবা ভাব বিস্তারিয়ে।
মন অলি গুণে করে গুণ গুণ গান।
শ্রীপাদপদ্মেতে করি মকরন্দ পান॥

কৃষ্ণচন্দ্রে চকোরিণী হইলেন প্যারী।
ভাব উল্লাসের ভাবে যাই বলিহারী॥
এ ভাব ভাবিতে সেই ভাবক শঙ্কর।
সদানন্দ সদানন্দে রন নিরন্তর॥
ভক্ত ভিন্ন অপরের নহে অধিকার।
এ লীলা ভক্তের হয় ভাবের ভাণ্ডার॥
লিখেছেন কবিগণ মানস মিলন।
রচিলাম আমি তাহা ভক্তের কারণ॥
প্রভাস বিহনে নহে প্রকাশ্য মিলন।
শ্রীদামের শাপ তথা হইবে মোচন॥
মধুর শ্রীকৃষ্ণ লীলা যে করে কীর্ত্তন।
কিম্বা অতি শুদ্ধ মনে শুনে যেই জন॥
তাহার অবশ্য হয় বৈকুণ্ঠেতে বাস।
ইহকালে পূর্ণ হয় মনো অভিলাষ।
ধন ধান্য পরিপূর্ণ হয় সেই জন।
চঞ্চলা কমলা তার গৃহে স্থিতা রণ॥
রোগ শোক তাপ পাপ সব দূরে যায়।
কৃষ্ণের কৃপায় পায় স্থান কৃষ্ণ পায়॥
এইরূপে এই গ্রন্থ করিলাম শেষ॥
শাস্ত্র অভিমত ভাবে ভাবি হৃষীকেশ॥
শ্রীরাধা গোবিন্দ পদ করিয়ে ভাবনা।
বনোয়ারিলাল রায় করিল রচনা॥

সমাপ্ত।